চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উদয়পুর
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক
জাগরণ
THE FIRST DAILY OF TRIPURA
গৌরবের ৬৬ তম বছর
অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

সিস্টার Sister Masala
নিশ্চিন্তের প্রতীক
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
সিষ্টার
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 1 April, 2020 ■ আগরতলা, ১ এপ্রিল, ২০২০ ইং ■ ১৮ চৈত্র ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

করোনা মোকাবিলায় ২৩৩ কোটি টাকার প্যাকেজ সহ গুচ্ছ সিদ্ধান্ত রাজ্য মন্ত্রিসভার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। ত্রিপুরা সরকার করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২৩৩ কোটি টাকার একটি প্যাকেজ নিয়েছে। আজ মন্ত্রিসভা ওই প্যাকেজের অনুমোদন দিয়েছে। এছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত সমস্যা মোকাবিলায় একগুচ্ছ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার রাতে সাংবাদিক সম্মেলনে সরকারি এই সিদ্ধান্তের কথা জানান শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, খাদ্যমন্ত্রী মনোজকান্তি দেব এবং স্বাস্থ্য ও খাদ্যসচিব ডা. দেবাশিস বসু।

মন্ত্রিসভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের মধ্যে রয়েছে অন্ত্যোদয় অন্নযোজনা, প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড কার্ডধারী ৫ লক্ষ ৭৯ হাজার পরিবারকে আগামী ১ মাসের জন্য বিনামূল্যে চাল সরবরাহ করা হবে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৯ হাজার পরিবার অন্ত্যোদয় অন্নপূর্ণা যোজনায় এবং প্রায়োরিটি হাউসহোল্ড পরিবার রয়েছে ৪ লক্ষ ৭০ হাজার। এছাড়াও এপিএল কার্ডধারীদের মধ্যে যাঁরা গরিব এ রকম ৫০ হাজার পরিবারকেও আগামী ১ মাসের চাল বিনামূল্যে দেওয়া হবে। যদি কেউ আগামী মাসের (এপ্রিল) চাল অগ্রিম তুলে নেয় তবে তাদের ক্ষেত্রে সেই টাকা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দিয়ে দেওয়া হবে। শিক্ষামন্ত্রী জানান, আপার প্রাইমারি স্কুলের প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে ৩ কেজি ৭৫ গ্রাম করে চাল দেওয়া হবে। এর জন্য ব্যয় হবে ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা। প্রাইমারি স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা পাবে ২ কেজি ৫০ গ্রাম চাল এবং এর জন্য ব্যয় হবে ২ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা।

এদিন শিক্ষামন্ত্রী জানান, সমস্ত সামাজিক ভাতা প্রাপকরা দু'মাসের পেনশন একসাথে পাবেন। অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসের পেনশন তাঁদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকে যাবে এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে। এতে উপকৃত হবেন প্রায় ৪ লক্ষ সামাজিক ভাতা প্রাপক। এর জন্য খরচ হবে ৭৫ কোটি টাকা। তিনি আরও জানান, এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্ত সমস্ত রেগা কার্ডধারী পরিবারের মধ্যে ১০ দিনের কাজ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এই সুবিধা ৬ লক্ষ ২৯ হাজার জবকার্ডধারী সবাইকে দেওয়া হবে। এতে মোট ১২০ কোটি টাকা ব্যয় হবে। এদিকে, বাড়ি ও অন্যান্য নির্মাণ কাজে যুক্ত স্বীকৃত নির্মাণ শ্রমিকদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য করা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন। তিনি বলেন, তিনমাস এই সহায়তা প্রদান করা হবে এবং এতে ৪০ হাজার নির্মাণ শ্রমিক উপকৃত হবেন। এর জন্য ব্যয় হবে ১২ কোটি টাকা।

সাংবাদিক সম্মেলনে আরও জানানো হয়, শহর এলাকায় ভবঘুরে এবং গৃহহীনদের এতদিন রান্না করা খাবার সরবরাহ করা হয়েছে। বর্তমানে এর পরিবর্তে চাল, ডিম, সবজি, মশলা-সহ ৭ দিনের খাবার একসঙ্গে বিতরণ করা হবে। তাতে ১৫০০ সুবিধাভোগী উপকৃত হবেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, দিল্লি, কলকাতা ও গুয়াহাটির ত্রিপুরা ভবনে অবস্থানরত আবাসিকদের ঘর এবং প্রত্যেকদিনের খাবার ত্রিপুরা সরকারের পক্ষ থেকে বহন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা ভবন ছাড়াও আরও ৪২২টি পরিবার বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থানরত রয়েছেন। তাদেরকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করার জন্য সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলির মুখ্যসচিবের সাথে কথা বলা হয়েছে। যদি সেই সব রাজ্য প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান না করে থাকে তবে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে তাদের অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা প্রদান করা হবে বলে শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন।

শিক্ষামন্ত্রী আরও জানান, রাজ্যের ৫৪টি চা বাগান এবং ২৩৫টি ইটভাট্টায় কর্মরত শ্রমিকদের রেশন সামগ্রী প্রদান করার জন্য বাগান মালিক এবং ইটভাট্টা মালিকদের বলা হয়েছে। চা বাগানগুলিতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে কাজ চালু করার জন্যও সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আমবাসা তেলিয়ামুড়া ও ধর্মনগরে বনে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। বিধ্বংসী অগ্নিকান্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি আমবাসা ইকোপার্কটি। মঙ্গলবার সকালে আমবাসা পৌর পরিষদের কর্মীরা আমবাসা ইকো পার্ক সংলগ্ন জায়গায় আবর্জনা ফেলে তাতে আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই সময় এলাকাবাসীরা তাদের সতর্ক করে। কিন্তু তারপরেও পৌর পরিষদের কর্মীরা আবর্জনায় আগুন ধরিয়ে দেয়। সেই আগুন ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ে গোটা ইকো পার্কটিতে।

আমবাসা বন দপ্তরের অধীনে রয়েছে এই ইকো পার্কটি। গোটা ইকো পার্কটিতে মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে আগুন। খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে আমবাসা অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীরা। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালানো হয়। কিছুক্ষণ পর সালেমা থেকে ছুটে আসে ইঞ্জিন। মোট তিনটি ইঞ্জিনের সহযোগিতায় ২ ঘন্টা লড়াইয়ের পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। দমকল কর্মীদের প্রচেষ্টায় অল্পতে রক্ষা পায় গোটা এলাকা। আমবাসা বন দপ্তরের রেঞ্জার জানায় গোটা ঘটনাটির খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে আমবাসা বন দপ্তরের কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা চেষ্টা চালায়। পার্কটির হাফ হেক্টরের মত জায়গার ক্ষয়ক্ষতি হয়। অন্যদিকে এক সাক্ষাৎকারে আমবাসা ফায়ার সার্ভিসের ওসি বিভাস পাল জানায় ঘটনার খবর পেয়ে তারা ছুটে যায় ঘটনাস্থলে। মোট তিনটি ইঞ্জিনে সহযোগিতায় দু"ঘন্টা পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় পৌর পরিষদের চেয়ারম্যান সহ স্থানীয় সাংবাদিকরা।

তেলিয়ামুড়া থানাধীন চাকমাঘাট এলাকার পাহাড়ের জঙ্গলে মঙ্গলবার কে বা কারা আগুন লাগিয়ে দেয়।। তেলিয়ামুরার বন কর্মীরা নিত্য দিনের মত এদিন সকাল বেলা টহল দারি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাঁদার নোটিশ ঃ আগ্নেয়াস্ত্রসহ পুলিশের জালে এনএলএফটির আত্মসমর্পণকারী বৈরিসহ পাঁচ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। আত্মসমর্পণকারীদের চাঁদার হুমকির অভিযোগে ত্রিপুরা পুলিশ চারজনকে গ্রেফতার করেছিল। তাদের জেরা করে গতকাল গভীর রাতে আরও একজনকে গ্রেফতার করেছে। তার কাছ থেকে ইতালিতে প্রস্তুত ৯ এমএম পিস্তল, ৫৬ রাউন্ড ৯ এমএম কার্তুজ এবং একে ৪৭ রাইফেল-এর ২০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে জেরা করে আরও কয়েকজনকে জালে তোলা সম্ভব হবে।

গত ১০ ফেব্রুয়ারি গোমতি জেলার তৈদু এলাকায় বেশ কয়েকজনকে রাতে উগ্রবাদী দল এনএলএফটি-এর চাঁদার রসিদ দিয়ে আসে। সে সময় থেকে এলাকার মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন। কারণ কিছুদিন আগে ঘটেছিল তৈদু বাজারে বিশাল বড় অগ্নিকাণ্ড। তার রেশ এখনও কাটিয়ে উঠতে পারেননি তৈদুবাসী। এর মধ্যে আবার চাঁদার রসিদ পেয়ে আরও আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। চাঁদার হুমকির অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করে। তাতে চলতি মাসের ২৬ তারিখ উদয়পুর কিল্লা থেকে বয়ার জমাতিয়াকে আটক করে তৈদু থানার পুলিশ। এর পর তাকে অমরপুর কোর্টে সোপর্দ করা হয়। তাকে পুলিশ রিমান্ডে নিয়ে অনেক তথ্য বের হয়ে আসে। সেই তথ্য অনুযায়ী রবিবার রাতে তৈদু এলাকা থেকে আরও তিন জনকে আটক করা হয়। আটক তিন জন হল মহেন্দ্র কলই, জেরি কলই এবং বাটা জমাতিয়া। তাদের বর্তমানে অমরপুর বীরগঞ্জ থানার পুলিশ হেফাজতে রাখা হয়েছে। এই চার জনের মধ্যে মহেন্দ্র কলই এবং বয়ার জমাতিয়া দুজনই আত্মসমর্পণকারী বৈরি।

তৈদু থানার পুলিশ জানিয়েছে, ওই চারজনকে জেরা করে গতকাল গভীর রাতে নন্দসাধন জমাতিয়াকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কাছ থেকে আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তার কাছ থেকে ইতালিতে প্রস্তুত ৯ এমএম ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাবালিকা মেয়েকে লাগাতর ধর্ষণ মায়ের অভিযোগে গ্রেপ্তার বাবা

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩১ মার্চ।। জন্মদাতা পিতার হাতে ধর্ষণের শিকার এক নাবালিকা মেয়ে। ঘটনা বিশালগড় থানার অধীন শিখুরিয়ায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায় বাংলা ভাদ্র মাস থেকে ধারাবাহিক ভাবে অভিযুক্ত পিতা নিজের নাবালিকা কন্যাকে ধর্ষণ করে আসছে। অবশেষে রবিবার বিষয়টি নজরে পড়ে নাবালিকার মার। তখন অভিযুক্ত পিতা নিজের স্ত্রীকে বিষয়টি গোপন রাখার জন্য মারধর করে।

পরবর্তী সময় মঙ্গলবার বাধ্য হয়ে নাবালিকার মা বিশালগড় মহিলা থানার দ্বারস্থ হয় এবং অভিযুক্ত পিতার বিরুদ্ধে লিখিত মামলা দায়ের করে। থানায় মামলা দায়ের হওয়ার পর পুলিশ অভিযুক্ত পিতাকে গ্রেপ্তার করে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিশালগড় মহিলা থানা এলাকায় চাঞ্চল্য বিরাজ করছে। ধৃত পিতার নাম জাহাঙ্গির আলম। তার বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার নম্বর ১২/২০। মামলা হয়েছে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৭৬(২)(এফ)(এন), ৩৭৬(এবি), ৫০৬ ধারায় এবং পক্সো আইন মোতাবেক।

নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই-জামাতে মসজিদে ত্রিপুরার ২২ জন অংশগ্রহণকারীদের ১৫ জন চিহ্নিত ঃ স্বাস্থ্যসচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। দিল্লির পশ্চিম নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই-জামাতে মসজিদের জমায়েতে ত্রিপুরা থেকে ২২ জন অংশ নিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকি ৭ জনের খোঁজ চলছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় এই খবর দিয়েছেন স্বাস্থ্যসচিব ডা. দেবাশিস বসু। তিনি বলেন, ওই ১৫ জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নন।

প্রসঙ্গত, গত ১ থেকে ১৫ মার্চের মধ্যে দিল্লির পশ্চিম নিজামউদ্দিনে তবলিগ-ই-জামাতে মসজিদে অন্তত ২ হাজার মানুষের সমাগম হয়েছিল। দিল্লির মারকাজ নিজামউদ্দিন মসজিদে শুধু ভারত নয়, সৌদি আরব, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া, কিরগিজিস্তান থেকেও বিভিন্ন মানুষজন এসে ওই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশ নেন। সেখান থেকেই ব্যাপক হারে মারণ ভাইরাসের সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে বলে খবর।

এ-বিষয়ে আইজি আইন-শৃঙ্খলা জিএসরাও বলেন, দিল্লি পুলিশের তথ্য অনুযায়ী ওই মসজিদের অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার নাগরিক অংশগ্রহণ করেছেন। তাদের অনেককেই চিহ্নিত করা হয়েছে। বাকিদের খোঁজ চলছে। তিনি বলেন, আশা করছি আগামীকালের মধ্যেই বাকিদের খোঁজে বের করা সম্ভব হবে।

এদিকে, স্বাস্থ্যসচিবের কথায়, দিল্লির নিজামউদ্দিনের মসজিদে অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার ২২ জন নাগরিক অংশ নিয়েছিলেন। দিল্লি পুলিশের খবরের ভিত্তিতেই তাদের তালিকা তৈরি করা হয়েছে। তিনি বলেন, তাদের মধ্যে ১৫ জনকে ইতিমধ্যে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। কেউই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নন। তাঁর দাবি বাকি সাতজনকেও শীঘ্রই খুঁজে বের করা হবে। ওই ১৫ জন এখনও বাড়িতে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছেন।

তিনি বলেন, আগরতলায় বর্ডার গোলচক্কর, সোনামুড়া, কৈলাসহর-সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে ত্রিপুরার নাগরিকরা ওই অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন।

বিশালগড় পেট্রোল পাম্পে পুড়ল অটো ও বাইক, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। মঙ্গলবার সাত সকালে আগুনে পুড়ে ছাঁই একটি বাইক ও অটো। ঘটনা মঙ্গলবার বিশালগড় পেট্রোলপাম্পে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মিরা। দ্রুত আগুন আয়ত্বে আনে।

এই ঘটনায় আহত দুইজন। এর মধ্যে একজন হলেন পুলিশ কনস্টেবল তথা বাইক চালক বেনু শর্মা এবং অপরজন পেট্রোলপাম্প কর্মী সুজিত সাহা। দমকল কর্মীরা জানান খবর পেয়ে পেট্রোল পাম্পে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজামউদ্দিন ফেরত করিমগঞ্জের পঞ্চাশোর্ধ ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত

করিমগঞ্জ , ৩১ মার্চ (হি.স.)।। শেষ রক্ষা হয়নি। সমগ্র বিশ্বের ত্রাস অতিমারি কোভিড-১৯ ভাইরাস থাবা বসিয়েছে অসমে। কোভিড-১৯ ভাইরাস-আক্রান্তের তালিকায় নাম জুড়ে গেছে দক্ষিণ অসমের করিমগঞ্জ জেলার। মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬:৪৪ মিনিটে এই খবর তাঁর ট্যুইট হ্যান্ডলে লিখে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। আক্রান্ত ৫২ বছরের ব্যক্তিকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের আইসোলেশনে রেখে চিকিৎসা চলছে বলেও জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। তিনি জানান, করোনা-আক্রান্ত ব্যক্তির স্বাস্থ্য স্থিতিশীল।

করিমগঞ্জ জেলার বদরপুর বিধানসভা এলাকার হাসানপুর গ্রামের পঞ্চাশোর্ধ ক্যানসার এবং ডায়াবেটিস রোগী জনৈক জামাল উদ্দিনের শরীরে করোনা পজিটিভ লক্ষণ ধরা পড়েছে। শিহরণ জাগানো এই খবরে গোটা করিমগঞ্জ জেলা তো বটেই সমগ্র অসমে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। জানা গেছে, জামাল উদ্দিন দিল্লির হজরত নিজামউদ্দিন মরকজে তাবলিগ-ই জামাতে অংশগ্রহণ করে গত ১১ মার্চ হাসানপুরে নিজের বাড়িতে আসেন। এর পর ১৬ মার্চ জামাল পুনরায় গুয়াহাটির হাতিগাঁও যান। ১৮ মার্চ হাতিগাঁও থেকে ফের হাসানপুর চলে আসেন। গত তিন-চার দিন থেকে ক্যানসার-ডায়াবেটিস আক্রান্ত জামাল উদ্দিনের শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে প্রথমে শ্রীগৌরী হাসপাতালে ভরতি করানো হয়। তাঁর শারীরিক অবস্থার বিভিন্ন লক্ষণ দেখে চিকিৎসকরা তাঁকে কচুয়াদম হাসপাতালে কোয়ারেন্টাইনে পাঠিয়ে দেন। সোমবার রাতে অসুস্থ ক্যানসার রোগী জামাল উদ্দিনকে শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে রেফার করা হয়।

সোমবার জামাল উদ্দিনের শরীরের বিভিন্ন উপসর্গ দেখে সন্দেহের বশে চিকিৎসকরা তাঁর করোনা ভাইরাসের যাবতীয় পরীক্ষা করেন। এক এক করে তিনবার পরীক্ষা করার পর প্রতিবারই জামালের শরীরে করোনা ভাইরাসের পজিটিভ লক্ষণ পাওয়া যায়। এর পর জরুরি ভিত্তিতে দ্বিতীয়-তৃতীয় পরীক্ষার জন্য নমুনা পাঠানো হয় পুণের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আগরতলায় দূর্গাবাড়িতে বাসন্তী পুজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। দুর্গাপূজা বা দুর্গোৎসব। সনাতনী হিন্দু সম্প্রদায়ের দেবী দুর্গাকে কেন্দ্র করে প্রচলিত এক বৃহৎ উৎসব। এই পূজা সমগ্র হিন্দু সমাজেরই প্রচলিত উৎসব। তবে বাঙালি হিন্দু সমাজে এটি অন্যতম বিশেষ ধর্মীয় ও প্রধান সামাজিক উৎসব। আশ্বিন বা চৈত্রমাসের শুক্লপক্ষে দুর্গাপূজা করা হয়। আশ্বিন মাসের দুর্গাপূজা শারদীয়া দুর্গাপূজা এবং চৈত্র মাসের দুর্গাপূজা বাসন্তী দুর্গাপূজা নামে পরিচিত। বাসন্তী দুর্গাপূজা মূলত কয়েকটি জায়গায় সীমাবদ্ধ। মঙ্গলবার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দুর্গাবাড়িতে বাসন্তী পূজা। মঙ্গলবার তোলা নিজস্ব ছবি।

চাকরির মেয়াদ সমাপ্ত ১০৩২৩ এর অপেক্ষা করতে বললেন শিক্ষামন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। ১০৩২৩! এক দীর্ঘ অধ্যায়ের পারিসমাপ্তি হল আজ ৩১ মার্চ। অ্যাডহক ভিত্তিতে তাঁদের শিক্ষকতার চাকরির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে গেছে। আগামীকাল থেকে তাঁরা সরকারি শিক্ষক বলে গণ্য হবেন না। তবে তাঁদের অশিক্ষক পদে নিযুক্তির জন্য সুপ্রিমকোর্টের মতামত জানতে আপিল করেছে রাজ্য সরকার। গতকালই ই-মেলে সুপ্রিমকোর্টে পিটিশন জমা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু করোনা ভাইরাস নিয়ে দেশের পরিস্থিতি সাপেক্ষে এই আবেদনের শুনানি কবে হবে তা এখনই নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানিয়েছেন, ত্রিপুরা সরকার গ্রুপ-সি এবং গ্রুপ-ডি শূন্যপদে ওই চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের নিযুক্তি দিতে চাইছে। তবে, ভবিষ্যতে কোনও আইনি জটিলতা এড়ানোর জন্য সুপ্রিমকোর্টের মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে।

২০১৪ সালে ত্রিপুরা হাইকোর্ট ১০৩২৩ জন শিক্ষকের চাকর বাতিল করে দেয়। তৎকালীন রাজ্য সরকার ওই রায়-কে সুপ্রিমকোর্টে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে আবেদন জানায়। কিন্তু দীর্ঘ শুনানির পর সুপ্রিমকোর্টও ত্রিপুরা হাইকোর্টের রায় বহাল রাখে। তবে ত্রিপুরার শিক্ষা পরিকাঠামো বিবেচনা করে সুপ্রিমকোর্ট ওই শিক্ষকদের অ্যাডহক ভিত্তিতে নিয়োগের অনুমতি দেয়। ৩১ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত ওই নিয়োগের সময়সীমা বেঁধে দেয় সুপ্রিমকোর্ট। সে মোতাবেক আজ তাঁদের চাকরির মেয়াদ সমাপ্ত হয়ে গেছে।

এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ জানান, তাঁদের জন্য বিভিন্ন দফতরে ১০,৬৬১টি শূন্য পদ খুঁজে বের করা হয়েছে। বর্তমানে ৮,৮৮২ জন চাকরিচ্যুত শিক্ষক অবশিষ্ট রয়েছেন। তাঁদের গ্রুপ-সি কিংবা গ্রুপ-ডি পদে নিয়োগের পরিকল্পনা নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। সে মোতাবেক মন্ত্রিসভা অনুমোদন দিয়েছে। তিনি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা ঃ রাজ্যবাসীকে সতর্ক করে অভয় দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, ভিডিও বার্তায় জানালেন, পাশে আছে সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। করোনা ভাইরাস-কে সকলে মিলে মোকাবিলা করতে হবে। একা সরকারের পক্ষে ওই ভাইরাস-কে প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে না। তাই, সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং মাতা ত্রিপুরাসুন্দরীর আশীর্বাদে আমরা করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়ী হবই। মঙ্গলবার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এক ভিডিও বার্তায় সকলকে এভাবেই অভয় দিলেন। সাথে জানালেন, সমগ্র ত্রিপুরাবাসীর কাছে সমস্ত সুযোগ সুবিধা পৌঁছে দিতে লাগাতার প্রয়াস জারি রেখেছে সরকার।

আজ তিনি বলেন, এডিসি-র মধ্যে স্পেশাল ড্রাইভ দেওয়ার জন্য রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাছাড়া, রেশন সামগ্রী বিভিন্ন জায়গায় ইপিডিএস সিস্টেমের মাধ্যমে পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে। ওই কাজ আরও সূচারুভাবে কীভাবে করা যেতে পারে সে বিষয়ে এডিসি প্রশাসনের প্রধানদের সাথে ত্রিপুরার মুখ্য সচিবের বৈঠক হয়েছে এবং সরকার সেই দিশায় নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করছে।

মুখ্যমন্ত্রী ত্রিপুরার সমস্ত প্রবীণ নাগরিকদের কাছে আবেদন রাখেন, আপনাদের যে কোনও রকম দৈনন্দিন বা মাসিক ওষুধের প্রয়োজন হলে ১১২ নম্বরে ফোন করুন। ওষুধ আপনার ঘরে পৌঁছে যাবে। সাথে তিনি বলেন, বিভিন্ন মুদি দোকানের ফোন নম্বর লিফলেটের মাধ্যমে বিলি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার। এতে ঘরে বসেই জিনিস আনতে পারবেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে কিছু কিছু ভক্তরা আটকে গেছেন। আজ ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্যের যে কোনও প্রান্তে, যে কোনও ধর্মের মানুষ যে সব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আটকে পড়েছেন, সেই ভক্তদের বাস্তবিক পরিস্থিতি অনুমান করে সেখানে বিনামূল্যে রেশনিং ব্যবস্থা চালু করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ত্রিপুরা সরকার ১৫ দিনের জন্য ইপিডিএস সিস্টেমের আওতায় আসা অন্ত্যোদয় এবং প্রায়োরিটি হাউসহোল্ডারদের বিনামূল্যে রেশন সামগ্রী দেওয়ার ঘোষণা করেছিল। কিন্তু অনেকেই এক মাসের খাদ্য সামগ্রী তুলে নেওয়ার ফলে তাদের প্রতি কিলো দুই টাকা করে দিতে হয়েছে। তাই, ত্রিপুরা সরকার তাদের ওই অর্থরাশি প্রত্যেকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পাশাপাশি ৫০ হাজার এপিএল গরিব পরিবারকেও বিনামুল্যে ১ মাসের খাদ্য সামগ্রী দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

তিনি জানান, নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিতে আজকে আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এনএসএস-এর ভাই-বোন, বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবক ও বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সদস্যদের নিয়ে সরকার কাজ করবে। তিনি প্রশংসা করে বলেন, আজ আমার খুব ভালো লেগেছে যে রাজধানীর কিছু ক্লাব ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই কাজে তাদের স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়োজিত করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

তিনি জানান, বহিঃরাজ্যের বিভিন্ন ত্রিপুরা ভবনে যাঁরা আটকে পড়েছেন, তাঁদের থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করেছে সরকার। এছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে যাঁরা রয়েছেন তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে।

মুখ্যমন্ত্রী বিশ্বাস করেন, মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মায়ের ভূমিতে করোনা ভাইরাস আক্রমণ করতে পারবে না। তবে, এ জন্য চাই সচেতনতা। তাঁর আবেদন, সবাই ঘরে থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন।

তাঁর আশা, সমস্ত ত্রিপুরাবাসী সরকারের বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলিকে প্রয়োগ করতে সহযোগিতা করবে। এপিএলদের মধ্যে যাঁরা গরিব, তাঁদের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৮ ▫ সংখ্যা ১৭১ ▫ ১ এপ্রিল ২০২০ইং ▫ ১৮ চৈত্র ▫ বুধবার ▫ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

করোনার মাঝে পাহাড় তপ্ত

করোনা ভাইবাসের বিরুদ্ধে গোটা বিশ্বে যখন যুদ্ধ চলিতেছে, সারা দেশের সঙ্গে এই ত্রিপুরায় যখন লক ডাউন চলিতেছে তখন রাজ্যে পাহাড়ে অস্ত্রের ঝংকার বুঝাইয়া দিতেছে যে, আগামী দিনে রাজ্যে আরও বেশী সংকট আসিয়া দাঁড়াইবে। উগ্রপন্থার বিরুদ্ধে তৈদুথানার পুলিশ এই করোনা আতংকের মধ্যেও বড় ধরনের সাফল্যের নজীর রাখিল। ইতালিতে তৈরী পিস্তল ও ৫৭ রাউন্ড কার্তুজ সহ একে ৪৭ সহ একজনকে গ্রেপ্তার করে। গ্রেপ্তার হওয়া নন্দন সাধন জমাতিয়ার বাড়ী মহরাণীতে। তাহাকে আদালতে তুলিয়া পুলিশ রিমান্ড চাওয়া হইয়াছে। করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধে ত্রিপুরাবাসী চরম বিড়ম্বনার মধ্যে আছেন। এই অবস্থায় রাজ্যের গ্রাম পাহাড়ে উগ্রপন্থীদের তৎপরতা সমস্যাও বাড়াইয়া দিল। রাজ্যে উগ্রপন্থী তৎপরতা যে মুছিয়া যায় নাই তাহা আবারও প্রমাণ হইয়া গেল। একে ৪৭ রাইফেল দিয়া উগ্রপন্থীরা ত্রিপুরার অনেক বেশী দৌরাত্ম দেখাইয়াছে। একে ৪৭ নিয়া রাজ্যের পাহাড়ে আরও কতজন বন্দুকধারী আছেন সে বিষয়ে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে স্পষ্ট ধারণা হওয়া প্রয়োজন। রাজ্যের পাহাড়ে তলে তলে উগ্রপন্থীদের তাতানো হইতেছে বলিয়া ধারণা করা হইতেছে। তৈদু থানার পুলিশ উগ্রপন্থী মোকাবেলায় উল্লেখযোগ্য নজীর রাখিয়াছে বলা যাইতে পারে।

করোনা ভাইরাসের বিরুদ্ধে লকডাউনের কল্যাণে গোটা রাজ্যের সাধারণ মানুষ ভয়ানক পরিস্থিতির মুখে পড়িয়াছেন। গরীব অংশের মানুষ দিন মজুর, রিক্সা শ্রমিক, ঠিকা শ্রমিকদের ঘরে ঘরে আকালের অবস্থা। অনাহার অর্ধাহার চলিতেছে। প্রশাসন এই ব্যাপক দুর্গত এলাকায় খাদ্য সামগ্রী পৌঁছাইতে সচেষ্ট। বিভিন্ন সংস্থা ও দলীয় স্তরে দুর্গতদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হইতেছে। তবু, বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় ত্রাণ পৌঁছানো মুশকিল হইতেছে। এই অবস্থায়, যখন মানুষ নিজেদের প্রাণ বাঁচাইতে জোর লড়াই চলিতেছে, আতংকে মানুষ জুবুথুবু তখন পাহাড়ে বন্দুকের খেলা জনমনে আরও বেশী ভীতির পরিবেশ আনিয়া দিয়াছে। করোনা পরিস্থিতির সুযোগ নিয়া পাহাড়ে একশ্রেণীর দুর্বৃত্ত উগ্রপন্থী দলকে তৎপর করাইতে সচেষ্ট হইয়াছে। কারণ সামনে এডিসি নির্বাচন। করোনার কারণে হয়তো তাহা পিছাইয়া যাইতে পারে। কিন্তু, নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়াও উগ্রপন্থী খেলা উড়াইয়া দিবার মতো নহে। রাজ্য সহ গোটা বিশ্ব করোনা আতংকে ব্যতিব্যস্ত তখন ত্রিপুরার পাহাড়ে একে ৪৭ রাইফেল সহ একজনকে পাকড়াওয়ের ঘটনাকে কোনও ভাবেই খাটো করিবার সুযোগ নাই। এই বিপর্য্যস্ত অবস্থার মধ্যে যাহাতে দুর্বৃত্তরা এই রাজ্যের জঙ্গলে ঘাঁটি গাড়িতে না পারে এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে তৎপর হইতে হইবে। শুধু প্রশাসন এক্ষেত্রে সাফল্য আনিতে পারিবে না। এজন্য প্রয়োজন জনগণের সক্রিয় সহযোগিতা। ত্রিপুরা প্রত্যন্ত রাজ্য হইলেও এখানে ষড়যন্ত্রের শিকড় অনেক গভীরে। একশ্রেণীর ভন্ড সাধু ত্রিপুরাকে বিড়ম্বনার মধ্যে বারবার ফেলিয়াছে। তাহার বিরুদ্ধে কিন্তু কঠোর ব্যবস্থা নাই। আর এজন্যই একে ৪৭ লইয়া বুক উচাইয়া পাহাড়ে ঘুরিতে পারে। ষড়যন্ত্র অনেক গভীরে। সজাগ সতর্ক না হইলে মাশুল দিতেই হইবে।

চলে যাচ্ছে একটার পর একটা পুজো, মাথায় হাত হুগলির মৃতশিল্পীদের

হুগলি, ৩১ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনের জেরে একের পর এক পুজো বাতিল হতেই ঘুম উড়ছে হুগলির মৃতশিল্পীদের।প্রতিমা তৈরির বরাত দিয়েও শেষ মূহুর্তে পুজো উদ্যোক্তারা পুজো বাতিল করায় কয়েক লক্ষ টাকা লোকসান হবে বলে জানিয়েছেন মৃতশিল্পীরা।

শ্রীরামপুরের চাতরা কুমোড় পাড়ায় প্রায় পঞ্চাশটি পরিবার মাটির প্রতিমা তৈরি করেন। শিল্পীরা জানিয়েছেন চৈত্র মাসে অন্নপূর্ণা, বাসন্তী ,ভবানী ও মহাবীরের সঙ্গে রামনবমীর পুজো থাকে। প্রত্যেক শিল্পী কমবেশি প্রতিমা তৈরির বরাত পান।শিবরাত্রির পর ফাল্গুন মাস থেকেই অন্নপূর্ণা , ভবানী ও মহাবীরের প্রতিমা তৈরির কাঠামো তৈরির কাজ শুরু হয়। আবার বাসন্তী প্রতিমা দুর্গার আদলে হওয়ায় ঠাকুরের আয়তন বড় হয়। প্রতিমার দাম ৩০ হাজার থেকে শুরু করে ৩ হাজার পর্যন্ত হয়। কিন্তু স্থায়ী কিছু মন্দির ছাড়া বারোয়ারী ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে চলা পুজো গুলি বাতিল হয়েছে। শিল্পীরা বলেন,করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকার প্রথমে যখন ২৭ তারিখ পর্যন্ত লকডাউনের কথা ঘোষনা করা হয় তখন উদ্যোক্তারা ২৪ তারিখেও আমাদের জানিয়ে দেন পুজো তারা করবেন। কিন্তু লকডাউনের মেয়াদ বৃদ্ধি করার পরেই উদ্যোক্তারা পুজো করবেন না বলে জানিয়ে দেন। তাতেই পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। মৃৎশিল্পীরা উদ্যোক্তাদের বাড়িতে গেলে উদ্যক্তারা বলেন, লক ডাউনে দোকান বাজার সব বন্ধ। তাতে পুজোয় প্রতিমা ছাড়াও অন্যন্য সামগ্রী যেমন দশকর্মার ছারাও বহু দরকারি সামগ্রী মিলবে না। তাছাড়া পুজো হলে মানুষের ভিড় বাড়বে। সেই কারণেই পুজো বাতিল করতে বাধ্য হয়েছেন তারা।উদ্যোক্তাদের মুখে একথা শোনার পরেই নিরাশ হয়ে পরেন মৃৎশিল্পীরা। শ্রীরামপুর চাতরা কুমোড়পাড়ার প্রখ্যাত শিল্পী স্বপন পাল বলে, প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ঠাকুর বানাচ্ছি।কখনও এধরনের পরিস্থিতির মুখে পড়িনি। করোনা মোকাবিলায় লকডাউনে আমাদের মতো শিল্পীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পরেছে। সোমবার থেকে ভবানী ও বাসন্তী পুজোর ষষ্ঠী। প্রতিমা তৈরির কাজ অনেকটাই হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার থেকে সবাই বলছে পুজো করবে না।আমি বাধ্য হয়ে অনেককে ফোন করেছি বাড়িতেও গিয়েছি। কিন্তু সকলেই বলছেন লক ডাউনে পুজো করা সম্ভব নয়। এবারে ভবানী,বাসন্তী,অন্নপূর্ণা ও মহাবীর সহ প্রায় ৪০টি প্রতিমার বরাত পেয়ে ছিলাম।তারমধ্যে শ্রীরামপুরের ৩টি ও রিষড়ার ২টি মন্দিরে অন্নপূর্ণা পুজো হবে। বাকি প্রতিমা গুলি পড়ে থাকবে।স্বপনের কথায় প্রতিমা ভেঙে যে অন্য প্রতিমা গড়ব তার ও কোন উপায় নেই।লক ডাউনে আমার মতো শিল্পীর প্রায় ৬ লক্ষ টাকা লোকসান হবে।জানিনা কী ভাবে এই ঘাটতি পূরণ হবে। মাহেশের মৃৎশিল্পী দেবব্রত ঘোষ বলেন, আমরা গুটিকয়েক ঠাকুর বানিয়ে ছিলাম। কিন্তু কাজ শেষ করার আগেই লক ডাউন হয়ে যায়।তাতে আমাদের অল্প লোকসান হয়েছে। সরকার আমাদের দিকে একটু দেখুক।আমরা খুবই সমস্যায় রয়েছি। প্রত্যেকবার অন্নপূর্ণা পুজো করেন ডানকুনির আনন্দ নিকেতনের সদস্যা ঝুলন চক্রবর্তী।কিন্তু করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের নির্দেশিকা মেনে পুজো বাতিল করেছেন।ঝুলন বলেন, পুজো মানেই ধর্মীয় আবেগ। অনেক মানুষ ভিড় করবেন যেটা স্বাস্থ্য সন্মত নয়।সেই কারণেই পুজো বাতিল করেছি।

দেশে টেস্টিং কিট এর অভাব রয়েছে, দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় বিপুল পরিমাণে শারীরিক পরীক্ষা ওপর জোর দিল কংগ্রেস। পাশাপশি গোটা দেশে যে টেস্টিং কিটের একান্ত প্রয়োজন তাও কেন্দ্রকে মনে করিয়ে দিয়েছে তারা। মঙ্গলবার কংগ্রেস নেতা মণীশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, আর কয়েক দিনের মধ্যে করোনা ভাইরাসের তৃতীয় পর্যায় গোটা দেশে শুরু হয়ে যাবে। এই পরিস্থিতির থেকে রেহাই পেতে গেলে বিপুল পরিমাণে পরীক্ষা করাটা প্রয়োজন। কিন্তু টেস্ট কিটের অভাব এই উদ্যোগকে ব্যর্থ করতে পারে। করোনা পরীক্ষার দিক দিয়ে গোটা বিশ্বের নিরিখে পিছিয়ে রয়েছে ভারত। এ দেশে প্রতি ১০ লাখ মানুষ পিছু টেস্টিং কিট রয়েছে মাত্র ৩২ টি। ইংল্যান্ডে রয়েছে ১৯২১, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ২৬০০। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু র তরফ থেকেও এই বিষয়ে অ্যাডভাইজারি দেওয়া হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকারগুলোর অসুবিধার কথা তুলে ধরে মণীশ তিওয়ারি জানিয়েছেন, রাজ্য প্রশাসনের কাছে সীমিত টেস্টিং কিট থাকার কারণে তারা সেগুলি সংকট জনক পরিস্থিতির জন্য মজুত করে রাখছে। গোটা দেশে বর্তমানে মাত্র চারটি কোম্পানি টেস্টিং কিট বানিয়ে চলেছে। এই পরিস্থিতিতে সংখ্যাটা বাড়ানো উচিত।

করোনার করাল গ্রাসে চাষির করুণ দশা

দীপক সাহা

করোনা ত্রাসে বিশ্ব থরহরি কম্পমান। অদৃশ্য এই অশুভ শক্তির দৌরাত্ম্যে সমগ্র মানসবজাতি আজ ঘরবন্দি। এক ভয়াবহ অস্থিরতা গ্রাস করেছে বিশ্বের মানুষকে। বিশ্ব অর্থনীতি গভীর সঙ্কটে। ভয়ংকর অন্ধকারের মুখোমুখি মানসভ্যতা। এই মারণ ভাইরাসকে মোকাবিলা করা খুবই কঠিন। বিজ্ঞানীরা দিবারাত্রি নিরলস পরিশ্রম করে যাচ্ছেন এই ভাইরাসকে কীভাবে পর্যুদস্ত করা যায়। কিন্তু এখনও চিকিৎসাবিজ্ঞান আশার কোন আলো দেখাতে পারছে না। এ মুহূর্তে কার্যত চিকিৎসকরা একপ্রকার অসহায়। ফলে বিশ্বজুড়ে আক্রান্তের সংখ্যার গ্রাফ ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী। ইতিমধ্যেই প্রায় সাত লাখের উপর মানুষ আক্রান্ত ও চৌত্রিশ হাজারেরও বেশি মানুষ ইহলোকে ত্যাগ করেছেন। ভারতের অবস্থাও সঙ্গীন। আমাদের রাজ্যেও করোনার মৃত্যুফাঁদে ২ জন মাত্রা গেছেন।

করোনার চোখরাঙানিতে দেশ জুড়ে লকডাউন বা তালাবন্দিদশায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে রুজিরোজগার ধাক্কা খাচ্ছে, বাদ পড়ছে না চাষ-আবাদও। করোনাতঙ্কে চাষিদের চরম দুরবস্থা। এমনিতেই বছরভর নানা প্রতিবন্ধকতার ঘূর্ণিপাকে নিমজ্জিত থাকেন। চাষিরা। তার উপর করোনাতঙ্ক তাঁদের কাছে গোদের উপর বিষফোঁড়া। দেশের অন্নদাতারা উদয়াস্ত হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে আমাদের ডানহাত মুখে তোলার ব্যবস্থা করে দেন। কিন্তু নিজেরাই অনেক সময় থাকেন অর্ধাহারে। কৃষিসহায়ক প্রকল্পগুলো জানা অজানা নানা কারণে পৌঁছায় না চাষির ঘরে। গ্রামাঞ্চলে কৃষি সমবায়কেন্দ্রেগুলো থেকে চাষিরা উপযুক্ত কৃষিঋণ থেকে বেশিরভাগ সময় বঞ্চিত থাকেন। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কে কিষাণ ক্রেডিট কার্ডের সুযোগ পান মুষ্টিমেয়ে কিছু চাষি। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা কিছু চাষি। ফলে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক চাষিরা বাধ্য হয়ে মহাজনের কাছ থেকে অত্যন্ত চড়া সুদে টাকা ধার করতে বাধ্য হন। এখনও জমিদারি শোষণের ভিন্নরূপের কবলে চাষিরা চাষির দুঃখ, কষ্ট যন্ত্রণাক্লিষ্ট ঘাম ও কান্না চাষের মাটিতেই মিশে যায়। স্বাধীনতার বাহাত্তর বছর পরেও এটাই বাস্তব চিত্র। করোনার ভয়াল গ্রাসে এ মুহূর্তে আরও এক কঠিন অনিশ্চয়তার সামনে

চাষিরা। একথা, ঠিক, সরকার অতি আবশ্যিক নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র পরিবহণের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ আরোপ করেনি। কিন্তু তবুও করোনাতঙ্কে পণ্যপরবিহণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হওয়ার ফলে পণ্য পরিবহণ দারুণভাবে বিঘ্নিত। ফলে কৃষিজাত পণ্য বাজারজাত হচ্ছে না। ফলে চাষি এক প্রকার বাধ্য হচ্ছেন জলের দামে তাঁদের কষ্টার্জিত ফসল ও সব্জি, খেতেই এক প্রকার বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন। কারণ গ্রামাঞ্চলে পাইকারি বাজার বন্ধ। ফুলচাষিরাও সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। উত্তরবঙ্গে চা বাগান শুকিয়ে যাচ্ছে। ঋতু পরিবর্তনের কারণে মরসুমি সব্জি ও ফসলের ক্ষেত্রে চাষি সেচ দিতে পারছেন না। যদিও পেট্রোল, ডিজেল পাম্প খোলা আছে কিন্তু বাজার বন্ধ থাকায় চাষি সার, কীটনাশক পাচ্ছেন না, সেচের পর জমির ফসলের খাদ্য তথা রাসায়নিক ও জৈব উভয় প্রকার সারের যোগান প্রয়োজনের তুলনায় খুবই নগণ্য। বাজারে হন্যে হয়ে খুঁজেও আশাহত হয়ে তাঁরা খালি হাতে বাড়ি ফিরছেন। অনেক সময় সার, কীটনাশক মিললেও দাম নাগালের বাইরে, আকাশ ছোঁয়া। এদিকে এখন পাট চাষের সময়। কিন্তু দোকানপাট বন্ধ থাকায় পাট বীজ অমিল। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অবস্থার সুযোগ নিয়ে কালোবাজারে চড়া দামে পাট বীজ বিক্রি করছেন।

খবরে প্রকাশ, মজুত সার, কীটনাশক চাষিদের হাতে না পৌঁছনোয় তীব্র হয়েছে সঙ্কট। গোটা বছরে রাজ্যে সারের চাহিদা কমবেশি, লক্ষ মেট্রিক টন। বোরো ও খরিফ মরসুমের মূল চাষ ছাড়াও বছরের যাবতীয় আবাদের সারের চাহিদা থাকে। এই সময়ে বোরো ধানের পরিচর্যার পালা চলে।

চলতি লকডাউন পরিস্থিতিতে রেলের রেক থেকে মজুত সার বার করা যাচ্ছে না। উপযুক্ত পরিবহণের অভাবে। কোথাও কোথাও আবার সারের দোকান খোলা রাখার উপরেও স্থানীয় প্রশাসন নিষেধাজ্ঞা জারি করে রাখছে। ফলে অনেক চাষিই সার কিনতে পারছেন না। এই অবস্থায় সারের দাম বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা ষোলো আনা। পরিস্থিতির পরিবর্তন না হলে বোরো চাষের উপরে সার সমস্যার ব্যাপক প্রভাব পড়তে পারে বলে আসঙ্কা করছেন চাষিরা। যাঁরা অতি ক্ষুদ্র চাষি ও এক্ষতমজুর দিন, আনে দিন খান, তাঁদের এখন চরম দুর্দিন। ঘরবন্দি থেকে অনিশ্চত জবীনকে আলিঙ্গন করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। যদিও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ যাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ যাতে দেশের কোন প্রান্তে কেউ যেন অভুক্ত না থাকেন। সরকারি তরফে রেশন ব্যবস্থা জোরদারসহ আরও অনেক গরীববান্ধব সামাজিকও মানবিক প্রকল্প চালু করা হয়েছে। আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, কৃষি উৎপাদন যদি স্তব্ধ হয়ে যায় তাহলে চরম পরিণতি অপেক্ষা করে আছে দেশের মানুষের কাছে। আশার কথা, ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার চাষির হাতে যাতে সার, বীজ কীটনাশক পৌঁছে যায় সেদিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরকে নির্দেশ দিয়েছে। সরকারের এই পদক্ষেপ অবশ্যই ইতিবাচক। বাস্তবে এর প্রতিফলন কতটুকু হয় সেটাই দেখার। পরিবহণ ব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্তব্ধ হয়ে যাওয়ায় খড় বিচালি ইত্যাদি গোখাদ্যেও দেখা দিয়েছে আকাল। গবাগি পশুর খাদ্য যোগাড় করতে হিমসিম খাচ্ছেন গৃহস্থ। সংবাদে প্রকাশ, এদিকে মিষ্টির দোকান বন্ধ থাকার ফলে লিটার লিটার দুধ নষ্ট হচ্ছে । গোপালক ও দুগ্ধ ব্যবসায়ীরা পড়েছেন চরম বিপদে। মাছের খাদ্যেও আকাল দেখা দিয়েছে। মৎসজীবীরা একজন এজন্য ভীষণ দুশ্চিন্তায় আছেন।

করোনার ভয়াবহ পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা হু'র পরমার্শ মতো সরকার অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পদক্ষেপ নিয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার গোটা দেশে একুশ দিন লকডাউন ঘোষণা করেছে। দেশবাসী স্বেচ্ছায় ঘরবন্দি। সামনে অনেক বড় কঠিন লড়াই বাকি। আর লড়াইয়ের ময়দানে টিকে থাকতে হলে অদূর ভবিষ্যতে দেশে খাদ্যভাব রোধের জন্য সরকারকে যেকোনো মূল্যে চাষিকে আগে বাঁচাতে হবে। নচেৎ ভয়ংকর দিন অপেক্ষা করে আছে। চাষি যাতে মাঠে গিয়ে স্বাস্থ্যবিধি মেনে ফসল ফলাতে পারেন, সেদিকে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে অতিসত্বর ব্যবস্থা নেওয়া জরুরি। কৃষিঋণ মুকুবসহ অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা দিয়ে চাষিকে ক্ষেতমুখো করাই এখন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হওয়া আশু জরুরি। চাষি বাঁচলে দেশ বাঁচবে---এই মহামন্ত্রটি আমাদের সকলকে যেন স্পন্দিত করে। মানবসভ্যতার সুদুর্ঘ ইতিহাসে নানা উত্থানপতনে শেষ পর্যন্ত মানুষের কপালে বিজয়তিলক চিহ্নিত হয়। সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় নিশ্চিত এবারেও মানুষের বিজয়পতাকা উড়বে।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

'রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে'

প্রদীপ কুমার পাল

রূপসী বাংলা। বঙ্গপ্রকৃতিতে দেখা যায় ঋতুতে রূপ-রঙ-বর্ণ গন্ধের অপরূপ খেলা। ঋতুচক্রের এমন উজ্জ্বল বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা আমাদের সোনার বাংলা ছাড়া আর কোনও দেশে আছে বলে জানি না। রূপসী বাংলার রূপসাগরে ঢেউ ওঠে। বাংলার বিভিন্ন ঋতুও আচরণের মধ্যেও অফুরন্ত বৈচিত্র্য। গাণিতিক হিসেবে ফাল্গুন ও চৈত্র মাস বসন্ত কাল। বসন্তের আবির্ভাবে সম্ভব করে তোলার জন্য শীতের বিদায় নিতে হয়। রিক্ত পাতাঝড়া বনে হঠাৎ কাঁপন লাগে মৃদুমন্দ দক্ষিণা বাতাসের যাদুস্পর্শে শীতের জয়াগ্রস্থ পৃথিবীর অঙ্গে লাগে অপূর্ব পুলক প্রবাহ, রিক্ত শাখায় জাগে কিশলয়ের অফুরন্ত উচ্ছ্বাস, পাতায় পাতায় নতুন প্রাণের সাড়া জেগে ওঠে। ভোর থেকে কানে আসে কুকিলের কুহু ধ্বনি। 'রাঙা হাসি রাশি রাশি অশোকে পলাশে'---শিমূল কৃষ্ণচূড়ায়। শীতের সুখস্বপ্নের শেষে মানুষ দক্ষিণ হাওয়ায় রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। কবি কণ্ঠে বসন্তের বন্দনা গান শোনা যায়—'এসো হে, আসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো'।

বসন্তের অন্যতম উৎসব দোল। ফাল্গুনের বাসন্তীক পরিবেশে বসন্ত উৎসবের সাজে বেশ মনোরম। রক্ষের উৎসব দোলযাত্রা একটি হিন্দু বৈষ্ণব উৎসব। দোল উৎসবের অপর নাম বসন্তোৎসব। দোল পূর্ণিমার দিনই শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব পালিত হয়। প্রথা ও রীতি মেনে আগের দিন রাতে শান্তিনিকেতনে বৈকালিক হয়। দোলের দিন সকালে ওরে গৃহবাসী, খোল দ্বার খোল লাগলো যে দোল গানটির মধ্যে দিয়ে শুরু হয় বসন্তোৎসবের। দোল উৎসব সুপ্রাচীন কিন্তু কেন 'যাত্রা' বলা হয়, দোলযাত্রা?

আসলে 'যাত্রা' শব্দের অর্থ এখানে গমন অর্থাৎ যা স্থির নয়, তাই হল যাত্রা। দেবতা যখন গমন করেন, তখন বহু মানুষ ভক্তবৃন্দ তাঁর পেছন পেছন যায়, তখনই বলা হয় যাত্রা। 'দোল'---শব্দটি বাংলা উড়িশ্যা এবং দক্ষিণভারতে প্রচলিত। উত্তরপশ্চিম ও মধ্য ভারতে এই উৎসবের নাম ---'হোলি'। 'হোলি'—শব্দটির উৎপত্তি সংস্কৃত শব্দ 'হোলিকা' থেকে। 'হোলিকা'—মানে ছাগল (ছাগ) বা ভেড়া (মেষ)। হোলিকে হোরিও বলা হয়ে থাকে। হোলি রঙের উৎসব, আনন্দের উৎসব। আমাদের সমাজে সংস্কৃতিতে, বিজ্ঞানে এবং পুরাণে এর গুরুত্ব আছে দোল যাত্রার।

আমাদের জীবনে পৌরাণিক গুরুত্ব অপরিসীম। পুরাণে (অষ্টাদশ পুরাণ) হোলি উৎসবের সঙ্গে সম্পর্কিত নানান উপখ্যান নানান কাহিনি লিপিবদ্ধ আছে, যা উৎসবের সময় আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের ধর্ম সম্বন্ধে নতুন করে অবহিত করে। স্কন্দপুরাণে লিপিবদ্ধ আছে দৈত্যরাজ ছিরণ্যকশির পুত্র প্রহ্লাদ ছিলেন বিষ্ণুভক্ত। অন্যদিকে, হিরণ্যকশিপু বিষ্ণুদেবকে শত্রু হিসেবে মনে করতেন। বিষ্ণুদের তাঁর বরাহ অবতারে হিরণ্যকশিপুর ছোটভাই হিরণ্যক্ষ বধ করেছিলেন। সেই থেকেই বিষ্ণুদেব শত্রু। হিরণ্যকশিপুর বোন হোলিকা ব্রহ্মার আশীর্বাদ পেয়েছিলেন। হোলিকা বরপ্রাপ্ত ছিলেন যে, আগুনে তাঁর ক্ষতি হবে না। অর্থাৎ আগুন হোলিকাকে স্পর্ক করতে পারবেনা। বিষ্ণুভক্ত প্রহ্লাদকে মেরে ফেলার জন্য প্রহ্লাদ অক্ষত থাকেন। হোরি আগের দিন যে হোলিকা দহন করার রীতি আছে, তা এই পুরাণ কথা থেকেই 'হোলিকাদহন' নামে পরিচিত হয়। শুরু হল হোলি উৎসবের সূচনা।

পুরাণ থেকে আরও জানা যায়, পুতনা রাক্ষসী মথুরার রাজা কংসের নির্দেশে শিশু শ্রীকৃষ্ণকে হত্যা করার জন্য নন্দ রাজার গৃহে যায়। রাক্ষসী বিষাক্ত দুধ দিয়ে শ্রীকৃষকে মারতে চেয়েছিল, ফল হয়েছিল উল্টো। পুতনা রাক্ষসীর মৃত্যুতে গোকুলের প্রজারা উৎসব পালন করেছিল, সেই উৎসব ছিল রঙের উৎসব।

কালের নিয়মে শ্রীকৃষ্ণ বড় হয়ে উঠলেন। মেঘাসুরকে বধ করে যে আনন্দউৎসব করেছিলেন তা থেকেই দোলের আগের দিন 'নেড়াপোড়া' বা 'চাঁচড়'-এর উৎপত্তি।

পুরাণ কথার একটু পেছনদিকে যদি হাঁটা যায় তাহলে আমরা জানতে পারব, অযোধ্যাণ রাজা রঘু'র রাজত্বকালে ধুন্ধি নামে এক রাক্ষসী অযোধ্যা নগরীতে খুব জ্বালাতন করত। ধুন্ধি হোলির দুন শিশুদের

দ্বারা নগরী থেকে বিতাড়িত হয়েছিল। এই উপাখ্যানকে বিশ্বাস করে শিশুরা এখনও হোলিকো দহনের সময় ধুন্ধি রাক্ষসীর প্রতিকৃতি আগুনে জ্বালিয়ে দেয়।

প্রাচীন জ্যোতির্বিদদের মতে, প্রায় ন'হাজার বছর আগে, সূর্যের উত্তরায়ণের সঙ্গে দোল উৎসবের সম্পর্ক আছে। দোল বলতে মুখ্যত আমরা বুঝি বৃন্দাবনে শ্রীরাধা এবং গোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের রঙ খেলাকে। রঙের খেলার কেন্দ্রবিন্দু হলেন, ভগবান শ্রীকৃ,ণ ও ব্রজভূমির গোপীরা। ভগবানের ক্রীড়াস্থলে এই লীলা উৎসব করে শুরু হয়েছিল তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। পুরাণের পাতায়, ভক্তের কল্পনায়, পদকর্তার গানে এবং কবির কবিতায় ধারা আছে এই মধুর রঙিন আখ্যান। যাই হোক দোল হচ্ছে মূলত পুরানকে বর্জন করে নতুনকে আহ্বান করার উৎসব।

শ্রীকৃষ্ণের —কৈশারের লীলাভূমির বৃন্দাবন। বৃন্দাবন শব্দটি ভাঙলে পাওয়া যায় বৃন্দার বন। বৃন্দা শব্দটির নানা অর্থ। শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দা, অর্থাৎ সখী তাঁদের লীলাক্ষেত্রে। আবার বৃন্দ শব্দটির অর্থ তুলসী। তিনি ছিলেন রাজ্য কেদারের কন্যা। এই বৃন্দাবনে কঠোর তপস্যার মাধ্যমে তিনি শ্রীকৃষ্ণকে পেয়েছিলেন। বৃন্দাবন সম্পর্কে কিছু তথ্য আমাদের জানা আবশ্যিক। বিশিষ্ট ভ্রমণ-কথাকার শঙ্কু মহারাজ লিখিত 'মধুবৃন্দাবন' যদি আমরা পড়ি তাহলে জানতে পারব,—মথুরার অধিপতি ছিলেন উগ্রসেন। তিনি প্রজাবৎসল রাজা ছিলেন। প্রজারা সুখে সান্তিতে দিন যাপন করতেন। সেই গোকুল থেকে, গোপদের রাজা নন্দ এলেন, সঙ্গে তাঁর অনুগত গোপের দল। বসতি স্থাপন করলেন নন্দগাঁওতে। কংসের কারাগার থেকে বাসুদের কৌশলে শ্রীকৃষ্ণকে নিয়ে এলেন নন্দ গাঁওয়ের রাজা নন্দর কাছে। নন্দর স্ত্রী যশোদার কোলে আশ্রয় পেলেন শ্রীকৃষ্ণ। বড় হয়ে উঠতে লাগলেন তিনি। বৃন্দাবন হয়ে উঠলো শ্রীকৃষ্ণের লীলা ক্ষেত্র। বংশীধারী শ্রীকৃষ্ণ। তাঁর বাঁশির সুরে গোপ বালিকারা ছুটে যেতেন। সকলের নয়নের মণি বালিক শ্রীকৃষ্ণ। 'হোরি' বা 'হোলি' বলতে আমরা বুঝি 'দোললীলা'। বৃন্দাবন দামে ব্রজগোপ ও ব্রজগোপিনীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার আবির কুমকুমে রাঙা হয়ে ওঠে বাসন্তিক উৎসবরে কথা। কবি কর্ণপুরম চরিত সংস্কৃতকাব্য—'আনন্দবৃন্দাবনচম্পু'-তে শ্রীরাধা—শ্রীকৃষ্ণের 'দোললীলা ও 'ফাগুখেলা'র বিবরণ পাওয়া যায়।

রাইকিশোরী শ্রীরাধার প্রসঙ্গে আসা যাক। মথুরার রাবেল নগরীর ভূস্বামী ছিলেন বৃষভানু। কংসের অত্যাচারে বৃষভানু নতুন বসতি স্থাপন করলেন নাম হল বৃষভানুপুর। নন্দগাঁও এবং বৃষভানুপুরের দূরত্ব চিল খুব কম। পণ্ডিতেরা মনে করেন বৃষভানুর কন্যা শ্রীরাধিকা বা রাধা। 'রা'-শব্দের অর্থ দান, 'ধা' শব্দের অর্থ মুক্তি। তাই 'রাধা'-শব্দের অর্থ যিনি মুক্ত হস্তে দান করেন। বৃন্দাবন ধাম রাধাময়। সকলের মুখেই 'রাঝে রাধে'। শ্রীকৃষ্ণের বাম অঙ্গ থেকে শ্রীরাধার সৃষ্টি। দেহ আলাদা হলেও তাঁরা একই ঐশী সত্তার ভিন্ন রূপ। শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা। তিনি যে বৃন্দাবনের অধীশ্বরী, তিনি রাধেশ্বরী। সমগ্র বৃন্দাবন রাধামায়। বৃন্দাবন জুড়েই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের লীলা। গোপী শব্দের অর্থ ইন্দ্রিয় দ্বারা পান করা। তাঁদের প্রেমে মাতোয়ারা ব্রজভূমি। সেই প্রেমেরই এক রূপ দোল বা হোলি। বৃন্দাবন, মথুরা, গোকুল, বারসানা বা বর্ষনা, নন্দগাঁও নিয়ে ব্রজভূমি। ব্রজভূমির অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণ। তিনি যশোদা মা'র আদরের দুলাল। ব্রজভূমিতে তাঁর অনেক লীলা। দ্বাপের যুগে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা বিলাসে বৃন্দাবন ধাম এক পুণ্যভূমিতে পরিণত সেই লীলার-ই একটি অংশ বা রূপ হোলি বা দোল।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

মঙ্গলবার ভারতীয় যুব সংঘের উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতাল কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরিত

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ মার্চ (হি.স.) : আগাম প্রস্তুতি হিসেবে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালকে কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য দফতরের নির্দেশে করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে এই ব্যবস্থা করা হয়েছে, জানিয়েছেন জেলাশাসক আনবামুথান এমপি। তিনি জানান, কোভিড-১৯ ভাইরাস সম্বন্ধে জেলার চিকিৎসকদের অভিজ্ঞতা না থাকায়, চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয় সহ স্বাস্থ্য বিভাগের সঙ্গে জড়িত অন্যান্যদের বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। শিলচর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল, নতুবা গুয়াহাটি থেকে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এসে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবেন বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক আনবামুথান।

জেলাশাসক আনবামুথান এমপি ইতিমধ্যে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের শীর্ষ আধিকারিকদের সঙ্গে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। বিশ্বস্ত এক সূত্রে জানা গেছে, করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে কোভিড-১৯ ভাইরাসের চিকিৎসায় যে সকল চিকিৎসকগণ থাকবেন, তাঁদের সপ্তাহের সাতদিনই হাসপাতালে থাকতে হবে। ৮ ঘণ্টা অন্তর অন্তর চিকিৎসক বদল হবেন। নার্স এবং ওয়ার্ডবয়রাও শিফটিং ডিউটি করবেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও ওয়ার্ডবয়দের হাসপাতালের কাছাকাছি কোনও জায়গায় থাকার ব্যবস্থা করা হবে। তাঁদের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব থাকবে জেলা প্রশাসনের ওপর। সাতদিন চিকিৎসা করার পর চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয়দের নিয়ম অনুযায়ী ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনে রাখা হবে। এই ১৪ দিন পর তাঁদের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের কোনও লক্ষণ দেখা না দিলে চিকিৎসক, নার্স, ওয়ার্ডবয়দের বাড়ি যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।

তাছাড়া স্বাস্থ্য পরিষেবার সঙ্গে জড়িত হাসপাতালের অন্যান্য কর্মীদের ১৪ দিনের কোয়ারেন্টাইনের জন্য শহরের হোটেল নতুবা সুতারকান্দি ট্রেড সেন্টারে ব্যবস্থা করার পরিকল্পনা নিয়েছে জেলা প্রশাসন। করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালে কোভিড-১৯ ভাইরাসের চিকিৎসার জন্য ন্যূনতম ৫০ জন চিকিৎসকের প্রয়োজন।

জেলার বিভিন্ন হাসপাতালে কর্তব্যরত চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্য কর্মীদের জেলা সদরে নিয়ে আসা হবে। জেলার গ্রামাঞ্চলের স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে একজন করে চিকিৎসক থাকবেন। সারা বিশ্বে এই মারণ ভাইরাস কোভিড-১৯-এ ইতিমধ্যে কয়েক হাজার মানুষের প্রাণ কেড়ে নিয়েছে। ভারতেও এই মারণ কোভিড-১৯ ভাইরাস ধীরে ধীরে স্টেজ থ্রি-র দিকে এগোচ্ছে। অসমে যাতে এই মহামারি ছড়িয়ে না পড়ে, সে জন্য তৎপর রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ, জানান জেসাশাসক।

প্রসঙ্গত, ইতিমধ্যে রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এক সপ্তাহের মধ্যে দু-বার বরাক সফর করে গিয়েছেন। মন্ত্রী ড় শর্মার নির্দেশেই করিমগঞ্জ অসামরিক হাসপাতালকে কোভিড-১৯ হাসপাতালে রূপান্তরিত করা হয়েছে। হাসপাতালের মূল প্রবেশদ্বার ইতিমধ্যে ব্যারিকেড দিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। যাতে কোভিড-১৯ ভাইরাস আক্রান্ত ছাড়া অন্য কোনও রোগী হাসপাতালের ভেতরে যেতে না পারেন। সেখানে আইসোলেশন বেডের সুবন্দবস্ত করা হয়েছে বলে জানা গেছে। তবে জেলার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আগত রোগীদের চিকিৎসার কথা চিন্তা করে হাসপাতালে নবনির্মিত মাতৃ ও শিশুকল্যাণ বিভাগটি অন্যান্য রোগীদের জন্য খোলা রাখা হয়েছে।

যারা নির্দেশিকা অনুসরণ করছেন না তারা তাদের নিজস্ব শত্রু, কড়া বার্তা রাজ্যপালের

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি স): লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। তাই করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচাতে কলকাতায়ও চলছে লকডাউন। কিন্তু অনেকেই লকডাউনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বেরিয়ে পড়ছে রাস্তায়। এবার তাদের কড়া বার্তা রাজ্যপালের।"যারা নির্দেশিকা অনুসরণ করছেন না তারা তাদের নিজস্ব শত্রু" টুইট করে এমনটাই বার্তা দিলেন রাজ্যপাল জগদীপ ধনকর।

টুইট করে রাজ্যপাল লিখেছেন, " যারা কোভিড ১৯ - র নির্দেশিকা অনুসরণ করছেন না তারা তাদের নিজস্ব শত্রু এবং অন্যের জীবনকেও বিপন্ন করছেন। এই লকডাউন জাতির স্বার্থে। সবাই যদি সঠিকভাবে পালন করে করোনোভাইরাসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করতে পারব"।

বর্তমানে কলকাতায় আক্রান্তের সংখ্যা ২৭। করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিনজনের।

লকডাউনে পরিবেশের ভারসাম্যের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে হরিপালের গ্রামাঞ্চলে

হুগলি, ৩১ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনে করোনার ভয়ে বাড়ি থেকে বের হচ্ছেনা রাজ্যবাসী। চলছে না গাড়ি, নেই কোনও কলরব। তাই বর্তমানে অন্য চিত্র এখন গ্রামাঞ্চলে।অন্য সময়ে না হলেও এখন পাখির কলরবে ঘুম ভাঙছে হুগলির হরিপালের বলদবাঁধের গ্রামবাসীদের।

চৈত্রের মাঝ মাসেও দেখা মিলছে বিদেশি পরিযায়ী পাখির দলের। হরিপালের বলদবাঁধ গ্রামে রয়েছে পাঁচটি বড় জলাশয়। প্রতিবছর শীতকালে এই জলাশয়ে আসে বিভিন্ন পরুযায়ী পাখিরা। মাঘ মাস শেষের দিকে পাখিরা জলাশয় ছেড়ে পাড়ি দেয় ভিন দেশে। কিন্তু এই অসময়েও জলাশয়ে এই সব পাখি দেখে আশ্চর্য হয়েছে গ্রামবাসীরা।

গ্রামবাসীরা জানান, লকডাউন চলাকালীন পরিবেশের ভারসাম্যের অনেকটাই পরিবর্তন হয়েছে।চারিদিকে কারখানা বন্ধ, হাতে গোনা গাড়ি চলছে, শুনশান এলাকার রাস্তাঘাট। ফলে বর্তমানে প্রকৃতি তৈরি হয়েছে দুষণমুক্ত। ফলে শুধু হরিপালের বলদবাঁধ গ্রাম নয়। সর্বত্রই শোনা যাচ্ছে পাখির ডাক। এমনকী গ্রাম ছাড়িয়ে শহরে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক। দেখা মিলছে চড়ুই, দোয়েল, ঘুঘু, ময়না পাখিদের।

করোনা লকডাউনের জেরে যে দুষণমুক্ত পৃথিবী নতুনভাবে তৈরি হয়েছে, তা বিশ্বকে আরও পাঁচ বছরের আয়ু বাড়িয়ে দেবে। আগামীদিনে দূষণমুক্ত পৃথিবী গড়তে গেলে বছরে অন্তত একদিন লকডাউন করা হোক দাবি গ্রামবাসীদের। একদিনের লকডাউনের জন্য অর্থনৈতিক পরিকাঠামো যদি ভেঙেও পড়ে তাতে কোনো ক্ষতি হবে না বলে জানান তারা। অন্তত আগামী প্রজন্ম দেখবে দুষণমুক্ত পৃথিবী।লকডাউনে শুধু খারাপ দিকই নয়, অনেক ভালো দিকও দেখালো আমাদের। এসব থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামি দিনে নতুন ভাবনার সাথে কিভাবে বাঁচবো তা এখন ঠিক করা উচিত।

স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না দেওয়ার সমালোচনা এসডিএফ-এর অশোক সেনগুপ্ত

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স): করোনা চিকিৎসার সাথে যুক্ত ডাক্তার, নার্স সহ স্বাস্থ্যকর্মীদের পর্যাপ্ত সরঞ্জাম না দেওয়ার তীব্র সমালোচনা করল সার্ভিস ডক্টরস ফোরাম এসডিএফ। এখনও পযর্ন উন্নত মানের এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে পোষাক, মাস্ক, দস্তানা, স্যানিটাইজার সরবরাহ না করে চিকিৎসকদের মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এর বিরুদ্ধে এসডিএফ তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক ডা: সজল বিশ্বাস এক বিবৃতিতে এ কথা

ছয়ের পাতায়

মাস্ক স্যানিটাইজার পর্যাপ্ত পরিমাণে মিলছে তো, খোঁজ নিতে ভবানী ভবনে হাজির মমতা

কলকাতা, ৩১মার্চ (হি স): পুলিশ আধিকারিকদের প্রশংসা জানাতে মঙ্গলবার লালবাজারে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে ১৫ মিনিটের জন্য পুলিশ কমিশনার অনুজ শর্মা সহ আরো পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। বৈঠক শেষে তিনি রওনা দেন কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের হেডকোয়ার্টার ভবানী ভবনে। সেখানে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নিরাপত্তারক্ষীদের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নেন। তারা পর্যাপ্ত পরিমাণে গ্লাভস, মাস্ক বা স্যানিটাইজার পাচ্ছেন কিনা সে বিষয়ে খোঁজখবর নেন। সেখানে পুলিশ আধিকারিকদের জন্য বরাদ্দ গাড়িতে ঠিকমতো শুদ্ধিকরণের কাজ হচ্ছে কিনা সে বিষয়েও এদিন খোঁজ নেন তিনি।

লকডাউন এর সময় করনা মোকাবিলায় পুলিশ প্রশাসন যেভাবে কাজ করছে তার জন্য বারবার প্রশংসা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনও তিনি পুলিশ আধিকারিকদের সাধুবাদ জানিয়ে আরও একবার চাঙ্গা করে তুলতে হাজির হন লালবাজারে। এদিন নবান্ন থেকে তিনি সোজা হাজির হন কলকাতা পুলিশের সদর দফতরে। সেখানে পুলিশের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, পুলিশ রা খুব ভালো কাজ করছে। নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নিজেদের পরিবারের কথা না ভেবে, পরিবারকে ছেড়ে এসে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে তারা যেভাবে কাজ করছে তা সত্যিই প্রশংসনীয়।

পাশাপাশি পুলিশকর্মীদের পরিবারের কারোর কোন রকম সাহায্য লাগলে তা সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীকে জানানোর নির্দেশ দেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী এর আগেও পুলিশকে বলেছেন শাসন করতে তবে অবশ্যই তা মানবিকতার সাথে। এদিনও সেই একই নির্দেশ দেন তিনি। জানান নরমে-গরমে শহরবাসীকে সামলাতে হবে। যেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দরকার সেখানে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তবে অবশ্যই দেখতে হবে তা যেন কোনো ভাবেই মানবিকতার সীমাকে অতিক্রম না করে। অত্যাবশ্যকীয় পণ্য পরিষেবা ছাড়াও যারা ওষুধ বাজারের মতো নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস কিনতে রাস্তায় বের হচ্ছেন তাদের যেন পথে বেরিয়ে কোন রকম অসুবিধা না হয় কোন রকম বাধার সম্মুখীন হতে না হয় সেদিকেও পুলিশদের নজর দিতে বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে এক লক্ষ টাকার অনুদান দিলেন মিনাখা বিধায়ক ঊষারাণী মন্ডল

বসিরহাট, ৩১ মার্চ(হি,স) : করোনার মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের পাশে এসে দাঁড়ালেন বসিরহাট মহকুমার মিনাখাঁ বিধানসভার বিধায়ক ঊষারাণী মন্ডল। বিধায়কের তরফ থেকেমুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হল এক লক্ষ টাকার চেক। মঙ্গলবার মিনাখাঁ ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক এর হাতে চেক তুলে দেন বিধায়ক।

করোনার মোকাবেলায় রাজ্য জুড়ে চলছে কড়া সর্তকতা। করোনার এই পরিস্থিতিতে সারা দেশের সঙ্গে এই রাজ্য চলছে লকডাউন। লকডাউন ঘোষণার পর থেকে একপ্রকার গৃহবন্দী সাধারণমানুষ। এই পরিস্থিতি থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে তৎপর রাজ্য প্রশাসন। করোনার চিকিৎসা পরিষেবা উন্নত করার পাশাপাশি গৃহবন্দী মানুষের ঘরে খাবার পৌঁছে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে। রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগকে সমর্থন করে এলাকায় এলাকায় নেমে পড়েছেন তৃণমূলের দলীয় কর্মীরা। নিজেদের উদ্যোগেই দুস্থ মানুষের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রীর আবেদনে সাড়া দিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলেও সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসছেন অনেকেই। তেমনি মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আর্থিক সাহায্য করতে এগিয়ে এলেন বসিরহাট মহকুমার মিনাখা বিধানসভার বিধায়ক তৃণমূলের ঊষারাণী মন্ডল। বিধায়কের তরফ থেকেমুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দেওয়া হয় এক লক্ষ টাকার চেক। মিনাখাঁ ব্লকের বিডিও শেখ কামরুল ইসলামের হাতে

ছয়ের পাতায়

করোনা-র করুণায় করিমগঞ্জ কারাগার থেকে মুক্ত ৪৪ জন

করিমগঞ্জ (অসম), ৩১ মার্চ (হি.স.) : করোনা ভাইরাসের করুণায় করিমগঞ্জ জেলা কারাগার থেকে প্রায় ৪৪ জন আসামী ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এর মধ্যে তিনজন সাজাপ্রাপ্ত কয়েদি প্যারোলে ছুটি পেয়ে বাড়ি ফিরেছেন। বিচারাধীন ১৮ জন আসামীকে আদালতের নির্দেশে গত ২৮ মার্চ ব্যক্তিগত জামিনে কারাগার থেকে ছেড়ে দেওয়ার পর মঙ্গলবার আরও ২২ জনকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

করিমগঞ্জ জেলা কারাগারের সুপারিনটেনডেন্ট সঞ্জীবকুমার চেতিয়া মঙ্গলবার এই খবর দিয়েছেন। তিনি জানান, বর্তমানে করোনা ভাইরাস সংক্রমণের হাত থেকে মানুষকে রক্ষা করতে সরকার যেভাবে কঠোর সতর্কতা অবলম্বনের জন্য দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছে, ঠিক একইভাবে কারাগারে বন্দি আসামীদের প্রতিও সতর্কতা অবলম্বনের জন্য সুপ্রিমকোর্টে নির্দেশে তাদের মুক্তি দেওয়া হয়েছে। জেল সুপার জানান, যে সমস্ত আসামী, তাদের অপরাধ সংক্রান্ত মামলার বিচার প্রক্রিয়া শেষে সাত বছরের বেশি সাজা হওয়ার আশংকা নেই, তাদেরকে ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দিতে জেল কর্তৃপক্ষ আদালতে আবেদন জানিয়েছিল। তবে বিচার প্রক্রিয়া শেষে সাত বছরের বেশি কারাবাস হবে এমন অপরাধীদের মুক্তি দেওয়া হচ্ছে না।

প্রসঙ্গত, করিমগঞ্জ কারাগারের পরিসর অত্যন্ত সীমিত। এখানে মাত্র ১৮৫ জন কয়েদি বা আসামীকে রাখার সংস্থান রয়েছে। সেক্ষেত্রে করিমগঞ্জ কারাগারে বর্তমানে ২২০ জন আসামী ও কয়েদি রয়েছেন।

করোনা মোকাবিলায় নিজে অর্থ সাহায্য করে অন্যদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানালেন কুম্বলে

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি. স.) : করোনাকে বোল-আউট করতে নিজে অর্থ সাহায্য করেছেন অন্যদেরও এই কাজে এগিয়ে আসার আবেদন জানালেন ভারতীয় ক্রিকেটের টেস্ট দলের অধিনায়ক তথা স্পিনার অনিল কুম্বলে। বিশ্ব মহামারী নোভেল করোনাভাইরাসকে পরাস্ত করতে মঙ্গলবার কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আপদকালীন তহবিলে অর্থ সাহায্য করেন কুম্বলে।

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সামিল গোটা দেশ। এই কঠিন সময় সরকারের দিকে আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়ে এগিয়ে এলেন অনিল কুম্বলেও।মঙ্গলবার টুইটের মাধ্যমে কুম্বলে অনুরাগীদের জানান তিনি, কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে ও প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আপদকালীন তহবিলে অর্থ সাহায্য করছেন। তবে করোনা তহবিলে কী পরিমাণ অর্থ সাহায্য করেছেন তিনি, সেটা খোলসা করে জানাননি কিংবদন্তি লেগ-স্পিনার।টুইটারে প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার ও কোচ লিখেছেন, করোনাকে বোল-আউট করতে আমাদের একত্রিত হয়ে এই লড়াই লড়তে হবে। আর সেই লক্ষ্যে আমি কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর করোনা তহবিলে আমি আমার সামান্য দান তুলে দিলাম। আপনারাও করুন।'

বাদরভোলায় বন উন্নয়ন নিগমের পর্যটনকেন্দ্রে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা নিয়ে তৎপরতা শুরু ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসনের

ঝাড়্গাম,৩১ মার্চ (হি. স.) : ঝাড়গ্রাম শহরের বাদরভোলায় বন উন্নয়ন নিগমের পর্যটনকেন্দ্রে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর তারপর থেকেই কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা নিয়ে তৎপরতা শুরু করল ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন।

প্রশাসন সূত্রে জানা দিয়েছে ওই পর্যটন কেন্দ্রের তিনটি কটেজে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা হচ্ছে।এর পাশাপাশি বাইরের রাজ্য,জেলা থেকে মানুষ জন অধিক এসে গেলে ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন আরো কয়েকটি জায়গা প্রস্তুত রেখেছে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করার জন্য।জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে রাজবাড়ির কটেজ,লোধাশুলিতে পথের সাথী ঝাড়গ্রামের ঘোড়ধরা স্টেডিয়াম এবং রাধানগর ফ্লাড সেন্টার গুলিতে পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখা হচ্ছে মানুষ জনকে আলাদা রাখার জন্য।এর পাশাপাশি ঝাড়গ্রাম জেলায় আরো অন্যান্য সরকারি পরিকাঠামো গুলিকে কাজে লাগিয়ে আরো বেশ কয়েকটি কোয়ারেন্টাইন সেন্টার করা যায় কিনা তা নিয়েও খতিয়ে দেখছেন জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা।

উল্লেখ্য ঝাড়গ্রাম জেলায় এখনও পর্যন্ত করোনা ভাইরাস থাবা না বসালেও পাশের জেলা তথা পূর্ব মেদিনীপুর এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় করানো ভাইরাস আক্রান্তের ঘটনা রয়েছে।ফলে ঝাড়গ্রাম জেলাতে সেই আতঙ্কের ঢেউ এসে পড়েছে।জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে।লক ডাউন রয়েছে সারা দেশ,রাজ্য জুড়ে।আর এই অবস্থাতে যাতে ঝাড়গ্রাম জেলার মানুষজন এবং বাইরের রাজ্য থেকে আটকে পড়া মানুষজনের কোন খাদ্য সঙ্কট না হয় তার জন্য প্রশাসন ,পুরসভা,পুলিশের পক্ষ থেকে খাদ্য দ্রব্য দেওয়া হচ্ছে।

বর্তমান পরিস্থিতে জেলায় মানুষ জনকে যাতে প্রয়োজন অনুযায়ী আলাদা জায়গায় রাখতে হয় তার জন্য প্রশাসন প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে।প্রশাসনের পক্ষ থেকে যে কোন ধরনের পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া রয়েছে বলে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।ঝাড়গ্রাম জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার বিভিন্ন ব্লকে বিভিন্ন রাজ্য,জেলা থেকে এক হাজারের বেশি শ্রমিক আটকে রয়েছেন।তাদের জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে খাদ্য সামগ্রী সরবরাহ করা হচ্ছে।পাশাপাশি আদিবাসী,শবর এবং অন্যান্য দরিদ্র দিন আনি দিন খাই মানুষদের কাছেও খাদ্য সামগ্রী পৌছে দেওয়া হচ্ছে।পাশাপাশি করোনা ভাইরাস সংক্রমন ঠেকাতে জন স্বাস্থ্যে প্রচারিত স্বাস্থ্য বিধি গুলি বাংলা ভাষার পাশাপাশি অলচিকি হরফে পোস্টার আকারে প্রচার করা হচ্ছে জেলার গ্রাম গুলিতে।ঝাড়গ্রামের জেলা শাসক আয়েষা রানী বলেন " বাদরভোলায় কোয়ারেন্টাইন সেন্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে।তার সাথে পথের সাথী,ঝাড়গ্রাম স্টেডিয়াম, রাজ বাড়ির কটেজ,রাধানগর ফ্লাড সেন্টার গুলির পরিকাঠামো প্রস্তুত রাখা হচ্ছে।পাশাপাশি অন্যান্য সরকারি পরিকাঠামো গুলি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

লকডাউনের জেরে নববর্ষের আগে বিক্রি হচ্ছে না হালখাতা, ক্ষতির মুখে জলপাইগুড়ির ব্যবসায়ীরা

জলপাইগুড়ি, ৩১ মার্চ (হি. স.) : লকডাউনের জেরে দোকান বন্ধ থাকায় বাংলা নববর্ষের আগে নতুন হালখাতা বিক্রিও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়ি ও শিলিগুড়ি-দুই শহরেই হালখাতা তৈরির সঙ্গে যুক্ত বহু কারিগর। এই বছর তাঁদের ব্যবসা প্রায় বন্ধের মুখে। বাংলা নববর্ষের দিন কেন্দ্রের লকডাউন উঠছে। এই পরিস্থিতিতে কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না কারিগররা।

প্রতি বছরের মতো এবারও বাংলা নববর্ষে হালখাতা তৈরির জন্য বিহারের মুজফফরপুর থেকে জলপাইগুড়ি এসেছিলেন মহম্মদ আবিদ। ঋণ নিয়ে হালখাতা তৈরির কাজও শুরু করেছেন কিন্তু করোনার জেরে হালখাতা বিক্রির কী হবে, তা নিয়ে চিন্তায় আবিদ। এই পরিস্থিতিতে কীভাবে ঋণের টাকা মেটাবেন তা ভেবে পাচ্ছেন যাটোর্ধ এই হালখাতা ব্যবসায়ী। প্রায় ৭০ বছর আগে আবিদের ঠাকুরদা প্রথম জলপাইগুড়িতে এসে হালখাতা তৈরির ব্যবসা শুরু করেন। নববর্ষ ছাড়া রামনবমীতেও হালখাতা বিক্রি হয়। এরপর থেকে তা পারিবারিক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে। এই বছরও স্ত্রী, ভাই সাবির ও এক আত্মীয় আমজাদকে নিয়ে জলপাইগুড়ি এসেছেন। শহরের একটি ধর্মশালাতে ঘরভাড়া নিয়ে সেখানেই হালখাতা বানাচ্ছেন তাঁরা। আবিদ জানিয়েছেন, হালখাতা তৈরির কাঁচামাল কেনার জন্য ১ লক্ষ টাকা ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু এখন যা পরিস্থিতি সেই ঋণ মেটানো নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন।

আবিদ জানান, করোনার প্রকোপ বাড়ার আগে হালখাতার প্রচুর অর্ডার এসেছিল। সেই অনুযায়ী খাতাও বানিয়েছেন তাঁরা। কিন্তু লকডাউনের জন্য বেশিরভাগ ব্যবসায়ীই খাতা সংগ্রহ করতে আসেননি। আবিদ বলেন, খাতা বিক্রি না হলেও পয়লা বৈশাখ পর্যন্ত জলপাইগুড়িতে থাকব। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমরা খাতা পৌঁছে দেওয়ার চেষ্টা করব। তিনি বলেন, যা টাকা এনেছিলাম, সব শেষ হয়ে গিয়েছে। জলপাইগুড়িতে চেনা কয়েকজন টাকা দিয়ে সাহায্য করেছে। তাই দিয়ে খরচ চালাচ্ছি। ধর্মশালার ঘরে এখন হালখাতার প্রচুর খাতা জমে রয়েছে। খাতাগুলি বিক্রি না হলে অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে।অন্যদিকে, নববর্ষের হালখাতা বানানো বন্ধ করে দিয়েছেন শিলিগুড়ির কারিগররা। শিলিগুড়িতে বংশপরম্পরায় খাতা তৈরি করেন মহম্মদ ফারুখ আজাদ, মহম্মদ একরাম, এজারুল হক প্রমুখ। কিন্তু লকডাউনে কাঁচামাল না পাওয়ায় খাতা তৈরি করতে পারছেন না তাঁরা।

ক্যান্সার বিশেষজ্ঞকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে হুঁশিয়ারি এবিভিপি-র

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডঃ ইন্দ্রনিল খাঁ-কে গ্রেফতারের প্রতিবাদে হুঁশিয়ারি দিল

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)। চিকিৎসকদের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে রাস্তায় নামার ডাকও দিয়েছে ওই সংগঠন। "করোনা" নামক চিনা ভাইরাসের প্রকোপ সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে বেড়েই চলেছে। এবিভিপি-র রাষ্ট্রীয় সম্পাদক সপ্তর্ষি সরকার এ কথা জানিয়ে বলেন, "এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গের ডাক্তার ও নার্সদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে অতি নিম্ন মানের সামগ্রী দিয়ে চিকিৎসা করাতে সরকার বাধ্য করছে। এরই প্রতিবাদে ডঃ ইন্দ্রনিল খাঁ তাঁর সোশ্যাল মিডিয়াতে করোনা চিকিৎসার সাথে যুক্ত ডাক্তার ও নার্সদের করুন পরিস্থিতির কথা একের পর এক তুলে ধরলে শাসকের চক্ষুশূল হতে হয়। মহেশতলা থানার পুলিশ এসে অ্যারেস্ট করে নিয়ে যায়। কতগুলি জামিন অযোগ্য ধারায় ওনার উপর মামলা করা হয়। সেই সাথে ওনার ব্যক্তিগত মোবাইলটিও পুলিশ ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের হেফাজতে রাখেন।"

সপ্তর্ষিবাবুর অভিযোগ, "ফলস্বরূপ ওনার কাছে চিকিৎসা করতে আসা অনেক গরীব দুস্থ মানুষ ডাক্তার বাবুর সাথে যোগাযোগ করতে না পেরে দিনের পর দিন চিকিৎসা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।ভবিষ্যতে বিনা চিকিৎসায় কোন রোগী যদি মারা যান তাহলে এর জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ প্রশাসন।

মহামারীর মতো কঠিন পরিস্থিতিতে এই রাজ্যের ডাক্তার ও নার্সরা যখন নিজ জীবন ঝুঁকি নিয়ে করোনা রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করে চলেছেন তখন ওনাদের জন্য কি রাজ্য সরকার ন্যূনতম ভালো চিকিৎসা সামগ্রীর ব্যবস্থা করতে পারেন না? বলতে লজ্জা লাগছে সরকারী হাসপাতালে কাজ করা এই সব মানুষদের ব্যক্তিগত সুরক্ষা সরঞ্জামের পরিবর্তে সুরক্ষার জন্য রেইনকোট ও বায়োমেডিকাল বর্জ্য প্লাস্টিক দেওয়া হচ্ছে। অথচ এই সরকার করোনার চিকিৎসার জন্য ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন! তাহলে কোথায় গেল এত টাকা ? আর এই বেহাল চিকিৎসা পরিকাঠামো নিয়ে কথা বললে গ্রেফতার হতে হচ্ছে।"

বিজ্ঞপ্তিতে সপ্তর্ষি সরকার বলেন, 'আত্মসমালোচনা ও আত্মসমীক্ষা করতে গিয়ে যখনই এই পশ্চিমবাংলার চিকিৎসা ক্ষেত্রের দুর্বলতাকে জনসমক্ষে আনা হচ্ছে, তখনই কোনো না কোনো চিকিৎসককে পশ্চিমবঙ্গ প্রশাসনের হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে। পূর্বেও ডেঙ্গু নিয়ে রাজ্য সরকারের সমালোচনা করায় কয়েকজন ডাক্তারবাবুকে শাসকদলের রোষানলে পড়তে হয়। বারবার এই ঘটনা সামনে আসাই প্রমাণিত হচ্ছে রাজ্যে একনায়কতন্ত্রিক শাসনব্যবস্থা চলছে। যা শুধু ডাক্তার সমাজ নয় গোটা বাঙালি জাতির কাছে গভীর উদ্বেগের বিষয়।'

ছয়ের পাতায়

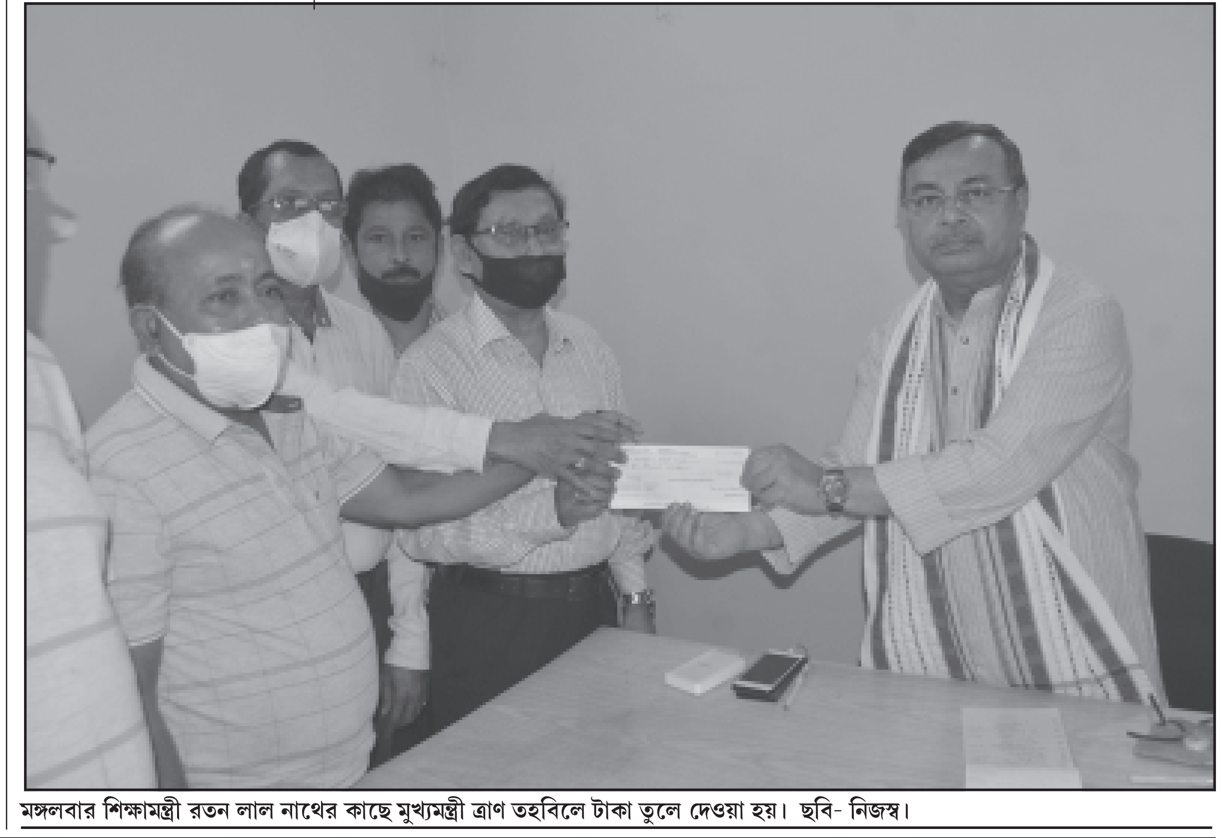

মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের কাছে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে টাকা তুলে দেওয়া হয়। ছবি- নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

মেয়েদের ত্বক চর্চার কিছু খুঁটিনাটি তথ্য

প্রতিদিন আমরা যে সব খাবার খাই তা সরাসরি আমাদের ত্বকে প্রভাব ফেলে। তাই সুস্থ ত্বক পাওয়ার জন্য সঠিক খাবার বেছে নেয়া অত্যন্ত জরুরি। কিছু কিছু খাবার আছে যা ত্বকের রুক্ষভাবে, প্রাণহীন ত্বককে প্রাণোজ্জল করে। সেই সঙ্গে কিছু কিছু ক্ষেত্রে ফর্সা করার ক্ষমতাও রাখে। যে খাবারে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ভিটামিন প্রচুর পরিমাণে থাকে সে ধরনের খাবার খেলে ত্বক অপেক্ষাকৃত ফর্সা হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকেই ত্বক ফর্সা করতে স্কিন হোয়াইটনিং চিকিৎসা করতে চান। তবে এটি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কিন্তু কিছু সুপার ফুড খেয়েই আপনি আপনার ত্বক ফর্সা করতে পারেন। তাহলে এবার এই সুপারফুডগুলোর কথা জানা যাক।

কিউই ঃ বিদেশি এই ফলগুলো এখন বাজারে সহজলভ্য। এই ফলে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি রয়েছে। ভিটামিন সি ত্বকের কোষকে রক্ষা করে। কিউই স্কিন টোন ও ত্বকের রং উন্নত করতে সাহায্য করে। সেই সঙ্গে ত্বকের কালচে দাগও দূর করে।

পাকা পেঁপে ঃ পাকা পেঁপেতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন এ রয়েছে। লিভারের সঙ্গে সঙ্গে ত্বকের জন্যও উপযোগী পেঁপে। ত্বকের মৃত কোষগুলিকে নষ্ট করে এবং কোষের কালচে রংকে হালকা করতে সাহায্য করে এই ম্যাজিক ফল। পেঁপে খেলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং ত্বকের রং ফর্সা হয়।

গ্রিন টি ঃ গ্রিন টি শুধু শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যকর তাই নয়। এটি ত্বক ফর্সা করতেও কার্যকরী। এতে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি অক্সিডেন্ট থাকে। যা ত্বকে বলিরেখা, কালচে দাগ পরতে দেয় না। যার ফলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বজায় থাকে। ত্বককে ফর্সা করতেও সাহায্য করে।

সালাদ ঃ সালাদে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। অ্যান্টিঅক্সিডেন্টও থাকে। যার ফলে ত্বক সতেজ থাকে এবং স্বাস্থ্যজ্জ্বল হয়। প্রত্যেকদিন সালাদ খেলে ত্বক উজ্জ্বল হয়।

ডিম ঃ প্রত্যেকদিনের খাবারের মেনুতে ডিম থাকলে তা হাড়কে শক্ত করে একথা আমরা সবাই জানি। কিন্তু রোজ একটা ডিমকে স্কিন টোনকেও উন্নত করে তা অনেকেই জানেন না। তাই ত্বককে ফর্সা করতে নিয়মিত ডিম খাওয়া উচিত।

চুলকানি রোধ করার কয়েকটি নিয়ম

মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে পেডিকিউলাস ক্যাপিটিস বলা হয়।

উকুন হওয়ার কারণ ঃ আক্রান্ত ব্যক্তির সংস্পর্শে থাকা একই বিছানা বা পোশাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করা, একই চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ানো, মাথা পরিষ্কার না রাখা ইত্যাদি কারণে এ রোগ হয়ে থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউলাস ক্যাপিটিস।

এ রোগ হয়ে থাকে, মানুষের দেহে তিন প্রকার উকুন থাকে। মাথার চুলে যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেলিকিউলাস করপোরিস এবং বিটপ দেশের লোমে , বগলে, গোঁফ-দাঁড়িতে, চোখের পাতায় যে উকুন হয় তাকে বলা হয় পেডিকিউলাস পিউবিস। মাথার উকুন তামাটে বর্ণের হয়। এরা একবার শতাধিক ডিম পাড়ে, যাদের লিকি বলা হয়। এ লিকি থেকে এক থেকে দেড় সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চা হয় মাথায় উকুনের সংখ্যা বাড়তে থাকে।

চিকিৎসা ঃ লোশন পারমেথিরিন ১ ভাগ মাথায় ভালভাবে লাগাতে হয় এবং মাথায় কাপড় দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়, যাতে উকুন পালিয়ে যেতে না পারে। ব্যবহার শেষে ভালোভাবে সাবান জলে স্নান করে নিতে হয়।

খুশকি ঃ সাধারণভাবে মাথায় হালকা মতো মরা চামড়া ওঠাকে খুশকি বলা হয়। এক্ষেত্রে মাথায় চুলকানি থাকে, মাথার ত্বকে কুটকুটে ভাব থাকে। মাথার চুল বেড়ে গেলে, চুল ভেজা থাকা অবস্থায় আঁচড়ালে, মাথার ময়লা জমলে, তেল বেশি বেশি ব্যবহার করলে এবং সেই সঙ্গে মাথায় ছত্রাকের আক্রমণ ঘটলে রোগের উপসর্গ বেড়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাই একই চিরুনি অনেকে ব্যবহার করতে করতে হবে। অনেক ক্ষেত্রেই খুশকিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করা সম্ভব হয় না তবে দমিয়ে রাখা হবে। যাদের মাথায় খুশকি হয় তাদের তেল মাখা কমিয়ে দিতে হবে অথবা বন্ধ করে দিতে হবে। খুশকি নিয়ন্ত্রণে না রাখলে চুল পড়ে যেতে পারে। একে নিয়ন্ত্রণে রাখা খুবই জরুরি। অ্যান্টি ড্যানড্রাফ শ্যাম্পু বাজারে এখন সর্বত্রই পাওয়া যায়। এটি ব্যবহারের মাধ্যমে একে খুব সহজেই নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।

মাথার দাদ ঃ ছত্রাকের আক্রমণ যখন মাথায় ঘটে তখন তাকে টিনিয়া ক্যাপিটিস বলা হয় বা মাথায় দাদ বলা হয়। এ রোগটি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মাথায় হতে দেখা যায়, তবে খুব কম ক্ষেত্রেই বড়দের হয়।

চিকিৎসা ঃ এক্ষেত্রে দাদ নিরোধক অ্যান্টি ফাঙ্গাল ওষুধ সেবন গগ্রাইসিওফুলভিন ৫ মিলি গ্রাম শরীরের ওজনের অনুপাত থেকে দেড় মাস খেতে হয়।

রোগ সারাতে কাঁচা আম

গরম এসে গেছে আর এখনই কাঁচা আমের মৌসুম। আমরা জানি আমকে বলা হয় ফলের রাজা। সব বয়সের মানুষ পাকা আম পছন্দ করে এবং অন্য যেকোনো ফলের চেয়ে এই ফলটি বেশিরভাগ মানুষ পছন্দ করে। কিন্তু কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতার কথা জানলে আপনি বুঝতে পারবেন কাঁচা আম খাওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা। কাঁচা আমের গন্ধে মন ভরে যায় সতেজতায়। চাষের ধরন অনুযায়ী আম বিভিন্ন আকার আকৃতির হয়ে থাকে। আসলে আমের বিভিন্ন রকম ১০০০ টি প্রজাতি আছে। স্কুলের বাচ্চাদের ও অনেক পূর্ণ বয়স্ক মানুষের প্রিয় কাঁচা আম প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট, ভিটামিন, মিনারেল ও জলে ভরপুর। কাঁচা আম সাধারণত আচার বানানোর কাজে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও জুস, চাটনি, সস, জ্যাম এবং ফলি হিসেবে খাওয়া হয়। তবে সবচাইতে আকর্ষণীয় হচ্ছে কাঁচা আমের ভর্তা। আসুন তাহলে জেনে নেই কাঁচা আমের স্বাস্থ্য উপকারিতাগুলো সম্পর্কে।

এসিডিটির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ খাদ্যাভ্যাসের জন্য বেশিরভাগ মানুষই এসিডিটির সমস্যায় ভুগে থাকেন। কাঁচা আম খেলে এডিডিটির সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। ওষুধ গ্রহণ ছাড়াই আপনার হজমে সাহায্য করবে কাঁচা আম।

জলের ঘাটতি রোধ করে ঃ গরমে আমাদের শরীর থেকে অনেক জল বাহির হয়ে যায়। শরীরের তৃষ্ণা মেটানোর জন্য এবং জলের ঘাটতি পূরণের জন্য সামান্য লবণ দিয়ে কাঁচা আম খান।

পেটের সমস্যা দূর করে ঃ গরমের সময় বেশিরভাগ মানুষের পেটে সমস্যা হতে দেখা যায়। ডায়রিয়া আমাশয় ও বদহজমের মত সমস্যাগুলোর বিরুদ্ধে কাজ করে। খাদ্য হজমে সহায়তা করে কাঁচা আম। অন্ত্রকে পরিষ্কার করে ও কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা আম।

ওজন কমায় ঃ মিষ্টি আমের চেয়ে কাঁচা আমে চিনি কম থাকে বলে এটি ক্যালরি খরচে সাহায্য করে।,

স্কার্ভি ও মাড়ির রক্ত পড়া প্রতিরোধ করে ঃ কাঁচা আম খেলে আপনার শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ভিটামিন সি সরবরাহ করে। স্কার্ভি, অ্যানেমিয়া ও মাড়ির রক্ত পড়া কমায় কাঁচা আম। কাঁচা আমের পাউডার বা আমচুর স্কার্ভি নিরাময়ে অত্যন্ত কার্যকরী।

মুখের স্বাস্থ্য রক্ষা করে ঃ সবুজ কাঁচা আম খাওয়া মাড়ির জন্য উপকারী। এটি খুব মাড়ির রক্ত পড়াই বন্ধ করে না নিঃশ্বাসের দুর্গন্ধ এবং দাঁতের ক্ষয়রোধ করে।

মর্নিং সিকনেস এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে ঃ বিশেষ করে গর্ভবতী নারীদের মর্নিং সিকনেস দূর করতে চমৎকারভাবে কাজ করে কাঁচা আম। সামান্য লবণ লাগিয়ে কাঁচা আম খেলে বমি বমি ভাব দূর হয়।

দৃষ্টি শক্তির উন্নতি ঘটায় ঃ কাঁচা আম আলফা ক্যারোটিন ও বিটা ক্যারোটিনের মত ফ্লাভনয়েড সমৃদ্ধ। এইসব উপাদান দৃষ্টিশক্তির উন্নতি ঘটায়।

লিভারের সবচেয়ে ভালো বন্ধু ঃ লিভারের রোগ নিরাময়ের একটি প্রাকৃতিক উপায় হচ্ছে কাঁচা আম। যখন কাঁচা আম চিবানো হয় তখন পিত্ত থলির অ্যাসিড ও পিত্ত রস বৃদ্ধি পায় ।এর ফলে যকৃতের স্বাস্থ্য ভালো হয় এবং অন্ত্রের ব্যাকটেরিয়ার ইনফেকশন পরিষ্কার করে।

অবসাদ কীভাবে কাটাবেন ?

চাপ বাড়ছে মনের উপর। পাহাড়প্রমাণ মানসিক চাপের কারণে একসময় আপনি অবসাদে ভুগতে শুরু করছেন। কিন্তু সামান্য কটা জিনিস মেনে চললে, মানসিক অবসাদ কাটানো অনেক সহজ হয়ে উঠবে।

চোখ বন্ধ করে বুকভরে শ্বাস নিন। মাথা থেকে সব চিন্তা হটানোর চেষ্টা করুন।

দিনের শত ব্যস্ততার মাঝেও ৩০ মিনিট সময় বের করে নিন। ওই ৩০ মিনিট ধ্যান করুন।

শরীর সুস্থ থাকলেই মন ভালো থাকবে। তাই শরীর সুস্থ রাখুন। রোজ সকালে নিয়ম করে তাই যোগা বা জগিং করুন। ব্যায়ামও কতে পারেন। হাসি মন ভাল করে দেয়। প্রাণ খুলে হাসুন। পজিটিভ এনার্জি পাবেন।

অবসর সময়ে বিশ্রাম করে কাটিয়ে দেওয়া নয়। নিজের পছন্দের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখুন। সময় করে ছুটি নিয়ে মাঝে মাঝে দূরে ঘুরে আসুন। অপরিচিত জায়গা আপনাকে নতুন অক্সিজেন দেবে। একা বাড়ির মধ্যে বসে না থেকে বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটান।

কোনওভালো সালান বা স্পা পার্লালে গিয়ে বডি মেসেজ বা বডি স্পা করান।

এতেও যদি কাজ না হয়, নিজেকে বারবার বলুন, ‘আমার থেকেও অনেকে খারাপ আছে। আমার যা আছে, অনেকের সেটুকুও নেই। আমি অনেক ভালো আছি।” সত্যিই, ভালো আছেন আপনি।

মানসিক চাপমুক্ত ও মন ভালো রাখতে একা থাকুন

একা থাকা মানেই অলস জীবন যাপন, দুশ্চিন্তা আর সময়ের অপচয় মনে করেন অনেকে। কিন্তু সলিটিউড আর লনলিনেস শব্দ দুটি কিন্তু ভিন্ন। বেশিরভাগই এ দু'টোকে এক বলে ভুল করেন।

সলিটিউড অর্থ নির্জনতা যেখানে লনিলিনেস মানে একাকিত্ব। একা থাকা মানেই একাকিত্ব নয়। নির্জনে শুধুমাত্র নিজেকে সঙ্গ দেওয়া একটি শারীরিক ও মানসিক চহিদা। এতে ফিজিক্যাল ও মেন্টাল রিল্যাক্সমেন্ট হয়।

লনলিনেটস এর ফলশ্রুতিতে তৈরি হতে পারে মানসিক অবসাদ। কিন্তু মনোবিজ্ঞান বলে, সলিটিউড শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য ফলদায়ক। জীবনকে আরও চিন্তাশীল, গতিশীল, সফল ও উৎপাদনশীল করতে দিনের একটি নির্দিস্ট সময় নির্জনেএকা থাকা উচিত বলে মনে করে মানসিক বিশেষজ্ঞরা। এর কিছু সফলতা রয়েছে।

চিন্তার জট মুক্তি

গবেষণায় দেখা গেছে, আমরা যেটুকু সময় নির্জনে একা থাকি সেসময় আমাদরে মস্তিষ্ক ভালো ভালো সিদ্ধান্ত তৈরি ও জটিল সমস্যার সমাধান করতে পারে এবং উদ্যম ফিরে আসে। যা কোলাহল বা লোকজনপূর্ণ স্থানে সম্ভব নয়। মানসিক চাপ দূর দৈনন্দিন কাজ, বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা, মিটিং, ইত্যাদিতে মস্তিষ্কে চাপ তৈরি হয়। দিনে নির্দিষ্টি সময়ে একা থাকুন। এ সময়টায় নিজের যা ভালো লাগে, যা ভালো অনুভব করেন তাই করুণ। ক্লান্তি দূর হয়ে শরীর ও মনে জোর ফিরে আসবে।

সূক্ষ্ম চিন্তা ও বিচারশক্তি

সারাক্ষণ অন্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বা আলোচনা করলেও অনেক সময় সমাধান পাবেন না। কারণ আপনার মস্তিষ্ক তথ্য নিতে থাকবে কিন্তু তা বিশ্লেষণের জন্য ভুল ঠিক বিচারের সময় প্রয়োজন। সে সময়টি নিন। ইতিবাচক চিন্তা ও সহজ জীবনবোধ নির্জনতা জীবনকে সহজ করে। সারাদিন কী কী করলেন, আপনার দিনের পরিকল্পনা কতোটুকু সফল হলো, কতোটুকু অসম্পূর্ণ থাকলো, সফল হতে আর কী করা যেতে পারে তা ভাবার ও সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় দিনের এ ভাগটাই। এসবছাড়াও সম্পর্কের জটিলতা ও সমস্যাগুলো সমাধানের পথ হতে পারে গুরুত্বপূর্ণ এ সময়টি। বিচ্ছিন্নতা আপনি একাধারে ঘরে বাইরে দায়িত্ব পালন করছেন। সামলে নিচ্ছেন বিভিন্ন ধারার সম্পর্ক দিনের যেকোনো একটি ভাগে নিজেকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত করুন। নির্জন বারান্দায় সময় কাটান, ছাদে বা প্রিয় স্থানে একা সময় পার করুন। ভাবুন এই মুহূর্তে আপনি একমাত্র সত্ত্বা যাকে আপনি চেনেন ও জানার চেষ্টা করছেন। দেখবেন ধীরে ধীরে আপনার সব সমীকরণগুলো মিলে যাবে।একটুখানিই তো সময়, এরপর না হয় ফের যুক্ত হবেন প্রিয় মানুষদের সঙ্গে ও ব্যস্ত পৃথিবীতে। ভালো থাকুন।

নানা ঔষধি গুণে তিল

নানান গুণ রয়েছে তিলের ছোট্ট দানায়। বিশেষজ্ঞদের মতে, এর অ্যান্টি অক্সিডেন্ট উপাদান বয়সের বিভিন্ন ক্ষতিকর প্রভাব দূরে রাখে। আবার এর ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড চুল গজাতে সাহায্য করে। পুষ্টিবিদ জানিয়েছে, প্রসাধনী এবং বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান সৌলফ্লাওয়ারের ব্যবস্থাপনা পরিচালক অমিত সারদা জানিয়েছেন তিলের গুণাগুণ সম্পর্কে। ত্বকের সুস্বাস্থ্য --- ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়াতে এবং ক্ষয়পূরণ করতে কার্যকর তিল। সাহায্য করে আর্দ্র এবং উষ্ণ রাখতেও। এর প্রদাহরোধী ‌পাদন প্যাথোজেন ও অন্যান্য প্রদাহ সৃষ্টিকারী উপাদান অপসারণের মাধ্যমে ত্বকের লালচেভাব ও অন্যান্য সমস্যা সরাতে সাহায্য করে। এই উপকার পেতে এক টেবিল চামচ অলিভ অয়েলের সঙ্গে দুই টেবিল চামচ তিলের গুঁড়ো মিসিয়ে নিন। এবার মুখে ধুয়ে মুছে আধ ভেজা অবস্থায় মিশ্রণটি মাখতে হবে। সপ্তাহে এক থেকে দুইবার এটি করতে হবে. চুলের যত্নে--- তিলে রয়েছে ওমেগা থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড যা চুলের গোড়ায় পুষ্টি সরবরাহ করে চুল গজাতে সাহায্য করে। মাথার তক ময়েশ্চারাইজ করতে এবং সেখানে রক্ত সরবরাহ বাণানোর মাধ্যমে হেয়ার ফলিকল কে পুনরায় জীবিত করতে পারে তিল। দুই টেবিল চামচ তিলের তেলের সঙ্গে দুই থেকে তিন ফোঁটা রোজমেরি এসেনসিয়াল অয়েল ও এক টেবিল চামচ অ্যালোভেরা এবং অয়েল মিশিয়ে নিতে হবে। সপ্তাহে দুই থেকে তিনবার এই মিশ্রণ মাথায় মালিশ করতে হবে এবং রাসায়নিক উপাদনহীন স্যাম্পু ব্যবহার করতে হবে। মুখগহ্বরের যত্নে--- অন্যান্য ভোজ্য বীজজাতীয় খাবারের তুলনায় তিলে তেলের মাত্রা সবচাইতে বেশি। এটি দাঁতের ফাঁক থেকে খাদ্যকণা বের করার মাধ্যমে মুখগহ্বরের সুস্বাস্থ্য রক্ষাতেও ভূমিকা রাখে। হজম ক্রিয়া বাড়াতে--- কোষ্ঠকাঠিন্য থেকে মুক্তি দেয়ার মাধমে হজমক্রিয়ার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে তিল।

তেজস্ক্রিয়তা থেকে রক্ষার্থে --- ক্যান্সারে চিকিৎসার জন্য কিংবা বিশেষ কোনো শারীরিক পরীক্ষার জন্য তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসতে হয়। এই তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতিকর প্রভাব কমতে তিল উপকারী। ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে --- তিলে থাকা ম্যাগনেশিয়াম ও অন্যান্য উপাদান ইনসুলিন ও শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়ক। উচ্চ রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতেও এটি উপকারী। চুল পাকা ঠেকাতে --- এর অ্যান্টি এজিং উপাদান চুলে পুষ্টি যোগায় এবং অকালে চুল পাকা রোধ করে। প্রদাহ রোধে --- হাড়ের জোড়, হাড় ও পেশিতে হওয়া প্রদাহ সারাতে উপকারী তিল। রোদপোড়া থেকে বাঁচাতে --- প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও এসপিএফ থাকে তিলে, যা সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির ক্ষতিকর প্রভাব থেকে ত্বককে বাঁচায়। এত গুণের কথা জেনে সকাল বিকাল তিল খেতে বসে গেলে চলবে না। মনে রাখতে হবে অতিরিক্ত কোনো কিছুই ভালো নয়।

নারী-পুরুষ একসঙ্গে কাজ করতে পারে, তাদের মস্তিষ্ক না

কর্মক্ষেত্রে বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একে অন্যকে সহযোগিতা করতে আমরা দলবদ্ধ হয়ে কাজ করে থাকি। অনেক সময় মতের বিল হয় না। বিশেষত লিঙ্গ প্রশ্ন এলে। এর কারণ উঠে এসেছে সম্প্রতি একটি জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে নারী এবং পুরুষের মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ আলাদা আলাদাভাবে সক্রিয় থাকে। বিষয়টা এমন নয়- নারী বা পুরুষ একে অন্যকে সহযোগিতা করতে পারে না।

এই গবেষণার জ্যেষ্ঠ স্বত্তাধিকারী এবং স্ট্যাম্পফোর্ড ইউনিভার্সিটি স্কুল অব মেডিসিনের অধ্যাপকের মতে, বরং তাদের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সামান্য পার্থক্য আছে। অতীতের গবেষণায় নারী পুরুষের সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে পার্থক্য খুঁজে পাওয়া না গেলেও, নতুন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে যখন নারী এবং পুরুষ একসঙ্গে সমস্যা সমাধান করতে যান তাদের রকৌশলগত কিছুপার্থক্য থাকে। একজন পুরুষ সমস্যা সমাধান করার ক্ষেত্রে সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে, কোনো বিষয় সম্পর্কে দৃশ্যকল্পনা তৈরি করে। অন্যদিকে নারীরা সমস্যার একটি বৈশিষ্ট্য ধরে ধরে সমাধান করে এবং তুলনা করে। নারীরা সূত্রের ব্যবহারও বেশি করে থাকে। একজন পুরুষ কৌশল অবলম্বন করার ক্ষেত্রে গাণিতিক নমুনা নির্ধারণ কর ভেন চিত্র তৈরি করে। রেইস এবং তার সহকর্মীরা মোট ২২ জনকে গবেষণায় অন্তর্ভূক্ত করেন নারী এবং পুরুষের চিন্তর পার্থক্য খুঁজে বের করতে। তারা বলেন, ‘নারী এবং পুরুষের চিন্তায় যে পার্থক্য এটা দেখে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই। নানা দিক থেকে বিষয়টি খুব স্বাভাবিক’। দলবদ্ধ হয় কাজ করার ক্ষেত্রে এই গবেষণা খুবই কার্যকর ভূমিকা পালন করবে।

বিশেষত, বিশেষ শিশুরা যাদের সামাজিক আচরণগত সমস্যা রয়েছে তাদের জন্য আরও বড় আকারে এই গবেষণা চালানো হলে চিকিৎসা ক্ষেত্রেও নতুন দ্বার উন্মুক্ত হবে।

বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা নিয়ে যেসব শিশুরা জন্ম নে, তারা হতাশ, উদ্বিগ্নতাসহ নানা অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ করতে পারে না। সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রেও তারা সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগে। আরও গভীরভাবে গবেষণা করা হলে, তাদের সঙ্গে সেতুবন্ধন সৃষ্টি করা যাবে, যোগ করেন রেইস।

মঙ্গলবার ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা নিয়ে গুজব ছড়ানোয় গ্রেফতার আরও ১

কলকাতা, ৩১মার্চ (হি স): সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব ছড়ানোয় আরও একজনকে গ্রেফতার করল কলকাতা পুলিশ। রাজারহাটের টেকনো সিটি থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মুসলিম আলি মোল্লা।

পুলিশ সূত্রে খবর, সাপুরজি পালোনজি হাউজিং কমপ্লেক্সে ৬ জন করোনাভাইরাসের সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছে। পুলিশ আক্রান্তদের হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছে। আক্রান্তদের মধ্যে এই আবাসনের নিরাপত্তারক্ষী ও তাঁর কাকাও রয়েছেন। এই মর্মে একটি মেসেজ লিখে হোয়াটসঅ্যাপে ছড়িয়ে দেন অভিযুক্ত ব্যক্তি। এর পরেই পুলিশ তদন্তে নেমে গ্রেফতার করে উত্তর ২৪পরগনার ওই বাসিন্দাকে।

প্রসঙ্গত, রবিবার বেহালার জ্যোতিষ রায় রোড থেকে একজনকে এবং সোমবার পল্লবী শিবানী নামে অপর এক মহিলাকে গ্রেফতার করে পুলিশ। গতকাল পর্যন্ত এই গুজব ছড়ানোর ইতিমধ্যেই পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে লালবাজার। পাশাপাশি টুইট করে কলকাতা পুলিশ কমিশনের অনুজ শর্মা বারবার সতর্ক করেছেন শহরবাসীকে গুজব না ছড়ানোর জন্য। গুজব ছড়ালে গ্রেফতার করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তিনি।

ভেন্টিলেশনে দেওয়া হল বেলঘড়িয়ার করোনা আক্রান্তকে

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি স): করোনা আতঙ্ক পিছু ছাড়ছে না কলকাতার।আতঙ্কের মাঝেই ফের আতঙ্ক।অত্যন্ত সংকটজনক অবস্থায় ভেন্টিলেশনে রাখা হল বেলঘড়িয়ার করোনা আক্রান্তকে।বেলঘড়িয়ার জেনিথ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসারত তিনি।

রাজ্যে ২৭ তম করোনা আক্রান্ত বছর ৫৭- র ব্যক্তি বেলঘড়িয়া রথতলার বাসিন্দা। পেশার ফাস্টফুড সেন্টারের মালিক। হাসপাতাল সূত্রে খবর, ২৩ মার্চ থেকে অসুস্থ ছিলেন তিনি। এরপরেই বেসরকারিহাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে।ওই ব্যক্তির লালারস পরীক্ষা করা হলে মঙ্গলবার রিপোর্ট আসে। এবং রিপোর্ট পজিটিভ আসে।বর্তমানে তাঁর শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।এর ফলে তাকে ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই ব্যক্তির বিদেশ যাওয়ার কোনও খবর নেই।এমনকি কলকাতার বাইরে যাওয়ার কোনও খবর নেই। অন্যদিকে ওই ব্যক্তির যারা চিকিৎসা করছিলেন সেসব চিকিৎসককে আইসোলেশন এ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ওই ব্যক্তির বাড়ির লোককেও হাসপাতালে আসতে বারণ করে দেওয়া হয়।

অবস্থার অবনতি ঢাকুরিয়া আমরিতে ভর্তি করোনা আক্রান্ত প্রৌঢ়ের

কলকাতা, ৩১মার্চ (হি স): ক্রমশ অবস্থার অবনতি হচ্ছে ঢাকুরিয়া আমরিতে ভর্তি করোনা আক্রান্ত প্রৌঢ়ের। ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে তাকে। ফুসফুসের অবস্থা খারাপ। ফুসফুসের পরিস্থিতির উন্নতি করতে সব রকম সাপোর্ট সিস্টেম দেওয়া হচ্ছে তাকে।

টালিগঞ্জের ৫২ বছর বয়সী এক ব্যক্তি ঢাকুরিয়া আমরি হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। তাঁর শরীরেও নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ মিলেছে। এসএসকেএমে ওই ব্যক্তির নমুনা পরীক্ষা হয়। সেখানেই রিপোর্ট পজেটিভ আসে। আর পরিবারের ছয়জনকে রাখা হয়েছে কোয়ারান্টিনে।

অন্যদিকে, পঞ্চাশোর্ধ এক ব্যক্তি সল্টলেকে আমরি হাসপাতালে ভর্তি আছেন। তাঁর শরীরেও সংক্রমণ মিলেছে। এদিন বেলঘড়িয়ার আরও এক ব্যক্তি আক্রান্ত হন করোনায়। তিনি বেলঘড়িয়া জেনিথ হসপিটালে ভর্তি রয়েছেন। রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২৭। মৃত্যু হয়েছে তিনজনের।

দিল্লির নিজামউদ্দিনে অসম থেকে প্রায় তিনশো ব্যক্তির যোগদান, খোঁজে বের করে নিঃসঙ্গ করতে কড়া নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ (হি.স.) : গোটা দেশ এ মুহূর্তে লকডাউনের আওতায়। এমতাবস্থায় অসম থেকে প্রায় তিনশো ইসলাম ধর্মাবলম্বী দিল্লির নিজামউদ্দিনে তবলিগ জমাতের সমাবেশে যোগ দিতে গিয়েছিলেন। তাঁদের মধ্যে অনেকে রাজ্যে ফিরেছেন। এ ঘটনার খবর রাজ্যে পৌঁছলে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পেয়ে উদ্বিগ্ন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা সংশ্লিষ্ট জেলার সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসনকে তাঁদের খোঁজে বের করে নিকটবর্তী হাসপাতালের কোয়ারেন্টাইনে নিয়ে ভরতি করার নির্দেশ দিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে গত ২২ মার্চ দেশ জুড়ে পালিত হয়েছে 'জনতা কার্ফু'। ২৪ তারিখ মধ্যরাত থেকে গোটা দেশে সম্পূর্ণ লকডাউন ঘোষণা করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। এর পরও দিল্লির মারকাজ নিজামউদ্দিন মসজিদে অবস্থান করছিলেন কয়েক হাজার দেশি-বিদেশি ধর্মান্ধ। ধর্মীয় সমাবেশ তবলিগ জমাতের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে তাঁরা জড়ো হয়েছিলেন। জানা গেছে, কোভিড-১৯ সংক্রমণে এঁদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সাত জনের মৃত্যু হয়েছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে অতিমারি এই সংক্রমণে আক্রান্ত হয়েছেন অন্তত ৩০০ জন। এঁদের বেশিরভাগ দিল্লি, হায়দরাবাদ ও অন্ধ্রপ্রদেশের। মারকাজ নিজামউদ্দিন মসজিদে অনুষ্ঠিত জমায়েতের ফলে দেশে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মহামারির রূপ নিতে পারে বলে মনে করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এর ঢেউ পড়তে পারে অসমেও। অসমে এখন পর্যন্ত করোনা ভাইরাসে আক্রান্তের খবর না থাকলেও মারকাজ নিজামউদ্দিন মসজিদ-ফেরত তিনশোজন থেকে মারণ ভাইরাস ছড়াতে পারে বলে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষের পাশাপাশি রাজ্য সরকারও।

প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নির্দেশ লঙ্ঘন করে অনুষ্ঠিত ওই সমাবেশে অংশগ্রহণকারী অসমের জনৈক ব্যক্তির শরীরে করোনা সংক্রমিত হয়েছে। তাঁকে দিল্লির একটি হাসপাতালে নিঃসঙ্গ করে চিকিৎসা চলছে বলে খবরে প্রকাশ। ওই ব্যক্তি ছাড়াও আরও কয়েকজনকে দিল্লিতে কোয়েরান্টাইনে রাখা হয়েছে। জানা গেছে, চলতি মাসের প্রথম দিকে অসম থেকে ৩০০-এর বেশি ইসলাম ধর্মাবলম্বী

ছয়ের পাতায়

করোনা আতঙ্কের মধ্যেই আগুনে ভস্মীভূত বাড়ি

বসিরহাট, ৩১ মার্চ(হি,স) : সোমবার রাতে আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয়ে যায় হারু ঘোষ নামে হিঙ্গলগঞ্জ এর রমাপুর গ্রামের এক বাসিন্দার বাড়ি। প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে বলে জানা যায় পরিবারের পক্ষ থেকে। হিঙ্গলগঞ্জ এর সাহেবখালী পঞ্চায়েতের রমাপুর গ্রামের বাসিন্দা হারু ঘোষ পেশায় ঠিকা কর্মী।

কাজের সূত্রে বসিরহাট শহরে থাকেন হারু ঘোষ। লকডাউন এর ফলে বাড়িতে ফিরতে না পারায় পরিবারের লোকেরাই গত কয়েক দিন গৃহবন্দী ছিলেন ওই বাড়িতে। সোমবার রাতে আচমকাই আগুন ধরে যায় খরের চাল দেওয়া বাড়িতে। আগুনের গ্রাসে পুরোপুরি ভস্মীভূত হয়ে যায় ঘরের আসবাবপত্র থেকে শুরু করে প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ও মজুদ খাবার সমস্ত কিছুই। স্থানীয় প্রতিবেশীরা আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগালেও শেষ পর্যন্ত শেষ রক্ষা হয়নি। বিদ্যুতের শর্ট সার্কিট থেকেই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান স্থানীয় মানুষের। আগুনে পুড়ে ক্ষতি হয়ে যায় সমস্ত কিছু।

করোনা : আইসোলেশন কেন্দ্র স্থাপনে অসম সরকারকে স্কুলবাড়ি অর্পণের প্রস্তাব বিদ্যাভারতীর

গুয়াহাটি, ৩১ মার্চ (হি.স.) : নোভেল করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে সারা দেশে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঘোষিত ২১ দিনের সম্পূর্ণ লকডাউন চলছে। সাতদিন পেরিয়ে যাওয়ার পরও গোটা দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে করোনা আক্রান্ত মানুষের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ার খবর আসছে। তবে এখন পর্যন্ত অসমে করোনা আক্রান্ত কোনও মামলাৰ খবর পাওয়া যায়নি। তবে যে কোনও পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে অগ্রিম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে অসম সরকার। এরই পরিপ্রেক্ষিতে অসম সরকারকে সাহায্য করতে এগিয়ে দিয়েছে বিদ্যা ভারতী।

বিদ্যা ভারতী-র অন্তর্ভুক্ত শিশু শিক্ষা সমিতি অসমের প্রদেশ সাংগঠনিক সম্পাদক হেমন্ত ধিং মজুমদার জানান, করোনা ঠেকাতে রাজ্য সরকারকে সাহায্য করতে প্রস্তুত তাঁদের সংগঠন। প্রয়োজন হলে সংগঠনের স্কুলগুলিকে আইসোলেশন কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তুলতে সরকারের হাতে তুলে দেওয়া হবে। হেমন্ত মজুমদার আরও জানান, এই দুর্যোগের সময় সাহায্য শিবির স্থাপনের জন্য স্কুলগুলির চত্বর ব্যবহার করতে পারবে প্রশাসন। সরকার রেল এবং বাসগুলিতে আইসোলেশন ওয়ার্ড করার পরিকল্পনা করেছে। ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি ট্রেনে মেডিক্যালের সমস্ত সরঞ্জাম দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আইসোলেশন ওয়ার্ড। কিন্তু এই ব্যবস্থা যথেষ্ট ব্যয়বহুল। তাই বিদ্যা ভারতীর তরফ থেকে তাদের স্কুলগুলিকে আইসোলেশন ওয়ার্ড করতে সরকারের কাছে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এতে সরকারের খুব বেশি টাকা খরচ হবে না।

অন্যদিকে শিশু শিক্ষা সমিতি অসমের সাধারণ সম্পাদক কুলেন্দ্র কুমার ভাগবতী জানান, 'প্যানডেমিক করোনা ভাইরাসের মোকাবিলা করতে সরকারকে স্কুলগুলি দেওয়া ছাড়াও আরও অন্যান্য সাহায্য করতে আমরা প্রস্তুত। দেশের এই সংকট-মুহূর্তে সকলের এগিয়ে আসা উচিত। এই কয়দিন স্কুল বন্ধ। স্কুলগুলোকে এই মহৎ কাজে ব্যবহার করতে দেওয়া এটাই সেরা সময়। তাই স্কুল বাড়িগুলোকে এই সংকটের মুহূর্তে রাজ্য প্রশাসনকে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

লকডাউনের মাঝে দুঃস্থ মানুষদের খাদ্য বিলি রাহুলের

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি স): করোনা কাঁটায় রাতের ঘুম উড়েছে শহরবাসীর। ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।আর করোনা সংক্রমণ থেকে বাঁচতে চলছে লকডাউন। যার জেরে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে দিন আনে দিন খায় মানুষ গুলোকে।তাই এবার দুঃস্থ মানুষের খাদ্য বিলি করলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। রাহুল সিনহাকে দেখা যায় অসহায় দুঃস্থ মানুষদের হাতে খাবার তুলে দিতে। ঘরে রান্না করা খাবার গরিব-দুঃস্থদের হাতে তুলে দেন তিনি। পাশাপাশি এবার করোনা মোকাবিলায় বিজেপি কর্মীদের প্রধানমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে ১০০ টাকা করে দান করতে অনুরোধ জানালেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। ইতিমধ্যেই রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে ২৭। কলকাতায় করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তিন জনের ।

গাড়ি থামতেই চালকদের খাবার ও জলের বোতল দিচ্ছে টোলকর্মীরা

হুগলি, ৩১ মার্চ (হি.স.) : অনেক এমন সময় গিয়েছে যে টোলকর্মীরা মাইনে পাচ্ছে না, আবার কখনও বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হতে হয়েছে,গাড়ির চালকরা তাদের সাথে বিভিন্ন সময়ে দুর্ব্যবহার করেছে এমন খবরও পাওয়া গেছে, কিন্তু সেই সব কথা মাথায় না রেখে এই কঠিন সময়ে নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী

সেই চালকদেরকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে টোল কর্মীরা।

এভাবেই সাধারণ মানুষের পাশে এবার ডানকুনি টোল প্লাজার কর্মীরা।করোনা ভাইরাসের মোকাবিলায় দেশজুড়ে চলছে লকডাউন।এরফলে সমস্যায় পড়েছে দিন আনা দিন খাওয়া মানুষদের সাথে গাড়ির চালকরাও।দোকানপাট সব বন্ধ থাকায় রাস্তায় খাবার পেতে অসুবিধা হচ্ছে বিভিন্ন নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস নিয়ে যাওয়া গাড়ির চালকদের।মঙ্গলবার সেইসব গাড়ির চালকদের শুকনো খাবার ও জলের বোতল তুলে দিল টোল প্লাজার কর্মীরা।এদিন শুধু গাড়ির চালকদেরকেই নয় যে সমস্ত মানুষ এদিন জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াত করেছেন তাদের হাতেই খাবার আর জলের বোতল তুলে দিয়েছেন টোল প্লাজার কর্মীরা।এদিন কর্মীরা বলেন তারা সম্পূর্ণ নিজেদের উদ্যোগেই এই কাজ করেছেন মানুষের পাশে দাঁড়াতে।

লকডাউন পরিস্থিতিতে রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দিলেন বিমান

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) :"লকডাউন ঘোষণা করার আগে বিভিন্ন রাজ্যে যে মানুষ ছড়িয়ে আছে তাঁদের কথা ভাবা উচিৎ ছিলো। মানুষ চিকিৎসার জন্য গেছে, বেড়াতে গেছে তাঁদের ফেরত আসার ব্যবস্থা করে লকডাউন করলে ভালো হত।" মঙ্গলবার এক ভিডিও বার্তায় একথা জানান বামফ্রন্টসু বিমানবাবু বলেন, "বহু মানুষ চূড়ান্ত অসুবিধায় পড়েছেন. বহু মানুষকে হেঁটে হেঁটে ফিরতে হচ্ছে. খাবার, জল ছাড়াই মানুষকে হাঁটতে হচ্ছে।লকডাউনের বার্তা আগে মানুষের কাছে দেওয়া হলে এই অসুবিধে এড়ানো যেত।

"মঙ্গলবার রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকের পর ভিডিও বার্তায় তিনি জানিয়েছেন - পরিযায়ী শ্মিকদের এই পরিস্থিতিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বাড়ছে। যারা দিন আনি দিন খাই, তাঁদের অবস্থা সঙ্গীন।সেখানে রাজ্য সরকারের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে নিশ্চুপ।সাধারণ মানুষের দুর্দশা দূর করতে কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না।

এদিন বিমান বসু বলেন, এই সময় যেসব বিধিনিষেধ আছে তা কার্যত না মেনেই মুখ্যমন্ত্রী এই সময়ে শোম্যানশিপ করছেন।অথচ প্রতিদিন আয়ের ওপর যাঁদের জীবন নির্ভর করে তাঁদের বিষয়টা উনি দেখছেন না। যারা সবজী উৎপাদন করে, বিক্রি করে, যারা পোল্ট্রি চালায়, যারা মাছের চাষ করে তাঁদের অসুবিধা উনি দেখছেন না।'

বিমানবাবু বলেন,' চটকলের খুবইর।চা বাগান শ্রমিকরা অসুবিধায়. সামগ্রিক ভাবে দেখলে আমাদের রাজ্যের অর্থনীতির ওপর, গ্রামীণ অর্থনীতির ওপর আঘাত নেমে এসেছে। এই সময় যে রেশন দেওয়া হচ্ছে, বা জিনিস দেওয়া হচ্ছে তা হয় শাসক দলের মন্ত্রী, নয় বিধায়ক, নয় কাউন্সিলর দিচ্ছেন।কিন্তু এগুলো তো সরকারি জিনিস। কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়।সরকারি জিনিস তো প্রশাসন দেবে।দলীয় ভাবে কেন দেওয়া হচ্ছে।এই বিষয়ে একাধিক অভিযোগ আসছে. গ্রামাঞ্চলে, মফস্বল এলাকায় বেছে বেছে বামপন্থীদের বাড়ি বাদ দিয়ে ত্রাণ দেওয়া হচ্ছে. এই পরিস্থিতিতে চূড়ান্ত দলবাজি চলছে। কিন্তু এই জিনিস বেশিদিন বরদাস্ত করা যাবে না।

রক্ত সঙ্কট ঠেকাতে রক্তদান শিবির

দুর্গাপুর, ৩১ মার্চ (হি.স.): লকডাউন সামাজিক দুরত্ব বজায় রাখতে বড়সড় রক্তদান শিবির বন্ধ। তার জেরে তীব্র রক্ত সংকট। আর এই রক্তসঙ্কট মেটাতে ন্যানো ক্যাম্পের উদ্যোগ নিল দুর্গাপুর ব্লাড ডোনার্স কাউন্সিল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেক্ট্রিসিটি ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়র্স)।

মঙ্গলবার দুর্গাপুরে সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের স্বাস্থ্য বিধি ও মহকুমা শাসকের অনুমতি নিয়েই রক্তদান শিবির করে ওই সংগঠন যৌথভাবে। ক্যাম্পে একজন মহিলা সহ ১৭ জন রক্তদান করেন। ক্যাম্প চলাকালীন মিশনে ভর্তি একজন সিরিয়াস হার্টের পেশেন্টের জন্য ডিপিএল এর আধিকারিক শ্রী বিভাস বিন্দু কোলে রক্তদান করেন। রক্তদান শিবিরে

ছয়ের পাতায়

লকডাউনে সাধারণ মানুষের পাশে রাজনৈতিক দলগুলি

দুর্গাপুর, ৩১ মার্চ (হি.স.) : লকডাউনে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি। আর এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় মানবিকতার অনন্য নজির। অসহায় পরিবারের সহায়তায় সহায়তায় আসরে বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম সহ রাজ্যে সব রাজনৈতিক দল। কেউ চাল, ডাল তুলে দিচ্ছেন অসহায় পরিবারের হাতে। আবার কেউ হেল্পলাইন চালু করে প্রয়োজনীয় অত্যাবশকীয় সামগ্রী অসহায় পরিবারের হাতে পৌঁছে দিচ্ছেন।

বিশ্বজুড়ে থাবা বসিয়েছে নভেল করোনা ভাইরাস। আর তার মোকাবিলায় জোর তৎপরতাও শুরু হয়েছে। ভারতেও শুরু হয়েছে লকডাউন। লকডাউনের জেরে রাজ্যজুড়ে সঙ্কটজনক পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। অগ্নিমুল্য বাজার। চাল, ডাল, আটা, তেল সহ নানান খাদ্যসামগ্রীর আকাশছোঁয়া মুল্য বৃদ্ধি হয়েছে। আর তার জেরে নাভিশ্বাস দশা অসহায় দিনমজুর ও মধ্যবিত্ত পরিবারে। বেশীরভাগ এলাকায় বন্ধ কর্মক্ষেত্র. ফলে উপার্জন বন্ধ। আর তাতে টান পড়েছে ওইসব পরিবারের হেঁসেলে। সঙ্কটজনক পরিস্থিতি মোকাবিলায় ইতিমধ্যে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার সহায়তার হাত বাড়িয়েছে।এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় আসরে নেমেছে বিজেপি, তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস সব রাজনৈতিক দলই। বিজেপির পক্ষ থেকে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর, কাঁকসা, অন্ডাল, পান্ডবেশ্বরের বিভিন্ন এলাকায় থেকে চাল, আলু, ডাল, শাকসব্জি বিভিন্ন ওয়ার্ডে বস্তিবাসীদের বিতরন করা হচ্ছে।

পানাগড় বিজেপি নেতা রমন শর্মা জানান, 'মানব সেবায় বড় ধর্ম। করোনা রুখতে সমস্ত রকম পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।' আরও তিনি বলেন, ' রাজনৈতিক ভেদাভেদ ভুলে সমস্ত অসহায় পরিবারে সাধ্য মত খাদ্য সামগ্রী পৌঁছানো হচ্ছে একই সঙ্গে সরকারি সহয়তা সঠিক ভাবে বন্টনের দাবী জানাচ্ছি।' সিপিএম দুর্গাপুরে হেল্পলাইন চালু করেছে অসহায় বৃদ্ধ, বৃদ্ধাদের জন্য। ফোন করে বরাত দিলে দলীয় কর্মীরা তাদের প্রয়োজনী সামগ্রী বাড়িতে পৌঁছে দিচ্ছেন।

সিপিএমের পশ্চিম বর্ধমান জেলা কমিটির সদস্য পঙ্কজ রায় সরকার বলেন, 'আমরা ইতিমধ্যে মহকুমাশাসকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি।দুর্গাপুর নগরনিগমের প্রত্যেক কাউন্সিলারকে সরকারি চাল বন্টনের জন্য দেওয়া হয়েছে। অথচ বিভিন্ন এলাকায় তাদের রাজনৈতিক বেনিফিসায়ারী উদ্দ্যেশ্যে বিতরন করা হচ্ছে. দুর্দশায় দিন কাটানো গরীব মানুষের মধ্যে ক্ষোভ সৃষ্টি হচ্ছে। তাই আমাদের দাবী সরকারি সাহায্য সরকারি ভাবে বন্টন করা হোক।

করোনা পরিস্থিতিতে মেল ভ্যানে উত্তরবঙ্গে পাঠানো হল ওষুধ

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : করোনাভাইরাস মোকাবিলায় কলকাতা থেকে পাঠানো ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম মঙ্গলবার উত্তরবঙ্গের হাসপাতালে সরবরাহ করা হল। ফলে ওই অঞ্চলে এ ব্যাপারে ক"দিন ধরে যে সঙ্কট চলছিল, তা অনেকটাই দূর হল। কলকাতা থেকে এই সব ওষুধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম এর ৫৫ টি কার্টুন করে পাঠানো হয়েছে।

ডাক বিভাগের (ওয়েস্ট বেঙ্গল সার্কল) চিফ পোস্ট মাস্টার জেনারেল গৌতম ভট্টাচার্য মঙ্গলবার এই প্রতিবেদককে জানান, সাধারণ সময় ট্রেনে বা কার্গো বিমানে করে পাঠানো হয়। কিন্তু লকডাউনে সব বন্ধ থাকায় এ জিনিস মেলভ্যানে পাঠানো হয়েছে। গতকালই ডাক বিভাগ ওষুধ ও চিকিৎসার সরঞ্জাম উত্তরবঙ্গের মেডিকেল স্টোর্সে পৌঁছিয়ে দিয়েছে। এই সময়ে এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ। লকডাউনে বিভিন্ন রকম বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক কাজ প্রায় মুখ থুবড়ে পড়েছে। কিন্তু ডাকঘরের সার্বিক কাজ আশাব্যঞ্জক বলে দাবি করলেন গৌতমবাবু। এই প্রতিবেদককে একান্ত সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, সোমবার পশ্চিমবঙ্গে সেভিংস ব্যাংক টাইম ডিপোজিট এম আই এস বিভিন্ন ধরনের ১ লক্ষ ১৭ হাজার ২৮১ ট্রানজেকশন হয়েছে। এর আর্থিক পরিমাণ প্রায় ১৮৮ কোটি টাকা।

পশ্চিমবঙ্গ সার্কেলে পশ্চিমবঙ্গ ছাড়াও আছে সিকিম ও আন্দামান। মোট ডাকঘরের সংখ্যা সাড়ে ৯ হাজার। এ বার ১ ও ২ এপ্রিল বার্ষিক ব্যাঙ্ক ক্লোজিং ডে। আর্থিক লেনদেন বন্ধ। তাই ৩ এপ্রিল থেকে ডাকঘরে পেনশন তোলা যাবে। সে জন্য যতগুলি সম্ভব ডাকঘর খোলা রাখার চেষ্টা চলছে। কিন্তু বন্ধ ডাকঘরগুলিতেও কারও পেনশন অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে। সে ক্ষেত্রে কাছাকাছি বিকল্প কোন ডাকঘর খোলা, তা সংশ্লিষ্ট পেনশনভোগীকে ফোন করে আগাম জানাতে চেষ্টা করা হবে। তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা না-গেলে, পেনশন প্রাপকদের সংগঠনকে সেই তথ্য জানানো হবে। বাড়িতে পেনশন পৌঁছনো হবে ৮০ বছরের বেশি মানুষদেরও। তবে অসুস্থ কাউকে বাড়িতে পেনশন পৌঁছনোর আগে তিনি সত্যিই কতটা অসুস্থ, তা যাচাই করা হবে। গৌতমবাবু জানান, ভিড় এড়াতে পেনশন প্রাপকদের ডাকঘরে যাওয়ার আলাদা আলাদা সময় বাঁধার কথা ভাবা হচ্ছে। সময় ফোনে জানিয়ে দেওয়া হবে তাঁদের।

ঝাড়গ্রামে দুঃস্থ পরিবারগুলিকে এক মাসের বেতন ব্যয় করে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে পাশে দাঁড়ালেন বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী

ঝাড়গ্রাম,৩১ মার্চ (হি: স)::- করোনা ভাইরাসকে প্রতিহত করার জন্য গোট দেশ, রাজ্য জুড়ে চলছে লকডাউন। তার জেরে গরীব দুঃস্থ পরিবার গুলি যাদের দিন আনা দিন খাওয়া সেই সমস্ত মানুষজনদের জন্য এক মাসের বেতন ব্যয় করে খাদ্য সামগ্রী দিয়ে পাশে দাঁড়ালেন এক বিদ্যুৎ দফতরের কর্মী সেক আলিসন আলি। মঙ্গলবার তিনি ঝাড়গ্রাম জেলার জামবনী থানার চারটি গ্রাম ও বিনপুর থানার তিনটি গ্রামের মোট একশোটি পরিবারের হাতে এই খাদ্য সামগ্রী তুলে দেন। পাশাপাশি ট্রেন থেকে পড়ে যাওয়া পড়িহাটী গ্রামের এক ব্যক্তিকে তার ঔষধ কেনার জন্য এক হাজার টাকা দিয়ে সাহায্য করেন।

এদিন শেক আলিসান আলি বলেন, ' রাজ্যে জুড়ে লকডাউন থাকায় গ্রামের গরীব মানুষজনদের রুজিরুটিতে টান পড়েছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছেন না। তাই আমি এই সমস্ত মানুষজনদের কথা ভেবেই এক মাসের বেতন থেকে চাল, ডাল, আলু, সাবান ও বিস্কুট প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। পাশাপাশি মানুষজনকে সচেতনা করে বার বার হাত ধোয়ার কথা বলেন।' জানা গিয়েছে এদিন জামবনী থানার পড়িহাটীর টুনিকাশোল, বাঁকবেড়, কাপাসিটা ও বিনপুর থানার গলাশুলি, সিংপুর, বিনপুর এলাকায় এই খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন। এছাড়াও পড়িহাটী গ্রামের বাসিন্দা শ্যামাপ্রদ দুলি কয়েকদিন আগে ট্রেন থেকে পড়ে গুরুতর ভাবে আহত হয়। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর থেকেই শুরু হয়েছে লকডাউন। তাই হাতে টাকা পয়সা না থাকায় প্রয়োজনীয় ঔষধ কিনতে পারছিলেন না। এদিন শেক আলিসান আলি বাবুকে সমস্ত বিষয় জানান তার পরিবারের লোকজনেরা। এরপর নিজের পকেট থেকে এক হাজার টাকা সাহায্য করেন।

ত্রৈমাসিক পুরকর জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়াল পুরসভা

কলকাতা, ৩১মার্চ (হি স): ২০১৯-২০ অর্থবর্ষের শেষ ত্রৈমাসিকের পুরকর জমা দেওয়ার সময়সীমা বাড়ানো হলো। এই কর জমা দেওয়ার শেষ দিন আজ অর্থাৎ ৩১মার্চ ছিল। লকডাউনের জন্য সময়সীমা বাড়িয়ে ৩০ শে জুন পর্যন্ত করা হয়েছে। একই সঙ্গে যাদের করের পরিমান কমানো হয়েছে, তারাও ৩০ শে জুন পর্যন্ত কর জমা দিতে পারবেন। মঙ্গলবার পুরভবনে এ কথা জানান মেয়র ফিরহাদ হাকিম।

অন্যদিকে, চলতি লকডাউনের সময়ে কলকাতা পুরসভা রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনার অধীনে শহরের দরিদ্র ও নিম্নবিত্ত প্রায় ২ লক্ষ ৬৯ হাজার মানুষকে বিনামূল্যে রেশনে খাদ্যসামগ্রী দেবে। খাদ্য ভবনে আজ খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে বৈঠকের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম আজ সাংবাদিকদের একথা জানান। তিনি বলেন, রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা যোজনা ১ এর সুবিধাপ্রাপকদের তালিকায় এদের নাম নথিভুক্ত হলেও লকডাউনের ফলে এদের কাছে ডাকের মাধ্যমে রেশন কার্ড পৌঁছোয় নি। তারা যাতে রেশন থেকে খাদ্য সামগ্রী পান সেই জন্য এদের প্রত্যেককে অস্থায়ী রেশন কার্ড বা ফুড কুপন দেওয়া হবে। ১০ ই এপ্রিলের মধ্যে প্রত্যেকের বাড়ি বাড়ি এই কার্ড বা ফুড কুপন পৌঁছে দেওয়া হবে। আগামী ১০ই এপ্রিল থেকে তারা রেশন দোকানে খাদ্য সামগ্রী ক্রয় করতে পারবেন বলে মেয়র জানান। তবে লকডাউনের পর ডাকযোগে তাদের নির্ধারিত রেশন কার্ড পৌঁছে গেলে, ওই ফুড কুপনের আর বৈধতা থাকবে না বলেও মেয়র এদিন স্পষ্ট করে দেন।

মঙ্গলবার রাজ্য পুলিশের উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় দেশের সুরক্ষার জন্য বাঁকুড়ায মিষ্টির দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের

বাঁকুড়া ৩১ মার্চ (হি. স.) : দেশের সুরক্ষার স্বার্থে মিষ্টির দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীরা। সোমবার সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় মঙ্গলবার থেকে মিষ্টির দোকান খুলে রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করেন।করোনা ভাইরাস মোকাবিলায় সারা দেশের সাথে এ রাজ্যে ও লক ডাউন জারি করা হয়েছে।কিন্তু এক সপ্তাহ না পেরোতেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় রাজ্যের মিষ্টির দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত ঘোষনা করার পর মিষ্টান্ন ব্যবসায়ীদের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়।মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য টিভি চ্যানেলে প্রচারিত হতেই শোরগোল পড়ে যায়।তড়িঘড়ি মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দের রাজ্য সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির কর্মকর্তারা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করেন নিজ নিজ এলাকার মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী দের সাথে।অধিকাংশ ব্যবসায়ী এই পরিস্থিতিতে দেশের ও নিজেদের পরিবারের সদস্যদের সুরক্ষার কথা চিন্তা করে লক ডাউন মেনে দোকান বন্ধ রাখার পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

র পরেই মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী সমিতির রাজ্য সাধারন সম্পাদক জয়ন্ত বরাট সমিতির সিদ্ধান্ত জানিয়ে বলেন রাজ্য সরকার মিষ্টির দোকান দিনে চার ঘন্টা খোলা রাখার অনুমতি দিলেও দেশের ও সমাজের সুরক্ষার স্বার্থে নিজেদের ক্ষতি স্বীকার করে ও দোকান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন সারা দেশবাসীর সাথে মিষ্টান্ন ব্যবসায়ী রাও করোনা মোকাবিলায় সরকারের পাশে দাড়াঁন, এখন ও পরিস্থিতি বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে বলা যায়, এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী কি হিসাবে মিষ্টির দোকান খোলার সিদ্ধান্ত নিলেন তা বোধগম্য হচ্ছে না।আর যদি দুধ নষ্টের কথা বলা হয় তবে সরকার কেন সেই দুধ ডেয়ারি তে কিনে নিচ্ছেন না? আসলে মেট্রো পলিটন শহরের দোকানের কথা মাথায় রেখেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে তিনি মন্তব্য করেন।তিনি বলেন মফ:স্বল বাংলায় চিত্রটা কিন্তু অন্য রকম।আর মফ:স্বল বাংলায় গোয়ালা বা দুধ, ছানা ব্যবসায়ীরা নিজেরাই তো সংক্রমণের ঝুঁকি নিয়ে বাজারে আসতে চাইছেন না।বাস্তব পরিস্থিতি সবাই কিন্তু লকডাউন মেনে চলার পক্ষে।

পুলিশি বাধা বিজেপি-র ত্রাণ বিলিতে, থানায় সায়ন্তন

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি. স.) : করোনায় বিপন্নদের ত্রাণ দেওয়ার কাজে পুলিশের অনুমতি পেল না বিজেপি। শেষ পর্যন্ত স্থানীয় থানায় গিয়ে গরিব মানুষদের হাতে ত্রাণ তুলে দেন দলের নেতারা।

সোমবারের মতো মঙ্গলবারও বিজেপি-র রাজ্য নেতারা বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রাণ বিলি করার সিদ্ধান্ত নেন। সেই মোতাবেক দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক সায়ন্তন বসু কিছু সতীর্থকে নিয়ে আসেন মহাকরণের অদূরে, ২০ এনএস রোডে। কিন্তু পুলিশ সেখানে সমাবেশের ব্যাপারে আপত্তি জানায়। ফলে হেয়ার স্ট্রিট থানায় গিয়ে তিনি দুর্গতদের কয়েকজনকে তিনি ত্রাণসামগ্রি দেন।

এদিন সকালে বিধায়ক সব্যসাচী দত্ত সল্ট লেক সেক্টর টুর ডিএল ২৩৯-এ ত্রাণ বিলি করেন। বিকেলে যাদবপুর অঞ্চলে রিজেন্ট এস্টেটে হনুমান মন্দিরের পাশে দলের অন্যতম কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহা ত্রাণ দেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে প্রত্যেককে ১০০ টাকা দান এবং আরও ১০ জনকে এই আবেদন করার করার অনুরোধ করেন।

অশোক সেনগুপ্ত

তিনের পাতার পর

জানিয়ে বলেন, “কোথাও চিকিৎসকের সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে না। আবার কোথাও নিম্নমানের সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতিবাদে সরব রাজ্যের চিকিৎসক, নার্সরা। ’ কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার করোনা নিয়ন্ত্রণে সঠিক ভূমিকা পালন করছে না। এই অভিযোগ করে এসডিএফ এর তরফে বলা হয়েছে, “করোনা সমাজের মধ্যে যাতে ছড়িয়ে পড়তে না পারে তার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশ মেনে সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নিচ্ছে না। উপরন্তু যে সব চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী এই সময় চিকিৎসার সাথে যাঁরা যুক্ত, তাঁদের উপযুক্ত সুরক্ষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে না।

জরুরী পরিষেবা

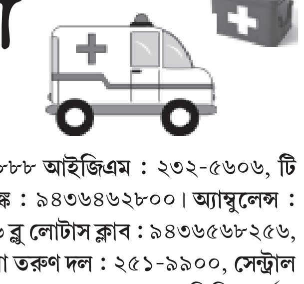

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

বাংলা থেকে দিল্লি যাওয়া একদল সংখ্যালঘুর ব্যাপারে করোনা-সতর্কতা

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি স)। বাংলা থেকে দিল্লি যাওয়া একদল সংখ্যালঘুকে চিহ্নিত করা হয়েছে। তাদের প্রত্যেককে কোয়ারান্টাইনে রাখা হচ্ছে। এতে স্পষ্টতই চিন্তায় পড়েজে নবান্ন-র কর্তারা।

মঙ্গলবার বেলা চারটে নাগাদ পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বরাষ্ট্রসচিবের উক্তির উল্লেখ করে জানানো হয়, ‘তবলিঘি জামাত’-এ অংশ নিতে তাঁরা বাংলা থেকে অতি সম্প্রতি দিল্লি গিয়েছেন। তাঁদের প্রত্যেকের করোনা-র পরীক্ষা করা হবে। তবে, কোন জেলা থেকে কতজন, ক’দিনের জন্য ওই সমাবেশে গিয়েছেন, তা জানানো হয়নি।

মুসলিম ধর্ম বিশ্বাস ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য একটি সামাজিক সংগঠন অর্থাৎ আউটরিচ সোসাইটি-কে বলে ‘তাবলিঘি জামাত’। ধর্মগুরু হজরত মহম্মদের বিশ্বাস ও ভবিষ্যৎবাণী নিষ্ঠার সঙ্গে মানাই তাঁদের মূল বিশ্বাস। বিশ্বে প্রায় ২০০ টি দেশে রয়েছে তাঁদের শাখা। দক্ষিণ এশিয়াতে এ রকম সংগঠন সদস্য রয়েছে প্রায় কুড়ি কোটি। ভারতে রয়েছে এর একটা বিশাল অংশ। রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের এক আধিকারিক জানান, “বিষয়টিতে সর্বস্তরে সতর্কতা নেওয়া হচ্ছে। দিল্লির সঙ্গে নবান্ন এই ব্যাপারে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ রাখছে।“

বেলঘড়িয়া করোনা আক্রান্তের চিকিৎসকদের পাঠানো হল আইসোলেশনে

কলকাতা,৩১ মার্চ (হি. স.):লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা রাজ্যে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল। ২৭।বেলঘড়িয়ার জেনিথ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসারত ২৭ তম করোনা আক্রান্ত। করোনা আক্রান্তের চিকিৎসকদের পাঠানো হল আইসোলেশনে। ২৭ তম করোনা আক্রান্ত বছর ৫৭ র ব্যক্তি বেলঘড়িয়া রথতলার বাসিন্দা। পেশার ফাস্টফুড সেন্টারের মালিক।২৩ মার্চ থেকে অসুস্থ ছিলেন তিনি। এরপরেই বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয় তাকে।ওই ব্যক্তির লালারস পরীক্ষা করা হলে মঙ্গলবার রিপোর্ট আসে। এবং রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বর্তমানে ব্যক্তির অবস্থা সঙ্কটজনক। ফলে ওই ব্যক্তির যারা চিকিৎসা করছিলেন সেসব চিকিৎসককে আইসোলেশন এ থাকার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ওই ব্যক্তির বাড়ির লোককে হাসপাতালে আসতে বারণ করে দেয়া হয়। অন্যদিকে হাসপাতাল সূত্রে খবর ওই ব্যক্তির বিদেশ যাওয়ার কোন খবর নেই।এমনকি কলকাতার বাইরে যাওয়ার কোনও খবর নেই।

দিনহাটায় প্রতিমার অর্ডার বাতিল করছেন পুজো উদ্যোক্তারা, বিপাকে মৃৎশিল্পীরা

দিনহাটা, ৩১ মার্চ (হি.স.) : করোনাভাইরাস সংক্রমণের মোকাবিলায় লকডাউনের জেরে গৃবন্দী কোচবিহারের দিনহাটার বাসিন্দারা। সংক্রমণ এড়াতে বন্ধ রয়েছে পুজো পার্বণ। তাই ক্রেতাশূন্য দিনহাটা শহরের পালপাড়াকে। শীতলা ও বাসন্তীপুজোর আগে এই সময় প্রতিমা তৈরি, রং করা ও পুজো উদ্যোক্তাদের থেকে বায়না নেওয়ায় ব্যস্ত থাকার কথা পালপাড়ার মৃৎশিল্পীদের। কিন্তু করোনার আতঙ্কে প্রতিমার অর্ডার বাতিল করছে পুজো উদ্যোক্তারা।

চৈত্র মাসের শেষ সপ্তাহে শীতলা পুজোর পাশাপাশি শহরের একাধিক জায়গায় বাসন্তী দেবীর পুজো ছিল। কোথাও বাড়িতে, কোথাও আবার পাড়ার কমিটির উদ্যোগে পুজো হওয়ার কথা ছিল। অনেক জায়গায় পুজোর আয়োজনও শুরু করেছিলেন উদ্যোক্তারা। কিন্তু করোনা ভাইরাসের আতঙ্কের জেরে লকডাউনের পাশাপাশি প্রশাসন সবরকম পুজো ও অনুষ্ঠান বাতিল করেছে। এর জেরে শহরের একাধিক পুজো কমিটি ও বাড়ির গৃহস্থরা পুজো না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তার ফলে পালপাড়ার একাধিক মৃৎশিল্পী বিপাকে পড়েছেন। তাদের কথায়, যারা প্রতিমা অর্ডার দিয়েছিল, তারা এখন এসে সেই অর্ডার ক্যানসেল করছে। এর ফলে তৈরি হওয়া শীতলা ও বাসন্তীপ্রতিমা ফেলে রাখা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না। বর্তমানে দিনহাটা শহরের পালপাড়ায় ২০টিরও বেশি কারখানা বন্ধ রয়েছে। প্রত্যেক কারখানার মৃৎশিল্পীর অবস্থা শোচনীয়। কর্মহীন অবস্থায় প্রবল অর্থকষ্টে তাঁরা কিভাবে বাকি দিন কাটাবেন-তা নিয়ে চিন্তিত তাঁরা। মৃৎশিল্পীদের অনেকেই এবিষয়ে প্রশাসনের সহয়োগিতা প্রার্থনা করেছেন।

রক্তদান শিবির

পাচের পাতার পর

সহযোগিতা করেছেন গেইল ইন্ডিয়া লিমিটেডের সিনিয়র ম্যনেজার শ্রী সুব্রত চক্রবর্তী উদ্যোক্তদের পক্ষে সজলকুমার বোস জানান, ’এদিন বড়জোরা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে রক্ত সংগ্রহ হয়।

কড়া নির্দেশ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

পাচের পাতার পর

গিয়েছিলেন দিল্লির মারকাজ নিজামউদ্দিন মসজিদে। এর মধ্যে এক নগাঁও জেলার ২৮ জন রয়েছেন।

এদিকে অসমের স্বাস্থ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা ব্যক্ত করেছেন। তিনি তাঁর ট্যুইটার হ্যান্ডলের মাধ্যমে দিল্লির মারকাজ নিজামউদ্দিন মসজিদে অনুষ্ঠিত ধর্মীয় জমায়েতে অংশগ্রহণকারী অসমের বাসিন্দাদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার ওপর গুরুত্ব দিতে সংশ্লিষ্ট এলাকার নাগরিক ও প্রশাসনের কাছে আহ্বান জানিয়েছেন।

একটি ট্যুইটে মন্ত্রী লিখেছেন, ‘নিজামউদ্দিন দরগাহ এবং এর আশপাশে অবস্থানকারী ২৯৯ জন ব্যক্তির নামের তালিকা অসম সরকারের হাতে এসেছে। এই সব ব্যক্তি অসমে ফিরেছেন কি না সন্ধান করতে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসনকে বলা হয়েছে। এ ধরনের কোনও ব্যক্তির সন্ধান পেলে তাঁকে শনাক্ত করে তাঁর সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁদের কোয়ারেন্টাইনে নেওয়ার ব্যবস্থা করতে কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।’ তাছাড়া যাঁরা ফেরত এসেছেন তাঁদের নিকটবর্তী হাসপাতাল অথবা ১০৪ নম্বরে ফোন করে সহায়তা নিতে অন্য এক ট্যুইটে আবেদন জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

ঊষারাণী মন্ডল

তিনের পাতার পর

চেক তুলে দেন বিধায়ক। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন মিনাখাঁর তৃণমূল নেতা ও বিধায়কের স্বামি মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল।

এ বিষয়ে কথা বললে মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল বলেন, ” সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াতে স্থানীয়ভাবেই খাবার ও কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে দলের পক্ষ থেকে। তাছাড়াও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে আজ এক লক্ষ টাকার একটা চেক তুলে দেওয়া হল ”।

হুঁশিয়ারি এবিভিপি-র

তিনের পাতার পর

বিদ্যার্থী পরিষদ দাবি তুলেছে, ডঃ ইন্দ্রনীল খাঁকে যেভাবে পুলিশ স্টেশনে রাতের বেলায় নিয়ে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসিয়ে হেনস্থা করা হয়েছে, তার জন্য পুলিশ প্রশাসন ও বর্তমান রাজ্য সরকারকে ক্ষমা চাইতে হবে এবং জামিন অযোগ্য মামলাগুলি প্রত্যাহার করতে হবে।এছাড়াও আগামী দিনে কোন ডাক্তারবাবু যদি চিকিৎসা ব্যবস্থার বেহাল দুর্দশার কথা তুলে ধরেন তাহলে তার জন্য তাকে কোনরকম হেনস্থা করা না হয় এবং প্রয়োজনে সেই সমস্ত দিক গুলি বিচার করে যথাসম্ভব রাজ্য সরকারকে প্রয়োজনীয় পরিকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। অন্যথায় আগামী দিনে বিদ্যার্থী পরিষদ সারা রাজ্য জুড়ে ডাক্তারদের স্বার্থ রক্ষার দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনে রাস্তায় নামবে।“

হাওড়ায় করোনায় মৃত মহিলার বাড়ি সিল

হাওড়া, ৩১ মার্চ (হি স): করোনা আক্রান্তের সংখ্যা ক্রমাগত লাফিয়ে বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যেই করোনায় মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। তৃতীয় করোনা মৃত মহিলা হাওড়া শালকিয়ার বাসিন্দা। করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাওড়ায় মহিলার বাড়ি সিল করে দেওয়া হয়েছে। সূত্রের খবর,হাওড়ার শালকিয়ার ওই মহিলার বাড়ি সম্পূর্ণ সিল করে দেওয়া হয়েছে বাড়ির সদস্যদের পাঠানো হয়েছে কোয়ারেন্টাইনে।এমনকি ওই মহিলার চিকিৎসকদেরও পাঠানো হল কোয়ারেন্টাইনে।

জানা গেছে, সম্প্রতি হাওড়া শালকিয়ার বাসিন্দা ওই মহিলা স্বামী, ছেলে, পুত্রবধূ নাতি-সহ মোট ২০ জনের সঙ্গে ডুয়ার্স ভ্রমণে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে বাড়ি ফেরেন দিন সাতেক আগে। এরপর ২৬ মার্চ জ্বর আসে ওই মহিলার। সঙ্গে সর্দি ও প্রবল শ্বাসকষ্ট ছিল। প্রথমে তাঁকে ভরতি করা হয় জয়সওয়াল হাসপাতালে। সেখান থেকে পাঠানো হয় সত্যবালা আইডিতে। উপসর্গে সন্দেহ হওয়ায় সেখান থেকে ওই মহিলাকে বেলেঘাটা আইডি হাসপাতালে স্থানান্তরিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু অভিযোগ উঠেছে বেলেঘাটা আইডিতে না গিয়ে রবিবার মহিলাকে হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। রাতে রিপোর্ট হাতে আসার আগেই মৃত্যু হয় তাঁর।

খাদ্য ভবনের নির্দেশে আড়াই লক্ষ আবেদনকারীকে অস্থায়ী রেশন কার্ড দেবে পুরসভা

কলকাতা, ৩১মার্চ (হি স): লকডাউন গৃহবন্দি হয়েছেন দেশ তথা রাজ্যবাসী। এই অবস্থায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ দিয়েছেন প্রত্যেক রাজ্যবাসী অগ্রিম এক মাসের রেশন একসঙ্গে নিতে পারবেন। কিন্তু তার জন্য দরকার তো অবশ্যই রেশন কার্ডের। এমন অনেকেই রয়েছেন যারা ডিজিটাল রেশন কার্ডের জন্য আবেদন করেছেন কিন্তু সে কার্ড এখনো তাদের বাড়ি এসে পৌঁছয় নি। এবার সেই সমস্ত গ্রাহকদের জন্য নতুন উপায় বের করল কলকাতা পুরসভা। এইরকম আড়াই লক্ষ শহরবাসীকে অস্থায়ী রেশন কার্ড দেওয়ার পরিকল্পনা করেছে তারা। মঙ্গলবার খাদ্য ভবনে খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের সঙ্গে এক বৈঠক শেষে এমনটাই জানান কলকাতা পুরসভার মেয়র ও পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

এদিন মেয়র বলেন, অনেক আবেদনকারীর রেশন কার্ড এখনো পোস্টাল ডিপার্টমেন্টে পড়ে রয়েছে। তার জন্য তারা রেশন তুলতে পারছেন না। আগামী ১০ তারিখের মধ্যে প্রক্রিয়া শেষ করে অস্থায়ী রেশন কার্ড বা কুপন দেওয়া হবে সেসব আবেদনকারীদের। আপাতত আড়াই লক্ষ মানুষ এই কুপন পাবেন।

মেয়র এদিন আরও জানান, খাদ্যমন্ত্রী তাকে এ বিষয়টি নিয়ে প্রস্তাব দিয়ে বলেছেন যে সকল ব্যক্তি আবেদন করা রেশন কার্ড অনুমোদন পেয়ে গেছে কিন্তু এখনো পোস্টাল ডিপার্টমেন্ট আটকে রয়েছে তাদেরকে যেন কলকাতা পুরসভার তরফ থেকে একটি অস্থায়ী রেশন কার্ড বা কুপন দেওয়া হয়। সেই মতই এদিন খাদ্য ভবইনে বৈঠকের পর ঠিক হয় আগামী ১০ তারিখের মধ্যে অনুমোদন পেয়ে গেছে কিন্তু হাতে রেশন কার্ড পৌঁছয়নি এমন আড়াই লক্ষ মানুষকে অস্থায়ী কার্ড বা কুপন দেবে পুরসভা। অন্যদিকে এই ১০ তারিখের মধ্যে যে সকল ব্যক্তির কাছে ডিজিটাল কার্ড রয়েছে তাদের রেশন তুলে নিতে হবে।

হাতিবাগান মার্কেটে কুড়ি মিনিটে বাজার সারতে হবে ৪০জনকে

কলকাতা, ৩১মার্চ (হি স): শহরকে জীবাণুমুক্ত করতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় স্যানিটাইজার ছড়িয়ে শুদ্ধিকরণের কাজ শুরু করেছিল কলকাতা পুরসভা। এবার শহরের দুটি গুরুত্বপূর্ণ বাজারেও কীটনাশক স্প্রে করল পুরকর্তৃপক্ষ। মঙ্গলবার উত্তর কলকাতার শ্যামবাজার ও হাতিবাগান মার্কেটে ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষের উপস্থিতিতে ছড়ানো হয় জীবানুনাশক। একইসঙ্গে নির্দেশ দেওয়া হল একেক বারে মাত্র ৪০জন করে বাজার করতে ঢুকতে পারবেন মার্কেটের ভেতর। করণা সংক্রমণ ঠেকাতে শহর জুড়ে জীবাণুনাশক স্প্রে করছে পুরসভা।

কলকাতা পুরসভার শহরের রাস্তায় এই কীটনাশক ছড়ানোর উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন অমিতাভ বচ্চন। এবার এই দুটি বাজারে জীবাণুনাশক স্প্রে করার পাশাপাশি অতীন বাবু জানান এখন থেকে শহরের সমস্ত বাজারে নিয়মিত জীবাণুনাশক স্প্রে করা হবে।

অন্যদিকে বারবার সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলছে সরকার। কিন্তু বাজারগুলিতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সেই নিয়মবিধি মানা হচ্ছে না। তাই আগামীকাল থেকে হাতিবাগান মার্কেটে একসঙ্গে ৪০ জনের বেশি ঢুকে বাজার করতে পারবেন না। এই ৪০ জনকে কুড়ি মিনিটের মধ্যে তাদের বাজার সেরে বেরিয়ে আসতে হবে তারপর আবার অন্য ৪০জন ঢুকবেন নিজেদের বাজার সারতে। এই পদক্ষেপ অবলম্বন করলে বাজারগুলিতে খানিকটা ভিড় সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করেন অতীন বাবু।

রাজস্থানে বাড়ছে সংক্রমণ, করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ৯৩

জয়পুর, ৩১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে রাজস্থান-সহ দেশের সর্বত্রই লকডাউন লাগু রয়েছে। কিন্তু, দেশে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যাটা ক্রমেই উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছে যাচ্ছে। মরুরাজ্য রাজস্থানে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন আরও ৪ জন। নতুন করে ৪ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনায় আক্রান্তের সংখ্যা ৯৩-তে পৌঁছেছে। মঙ্গলবার রাজস্থান স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, সম্প্রতি দুবাই থেকে দেশে ফিরেছিলেন ঝুনঝুনুর বাসিন্দা বছর ৪৪-এর একজন ব্যক্তি, তাঁর শরীরে মারণ এই ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এছাড়াও আজমের-এ আক্রান্ত ১৭ বছর বয়সী তরুণী, দুঙ্গারপুরে আক্রান্ত ৬৫ বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ এবং জয়পুরে সংক্রমিত ৬০ বছর বয়সী পৌঢ়। রাজস্থানের অতিরিক্ত মুখ্য সচিব (স্বাস্থ্য) রোহিত কুমার সিং জানিয়েছেন, সম্প্রতি ইরান থেকে দেশে ফিরে আসা ১৭ জনের শরীরে করোনাভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। এছাড়াও আরও ৪ জনের শরীরে কোভিড-১৯ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। নতুন করে ২৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর রাজস্থানে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৯৩।

করোনার প্রকোপে ত্রস্ত দেশ, কেরলে কোভিড-১৯-এ দ্বিতীয় মৃত্যু

তিরুবন্তপুরম, ৩১ মার্চ (হি.স.): কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসের প্রকোপে রাশ টানাই যাচ্ছে না। ভারতে দ্রুত বাড়ছে করোনাভাইরাসে সংক্রমণ ও মৃত্যু। করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ভারতে ফের মৃত্যু। একইসঙ্গে দ্বিতীয় মৃত্যু হল দক্ষিণ ভারতের রাজ্য কেরলে।

আক্রান্ত

● প্রথম পাতার পর

এনআইভিতে। এনআইভি-র পরীক্ষায়ও করোনা সংক্রমণের পজিটিভ নিশ্চিত করা হয়েছে।

৩৭,৫৮২

আটের পাতার পর

৩১ মার্চ সকাল পর্যন্ত, জোন্স হোপকিন্স ইউনিভার্সিটির দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গোটা বিশ্বে কোভিড-১৯-এ আক্রান্তের সংখ্যা ৭৮২,৩০০ জন। মৃতের সংখ্যা ৩৭,৫৮২ জন। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা আমেরিকা এবং ইতালিতে। আমেরিকায় মৃত্যু হয়েছে ২,৯৭৮ জনের। ইতালিতে মৃতের সংখ্যা ১১,৫৯১।

পিএম কেয়ার ফান্ডে অর্থ সাহায্য নরেন্দ্র সিং তোমরের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি. স.) : করোনা মোকাবিলায় এগিয়ে এলেন কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণমন্ত্রী নরেন্দ্র সিং তোমর। মারণ এই ব্যাধির বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে পিএম কেয়ার ফান্ড তৈরি করেন প্রধানমন্ত্রী। এবার সেই ফান্ডে নিজের সাংসদ তহবিল থেকে এক কোটি টাকা দান করলেন তোমর। এছাড়াও নিজের সংসদীয় কেন্দ্র মরেনা - শেওপুরের জন্য আরও ৫০ লাখ টাকা দান করেছেন তিনি। নিজের এক মাসের মাইনেও পিএম কেয়ার ফান্ডে দান করেছেন বর্ষীয়ান এই বিজেপি নেতা। প্রয়োজন পড়লে আরও বেশি অর্থ সাহায্য করার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তিনি জানিয়েছেন, করোনা মোকাবিলায় কেন্দ্র ও রাজ্য ঐক্য বদ্ধভাবে কাজ করে চলেছে। লকডাউন আরও বেশি কঠোর ভাবে পালন করা উচিত।

রাজ্যে আরও এক করোনা আক্রান্তের খোঁজ

কলকাতা, ৩১ মার্চ (হি স): করোনা কাঁটায় আতঙ্কিত শহরবাসী। এরই মাঝে লাফিয়ে বাড়ছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা। আতঙ্কের মাঝে ফের আতঙ্ক। রাজ্যে আরও এক করোনা আক্রান্তের খোঁজ। বেলঘড়িয়ার জেনিথ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসারত তিনি।

ক্রমাগত বেড়েই চলেছে করোনা আক্রান্তের সংখ্যা।কলকাতায় করোনা আক্রান্তের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ালো ২৭। ইতিমধ্যেই করোনা মৃত্যু হয়েছে তিনজনের। হাসপাতাল সূত্রে খবর ,করোনা আক্রান্ত ব্যক্তি বেলঘড়িয়ার বাসিন্দা। ২৩ মার্চ থেকে অসুস্থ ছিলেন তিনি। ওই ব্যক্তির লালারস পরীক্ষা করা হলে মঙ্গলবার রিপোর্ট আসে। এবং রিপোর্ট পজিটিভ আসে। বছর ৫৭ ওই ব্যক্তি বর্তমানে বেলঘড়িয়ার জেনিথ সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসারত ।

চাঁদার নোটিশ

● প্রথম পাতার পর

পিস্তল, ৫৬ রাউন্ড ৯ এমএম কার্তুজ এবং একে ৪৭ রাইফেলের ২০ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, তাকে জেরা করে আরও কয়েকজনকে জালে তোলা সম্ভব হবে।

শিক্ষামন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

বলেন, তাঁদের নিযুক্তির ক্ষেত্রে সুপ্রিমকোর্টের মতামত চাওয়া হয়েছে। কারণ, ওই অশিক্ষক পদে নিযুক্তি একমাত্র উপায়। তিনি বলেন, ওই শিক্ষকদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। ফলে, তাঁদের অনিশ্চিয়তার দিকে ঠেলে দেওয়া যায় না। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, সুপ্রিমকোর্টে ই-মেলে পিটিশন দাখিল করা হয়েছে। এখন শুনানির অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোনও রাস্তা খোলা নাই।

আছে সরকার

● প্রথম পাতার পর

বের করতে সকলের সহযোগিতা চেয়েছেন তিনি। সাথে আবারও তিনি সকলকে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে অনুরোধ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সারা রাজ্যে বড় বড় বাজারগুলিকে খোলা জায়গায় স্থানান্তরিত করা হয়েছে। তাই এক পরিবার থেকে একজন একটি নির্দিষ্ট সময়ে বাজারে গিয়ে শাক-সবজি ক্রয় করবেন। পাশাপাশি আপনার দোরগোড়ায় বাজার পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা রয়েছেই, বলেন তিনি।

চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

যান। কোন ক্রমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। অল্পেতে রক্ষা পায় পেট্রোল পাম্পটি। তবে দ্রুত আগুন নিয়ন্ত্রণে আনায় বড় সর কোন ঘটনা ঘটেনি। তবে অটো ও বাইকের ক্ষতি হয়েছে বলে জানান তিনি। তবে ক্ষয় ক্ষতির পরিমাণ জানা যায়নি। তবে অটো ও বাইকের মধ্যে স্পার্ক হয়ে এই অগ্নিকান্ডের ঘটনা বলে জানান দমকল কর্মী। পেট্রোল পাম্পে তেল ভরতে আসা এক চালক জানান তেল দেওয়ার সময় আচমকা আগুন লেগে যায়।

বাসন্তী পুজা

● প্রথম পাতার পর

থেকে শুরু হয় বাসন্তী পূজা। করোনা আবহে পুজো নিয়ে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। মহামারি পরিস্থিতিতে কঠিন লড়াইয়ের মুখে সকলে। মানুষের সুরক্ষার্থে পুজোয় জমায়েত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তাই নিয়মরক্ষার্থে পুজো করা হচ্ছে রাজধানীর দুর্গা বাড়িতে। এদিন সপ্তমী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। মন্দিরে কাউকে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি। নির্ধারিত কিছু মানুষ এই পুজোয় সামিল হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেই ক্ষেত্রে মানা হচ্ছে সামজিক দূরত্ব। সমস্ত কিছু কেটে গিয়ে সুস্থ স্বাভাবিক হয়ে উঠুক বিশ্ব তার কামনা করেন দুর্গা বাড়ির পুরোহিত।

মন্ত্রিসভার

● প্রথম পাতার পর

আজ রাজ্য মন্ত্রিসভার বৈঠকে বিধায়ক উন্নয়ন তহবিল থেকে টাকা খরচ করার পদ্ধতির বিষয়ে কিছুটা সংশোধন আনা হয়েছে। বিধানসভার সদস্যগণ বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে ২০২০-২১ অর্থবছরের জন্য করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবিলায় প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি কেনার জন্য সর্বোচ্চ এককালীন ১০ লক্ষ টাকা খরচ করতে পারবেন। নতুবা প্রধানমন্ত্রী জাতীয় ত্রাণ তহবিল, পি এম কেয়ার এবং মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে ১০ লক্ষ টাকা দান করতে পারবেন বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী।

অগ্নিকান্ড

● প্রথম পাতার পর

চালানোর জন্য বের হয়। বন কর্মীরা মুঙ্গিয়াকামীর জুম বাড়ি থেকে চাকমাঘাট আসার পথে জঙ্গলে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পায়। এই অবস্থায় বন কর্মীরা প্রথমে আগুন নেভানোর চেষ্টা করে। পরে অবস্থা বেগতিক বুঝে বন কর্মীরা তেলিয়ামুড়া স্থিত দমকল কর্মীদের খবর দেন। খবর পেয়ে দমকল কর্মীরা ঘটনা স্থলে গিয়ে আগুন আয়ত্বে আনে। অল্পেতে রক্ষা পায় জংলের পাশে থাকা বাড়ি ঘড় গুলি। বন কর্মীরা জানান শুখার মরশুম শুরু হয়েছে। এই অবস্থায় জংলের বহু গাছ , গুল্ম সুকিয়ে গেছে। যে কারণে কে বা কারা এই শুকনো বনে আগুল লাগিয়ে দিয়েছে বলে তাদের অনুমান।

ভয়াবহ অগ্নিকান্ড থেকে রক্ষা হলো ধর্মনগর মহকুমা চন্দ্রপুর এলাকার সূত্র পাড়া। ঘটনার বিবরণে জানাযায় প্রথমে অগ্নিনির্বাপক দপ্তরে আসে কল ধর্মনগর মহকুমার বউরাকান্দি এলাকা থেকে। সেখানে ছুটে যান ধর্মনগর দমকল বাহিনীর কর্মীরা সেখানে গিয়ে দেখতে পান বুড়াকান্দি এলাকার এক পরিত্যক্ত বাড়িতে আগুন লেগেছে, এবং বাড়ির আশেপাশে থাকা জঙ্গলে আগুন সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার পথেই আসে আরেকটা কল। জানাজা ধর্মনগর মহাকুমার চন্দ্রপুর সূত্রধর পাড়াতে অঙ্গনারী স্কুলে আগুন লেগেছে।তৎক্ষণাৎ দমকলবাহিনী ছুটে আসেন সূত্রধর পাড়ায়এসে দেখতে পান অঙ্গনারী স্কুলের আশেপাশে জঙ্গলে আগুন লেগেছে।যথারীতি দমকল বাহিনীর কর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। দমকল বাহিনী ঠিক সময় আসাতে বেঁচে গেল প্রায় শ”খানেক পরিবার। দেখা যাচ্ছে ইদানিং উত্তর জেলার বিভিন্ন এলাকায় কে বা কারা জঙ্গলে আগুন লাগাচ্ছে।আর সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে করতে যাচ্ছে দমকল বাহিনী বারবার।

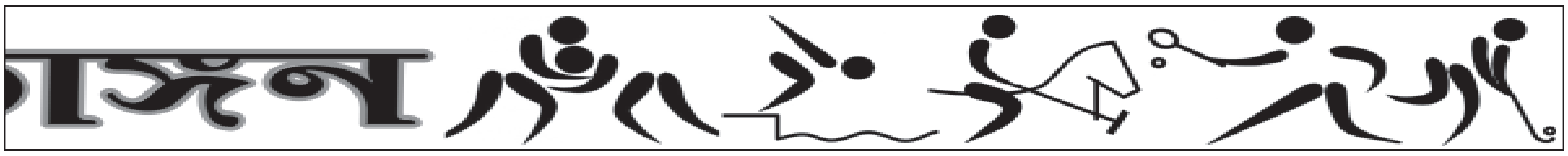

মেসি বেতন কাটার পক্ষেই ছিলেন: বার্সেলোনা প্রেসিডেন্ট

করোনাভাইরাসের ছোবলে কোণঠাসা হয়ে পড়েছে বিশ্ব ক্রীড়াঙ্গন। জরুরি পরিস্থিতিতে ক্লাবের পাশে দাঁড়াতে লিওনেল মেসি কম বেতন নেওয়ার পক্ষে আগে থেকেই ছিলেন বলে জানিয়েছেন বার্সেলোনা সভাপতি জোসেপ মারিয়া বার্তোমেউ। খেলোয়াড়দের সম্ভাব্য বেতন কাটার সিদ্ধান্ত, তাতে খেলোয়াড়দের দ্বিমতের গুঞ্জন এবং সবকিছুর প্রেক্ষিতে আর্জেন্টাইন তারকার কড়া মন্তব্যের পর এমনটা জানালেন বার্তোমেউ।

সব ধরনের খেলাধুলা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় আর্থিক সঙ্কটে পড়তে যাচ্ছে বিশ্বের প্রায় সব ক্লাব। সে ধাক্কা কিছুটা কাটিয়ে উঠতে বার্সেলোনা খেলোয়াড়দের বেতন ৭০ শতাংশ কাটার সিদ্ধান্ত নিতে যাচ্ছে বলে কদিন আগে গণমাধ্যমে খবর আসে। খেলোয়াড়রা সেই সিদ্ধান্তে একমত নয় বলেও খবর আসে।

শুরু হয় তীব্র সমালোচনা। পরে গত সোমবার অধিনায়ক মেসি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানান, সঙ্কটকালীন সময়ে ক্লাবের অন্য কর্মচারীরা যেন শতভাগ বেতন পান, এর জন্য সব ধরনের সহযোগিতা করতে তারা প্রস্তুত। এরপরই জরুরি অবস্থা থাকাকালীন সময়ে খেলোয়াড়দের বেতনের ৭০ শতাংশ কেটে নেওয়া হবে বলে জানায় বার্সেলোনা।

সাহায্যের ঘোষণা দেওয়ার পাশাপাশি সোমবারের বার্তায় মেসি তাদের নিয়ে ভিত্তিহীন বাজে মন্তব্য করা ওইসব মানুষের কড়া সমালোচনাও করেন। মঙ্গলবার কাতালান দৈনিক স্পোর্তকে বার্তোমেউও সেটাই জানান। বলেন, মেসি কখনই বার্সেলোনার বেতন কাটার সিদ্ধান্তে বিরোধিতা করেনি।

“প্রথম দিন থেকেই মেসি আমাকে বলে আসছিল, এই বেতন কমাতেই হবে।”

“এই প্রস্তাব এসেছিল অধিনায়কের কাছ থেকে। এটা এমন কিছু যা ক্লাবের প্রতি তাদের দায়বদ্ধতা ফুটিয়ে তোলে।”

সবকিছু না জেনে ক্লাবের ভেতরের ও বাইরের মানুষ যা বলেছে, তাতে খেলোয়াড়রা হতাশ হয়েছেন বলেও মনে করেন বার্তোমেউ।

অনুদানের পরিমাণ না জানানোয় কোহলি-আনুশকার বন্দনা

করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে কি পরিমাণ অর্থ অনুদান দিয়েছেন বিরাট কোহলি ও আনুশকা শর্মা? অঙ্কটা প্রকাশ না করে হৃদয় জিতে নিয়েছেন তারা। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভাসছেন ভক্তদের প্রশংসায়।

মহামারী করোনাভাইরাস নিয়ে সচেতনতামূলক বার্তা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেন ভারত অধিনায়ক কোহলি ও তার স্ত্রী আনুশকা। পরে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের তহবিলে অনুদান দেওয়ার কথা টুইটারে জানান কোহলি।

“আনুশকা ও আমি কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য (মহারাষ্ট্র) সরকারের তহবিলে আমাদের সমর্থনের অঙ্গীকার করেছি। অনেকের ভোগান্তি দেখে আমাদের হৃদয় ভেঙ্গে যাচ্ছে। আশা করি, আমাদের অবদান কোনোভাবে হলেও আমাদের নাগরিকদের সাহায্য করবে কষ্ট নিবারণে।”

পোস্টটি শেয়ার করার পাশাপাশি অনেকে কমেন্টে করেছেন কোহলির বন্দনা।

আদিত্য শর্মা নামের একজন লিখেছেন, “অনুদানের পরিমাণ প্রকাশ না করে অনেক ভালো কাজ করেছ। এটাই পন্থা। শ্রদ্ধা।”

ব্রাউন কফি নামের একজন লিখেছেন, “প্রকৃত অনুদানের পরিমাণ উল্লেখ না করার অঙ্গীকারই হওয়া উচিত পন্থা, সকল তারকাদের এটা অনুসরণ করা প্রয়োজন। অনুদান দিয়ে যাও ও অন্যদের অনুপ্রাণিত কর। অনুদানের পরিমাণ জানিয়ে অন্যকে কোণঠাসা করাদের মানুষ হিসেবে গণ্য করা উচিত নয়। ধন্যবাদ তোমাদের দুই জনকেই।”

তবে এরই মধ্যে ভারতীয় গণমাধ্যমগুলো প্রকাশ করেছে, তিন কোটি রুপি অনুদান দিয়েছেন কোহলি ও আনুশকা।

করোনাভাইরাসের সংক্রমণ ঠেকাতে ২১ দিনের লকডাউনে রয়েছে পুরো ভারত। এই সময় কষ্টে জীবন পার করতে হচ্ছে খেটে খাওয়া মানুষদের। তাদের জন্য আর্থিক সাহায্য দিয়ে এগিয়ে এসেছেন শচিন টেন্ডুলকার, সৌরভ গাঙ্গুলি, মহেন্দ্র সিং ধোনি, রোহিত শর্মাসহ সাবেক-বর্তমান আরও অনেক ক্রিকেটার।

ভারতে এখন পর্যন্ত নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১২৫১ জন ও মৃতের সংখ্যা ৩২ জন।

No.636/F.14 (3)/TP(G)//STORE/2020. Dated 23 /2021

TENDER NOTICE

THE UNDERSIGNED ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA INVITES FRESH SEALED COVERED TENDER'S FROM THE BONAFIDE REGISTERED FIRMS / SUPPLIERS FOR SUPPLY OF ALL KINDS OF STORE GOODS / FORMS & STATIONERY GOODS OF GENERAL STORE /SPARE PARTS OF ALL CATEGORY WISE VEHICLES AND JOB WORK FOR ENGINE BLOCK BORRING / TYRE RE — TREADING / BATTERY RE — CONDITION AND OTHER MISC ITEM ETC. FOR USE OF ALL VEHICLES. GOMATI DISTRICT, DURING THE YEAR 2020-21. THE DATE OF RECEIPTS OF TENDERS IS ON ANY WORKING DAY IN BETWEEN 1030 AM TO 1630 PM \N .E.F. 2. /O / 2020. LIS] OF STORE GOODS / FORMS & STATIONERY GOODS /SPARE PARTS ALONGWITH THE TERMS AND CONDITIONS MAY BE COLLFLI ED ON ANY WORKING DAY FROM THE GENERAL STORE/M.T. SECTION OF DHAJANAGAR POLICE LINES. UDAIPUR , GOMATI TRIPURA BETWEEN 1030 A. M. TO 1630 P. 'M. THE CLOSING TIME / RECEIPT OF TENDER UP TO 1630 FIRS. DATED 12:2/ Oil /2020. THE TENDER WILL BE OPENED ON NEXT DAY I.E. ON 22.04.2020.

2. DETAILED TENDER NOTICE MAY ALSO BE SEEN AT FOLLOWING WEB SITE

www. tripura police.nic.in.
www.tripura.nic.in.
ICA/C-3011/2019-20

(Lucky uhan I.P.S)
Superintendent Of Police
Gomati District Tripura

‘বিশ্বকাপ জয়ের চেয়েও বড় করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াই’

বিশ্বকাপ জয়ের চেয়ে বড় কিছু একজন ক্রীড়াবিদদের জীবনে আসে কমই। তবে লড়াই যখন জীবনের, ছাড়িয়ে যায় তা মাঠের সীমানা। যোগিন্দর শর্মা যা উপলব্ধি করছেন ভালোভাবেই। এক সময় অবদান রেখেছেন দেশের বিশ্বকাপ জয়ে। এখন তিনি লড়াই করছেন করোনাভাইরাসের ছোবল থেকে দেশের মানুষকে রক্ষা করতে।

সাবেক ভারতীয় ক্রিকেটারের কাছে নিজের এই অবদান বিশ্বকাপ জয়ের চেয়ে বড়।

২০০৭ সালে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের ফাইনালে ভারতের শেষ সময়ের নায়ক ছিলেন যোগিন্দর। পাকিস্তানের বিপক্ষে রোমাঞ্চকর জয়ের ম্যাচে শেষ ওভারে তার হাতে বল তুলে দিয়েছিলেন অধিনায়ক মহেন্দ্র সিং ধোনি। মিসবাহ-উল হককে আউট করে যোগিন্দর দলকে এনে দিয়েছিলেন শিরোপা।

তার বর্তমান পেশার সঙ্গে যোগসূত্র আছে সেই সাফল্যের। দলকে বিশ্বকাপ জেতানোর স্বীকৃতি হিসেবে হরিয়ানা রাজ্য সরকার তাকে চাকরি দেয় পুলিশে। ক্রিকেট ক্যারিয়ারে পরে আর খুব সুবিধা করতে পারেননি এই অলরাউন্ডার। অবসর নিয়ে হয়ে যান পুরোদস্তুর পুলিশ।

কভিড-১৯ রোগের সংক্রমণ ঠেকাতে বর্তমানে ২১ দিনের লকডাউনে আছে ভারত। এই সময় মানুষকে বাইরে ভিড় করা থেকে বিরত রাখাসহ নানা দায়িত্ব পালন করছেন যোগিন্দর। দুই ভূমিকায় তার দায়িত্বের ধরন যদিও পুরোই আলাদা, তুলনা করে তবু এখনকার দায়িত্বকেই এগিয়ে রাখছেন ৩৬ বছর বয়সী যোগিন্দর।

“অবশ্যই এই অবদান অনেক বেশি বড়, কারণ মানুষ তাদের জীবন হারাচ্ছে। ভারতের হয়ে বিশ্বকাপ জেতাও বড় ব্যাপার, কিন্তু এখানে দেশ বাঁচাতে হবে। যদি আমি এখানে ছোট ভূমিকাও পালন করি, সেটিও অনেক বড়।”

খেলোয়াড়ি জীবনের সঙ্গে একটি জায়গায় অবশ্য এখন মিল পাচ্ছেন যোগিন্দর। একসঙ্গে লড়াই করা!

“খেলাটি ধরনই এমন যে, এটি দলীয় খেলা ও কাজ সমন্ন করতে খেলোয়াড়রা সবাই একত্রে চেষ্টা করে। তাই এখন আমাদের একে অন্যকে সাহায্য করতে হবে। সবচেয়ে বড় সাহায্য হচ্ছে ঘরে থাকা। করোনাভাইরাসের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে এটিই একমাত্র উপায়। ক্ষুধার্তকে খাওয়ানো, গরিবদের সাহায্য করা। সামাজিক জমায়েতকে না বলা, শুধুমাত্র প্রয়োজনে বাইরে যাওয়া কিন্তু সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা।”

পুরো দেশ লকডাউন করে দিলেও করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে ভারতে। এখন পর্যন্ত ১২৫১ জনের মধ্যে সংক্রমণ পাওয়া গেছে, মৃত্যু হয়েছে ৩২ জনের।

Executive Engineer. W.R Division No-ii Agartala Tripura invites Item Rate e-tender (F/TRI/8) .,igainst press NI No: - 09 / EE/WRD-11/2019-2020 D'dted 24-03-2020.
For -Urgent maintenance of Battali Sluice gate over Kachigang cherra under Water Resource Sub-Division. Melaghar. Sepahijala district during the year 2019-20 (DNJT No: 57/ EE/WRD-11/2019-20
Estimated Cost: 222, 77,660.00, Earnest Money: 222,777.00.
Time for Completion - 2 (Two) months
Last Date of bidding for bids - 08-04-2020 up to 15.00Hrs.
For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
ICA/C-3007-2019-20
Executive Engineer, Water Resource Division No-11,
P.N.Complex, Gurkhabasti, Agartala. Tripura (W). "
For and on behalf of the "Governor of Tripura"

MEMORANDUM
PRADHAN MANTRI GRAM SADAK YOJANA
Last date & time for download & submission of Bid document which was circulated vide MEMO No. F. 7(11 A)/TR/ PMGSY/ 11592-639 dated 6th March, 2020 is extended upto 1500 Hrs on 17th Apri1,2020.
Date of release of Invitation for Bids through e-procurement: 06/03/2020 (dd/mm/yyyy) Extended Date & Time for receipt of bids through e-procurement: 17/04/2020 upto 1500 HRS.
For further details please log on to www.pmgsytenderstrp.gov.in
ICA/C-3003/2019-20
Empowered Officer, Tripura RRDA
7th Block,2"d Floor, Secretariat Building, Agartala

‘নিয়ম মেনেই’ বন্ধুদের সঙ্গে কোয়ারেন্টিনে নেইমার

করোনাভাইরাসের বিস্তারের মধ্যে ব্রাজিলে ফিরে বন্ধুদের নিয়ে ফূর্তি করায় ব্যাপক সমালোচনার মুখে থাকা নেইমার দিয়েছেন জবাব। উড়িয়ে দিয়েছেন তার বিরুদ্ধে ওঠা সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার নিয়ম ভাঙার অভিযোগ।প্যারিস থেকে ফিরে নিজেকে বাসায় বন্দী করে রাখেননি নেইমার। ইনস্টাগ্রামের পোস্ট করা কিছু ছবিতে দেখা যায়, বন্ধুদের সঙ্গে রৌদ্র-স্নান করছেন ও ভলিবল খেলছেন তারকা এই ফরোয়ার্ড। এরপর থেকে শুরু হয় সমালোচনা, করোনাভাইরাসের বিস্তার এড়াতে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখার যে নিয়ম তা তিনি মানছেন না। তবে নেইমারের দাবি, নিয়ম মেনেই সবকিছু করছেন তিনি।

এক বিবৃতিতে ২৮ বছর বয়সী এই তারকা জানিয়েছেন, ছবির মানুষগুলো প্যারিস থেকে ব্যক্তিগত বিমানে তার সঙ্গে ব্রাজিলে এসেছেন এবং তার সঙ্গেই কোয়ারেন্টিনে ছিলেন।নেইমারের মুখপাত্র এক বিবৃতিতে ব্রাজিলের গ্লোবো মিডিয়া গ্রুপকে বিস্তারিত তুলে ধরেন, “নেইমার তাদের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন পরিবারের সঙ্গে যোগ দেওয়ার আগে তার সঙ্গে ১৪ দিন কোয়ারেন্টিনে থাকতে।”

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 25/NIT/EE/PWD/AMP/2019-20.
Dated: 24-02-2020.
Memo No:- F.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/10750-822 dated, 24-02-2020.
Cost of Tender form: Rs. 2,500 /- (Rupees Two thousand Five Hundred) only
Last date and time for document downloading and bidding: 18-04-2020, upto 15.00 hrs.
Time and date for opening of bid: - 18-04-2020, at 15:30 hrs. if possible.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for completion	Class of Bidder
1	DNIT No: 13 /NIT/SE-III/B/2019-20.	₹.1, 37, 86,797.00	₹. 1, 37,868.00	24 (twenty four) months	Appropriate Class

Tender can also be seen in the website hffm://tripuratenders.gov.in
Due to unavoidable circumstances the last date of Document downloading , Bidding and date of Bid opening has been extended upto 15.00 Hrs. on 18-04-2020 in place of 24-03-2020 of this office press notice inviting e-tender No:- 25/NIT/EUPWD/AMP/2019-20. Dated: 24-02-2020, circulated vide Memo NoF.TC-I (P-I)/EE/PWD/AMP/ 10750-822, dated, 24-02-2020, published in the e-procurement System of Government of Tripura. <https://tripuratenders,gov.in/nic_gep/app.>
All other terms & conditions will remain unchanged.

ICA/C-2995-2019-20

Executive Engineer
Amarpur Division, PWD(R&B)
Amarplir Gomati Tripura

ভূস্বর্গে বাড়ছে উদ্বেগ! কাশ্মীরে করোনায় আক্রান্ত আরও ৬ জন

শ্রীনগর, ৩১ মার্চ (হি.স.): ভূস্বর্গে বেড়েই চলেছে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় কাশ্মীরে নতুন করে ৬ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্ত ৬ জনের মধ্যে ১০ বছর বয়সী বালকও রয়েছে। সবমিলিয়ে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল কাশ্মীরে করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৫।

জম্মু-কাশ্মীর সরকারের মুখপাত্র রোহিত কানসাল টুইট করে জানিয়েছেন, কাশ্মীরে নতুন করে ৬ জনের শরীরে মারণ ভাইরাসের সন্ধান মিলেছে। আক্রান্তদের সংস্পর্শে এসেই ৬ জন সংক্রমিত হয়েছেন। প্রসঙ্গত, জম্মু-কাশ্মীরে করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ৫৫ জন। এই মুহূর্তে ৫১ জনের চিকিৎসা চলছে। দু''জনের মৃত্যু হয়েছে এবং দু''জন সুস্থ হয়ে উঠেছেন।

একশো দিনের কাজে মজুরি বাড়াল কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি. স.): একশো দিনের কাজের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকদের মজুরি ২০ টাকা বাড়াল কেন্দ্র। ১ এপ্রিল থেকে এই নির্দেশিকা কার্যকর হবে। মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন উন্নয়ন মন্ত্রকের তরফ থেকে বিবৃতি জারি করে জানানো হয়েছে যে বিশ্বজুড়ে করোনাভাইরাস মহামারীর আকার ধারণ করেছে।সেই কারণেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।একশো দিনের কাজের উপর বেশি নির্ভরশীল তপশিলি জাতি ও উপজাতি, প্রান্তিক শ্রেণী কৃষক ও মহিলারা। পাশাপাশি লকডাউন পরিস্থিতিতে সোশ্যাল ডিস্টেন্স যেন মেনে চলা হয় সেই নির্দেশও জেলা প্রশাসনগুলিকে দেওয়া হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ৪৪৩১ কোটি টাকা একশো দিনের কাজের জন্য রাজ্য ও কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে।

ইন্দোরে করোনায় আক্রান্ত বেড়ে ৪৪

ইন্দোর, ৩১ মার্চ (হি. স.) : মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে করোনায় নতুন করে আক্রান্ত ১৭। সব মিলিয়ে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪। মঙ্গলবার ইন্দোরের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: প্রবীণ জাদিয়া জানিয়েছেন, নতুন করে ১৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ফলে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৪৪। দুইদিন আগে এই ১৭ জনের লালারস বা সোয়াব নমুনা পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকে রিপোর্ট আসার পরে বিষয়টি সামনে এসেছে। অন্যদিকে রাজ্য প্রশাসনের তরফ থেকে জানানো হয়েছে মধ্যপ্রদেশের সীমান্ত সিল করে দেওয়া হয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রবেশের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

বিশ্বজুড়ে বেড়েই চলেছে সংক্রমণ, মৃত্যু বেড়ে ৩৭,৫৮২

জেনেভা, ৩১ মার্চ (হি.স.): মৃত্যু ও সংক্রমণ কোনওমতেই থামছে না। করোনায় বিশ্ব জুড়ে প্রতিদিনই লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে সংক্রমণ। আর তার ফলে মৃত্যুর সংখ্যাও পাল্লা দিয়ে বাড়ছে দুনিয়া জুড়ে। গোটা বিশ্বজুড়ে মৃতের সংখ্যা ইতিমধ্যেই সাড়ে ৩৭ হাজারের গণ্ডি পেরিয়ে গিয়েছে। সংক্রমিত কমপক্ষে ৭৮২,৩০০ জন। করোনার প্রকোপে এই মুহূর্তে পরিস্থিতি সবচেয়ে উদ্বেগজনক আমেরিকা, ইতালিতে।

ছয়ের পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার সিপিএম সদর কার্যালয়ে প্রয়াত নেতা বিমল সিনহার প্রয়ান দিবস পালিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। করোনা ভাইরাস সংক্রমণ মোকাবেলায় ঊনকোটি জেলা ভিত্তিক এক উচ্চ পর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় মঙ্গলবার কৈলাশহর পৌর পরিষদের কনফারেন্স হলে। উচ্চ পর্যায়ের এই প্রশাসনিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন ঊনকোটি জেলাশাসক রবিন্দ্র রিয়াং, কৈলাশহর মহকুমাশাসক শান্তি রঞ্জন চাকমা, কৈলাশহর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক চন্দন সাহা, কৈলাশহর পৌর পরিষদের ভাইস চেয়ারপারসন নিতীশ দে, গৌরনগর ও চন্ডিপুর ব্লকের বিডিও, কৈলাশহর মহকুমার তিন থানার ওসি সহ সংশ্লিষ্ট দফতরের আধিকারিকরা। পর্যালোচনা বৈঠক শেষে ঊনকোটি জেলা শাসক রবীন্দ্র রিয়াং সংবাদমাধ্যমকে জানান এই জরুরি বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের ঘোষণা করা লকডাউন সময়কালে কিভাবে নিয়ম মতো পালন করা যায় সে ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে। পাশাপাশি জনসাধারণকে নিয়ন্ত্রণ করা নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী মজুত ও বন্টন ভারসাম্য রক্ষা করা, সরকারি ঘোষণায় ন্যায্য মূল্যের দোকানে বরাদ্দকৃত সামগ্রির সুষ্ঠু বন্টন নিশ্চিত করার পাশাপাশি কৈলাশহর ঊনকোটি জেলার আইন-শৃংখলা নিয়ন্ত্রণ এর উপর আলোচনা হয়েছে। সবথেকে জরুরী বিষয় হল কৈলাশহর মহকুমার অধিকাংশ এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমানা বেষ্টিত। তাই বিগত বেশ কয়েকদিন ধরে অনুপ্রবেশ সংক্রান্ত খবর আসছে। সে ব্যাপারে অধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়। সীমান্ত এলাকায় স্থানীয়দের বিশেষভাবে সচেতন করার পাশাপাশি সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও তিনটি থানা এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক এই ব্যাপারে কঠোর নজরদারি চালানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সর্বোপরি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশগুলি সবাই যাতে মেনে চলার পাশাপাশি বিভিন্ন ধরনের গুজব যেন না ছড়ায় সে ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানান তিনি।

পানিসাগরে মুদির দোকানে উদ্ধার বিলেতী মদ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। একদিকে সমগ্র ভারতবর্ষ করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে আতঙ্কিত। প্রধানমন্ত্রী এই অবস্থায় বাধ্য হয়ে ভারতবর্ষকে লকডাউন এর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সেই মোতাবেক ত্রিপুরা রাজ্য সরকার লকডাউন এর সিদ্ধান্তকে সম্মতি জানিয়েছেন। বন্ধ করে দেওয়া হয় ত্রিপুরার সীমান্ত। কিছু দোকান খোলা রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে মানুষ সমস্যার মধ্যে না পড়ে। পুলিশ প্রশাসনকে শক্ত হাতে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। যদি কোন অবৈধ কার্যকলাপে লিপ্ত থাকে তাহলে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার পানিসাগর থানার এসডিপিও অভিজিৎ দাস ও পানিসাগর থানার ওসি সৌগত চাকমাকে নিয়ে পানিসাগর মহকুমার কিছু দোকানে জান। খবর আসে এক মুদির দোকানে অবৈধভাবে বিক্রি হচ্ছে বিলেতি মদ। সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে যান তারা। অভিযান চালিয়ে হাতেনাতে ধরে ফেলেন সজল নাথ নামে এক মুদির দোকানিকে। দোকান থেকে বের করা হয় প্রচুর পরিমাণ বিলেতি মদ। এইধরনের অসাধু ব্যবসায়ীদের কারনে যুব সমাজ নষ্টের দিকে এগোচ্ছে। এসডিপিও অভিজিৎ দাস বলেন কার্ফু চলাকালীন এই ধরনের ব্যবসায় যারা জড়িত আছে তাদেরকে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

ত্রিপুরা বাস জীপ চালক সংঘের উদ্যোগে খাবার বিতরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। কড়োনার জন্য লক ডাউন চলছে দেশ জুড়ে। সেই অবস্থায় যান শ্রমিকদের জন্য খাদ্য সামগ্রী তুলে দিল অল ত্রিপুরা বাস জীপ চালক সংঘ। মঙ্গলবার চন্দ্রপুর আই এশ বি টি- তে যান শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় খাদ্য সামগ্রী। সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে এদিন যান শ্রমিকদের হাতে তুলে দেওয়া হয় চাল, ডাল প্রদান করা হয়। ৫০ জন যান শ্রমিককে এই দিন খাদ্য সামগ্রী তুলে দেয় অল ত্রিপুরা বাস জীপ চালক সংঘ। অনুরূপ ভাবে জিরানীয়া ও রানীরবাজারে এই ভাবে যান চালকদের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এই ধরনের উদ্যোগ আগামী দিনেও জারি থাকবে বলে জানান ভারতীয় মজদুর সংঘের সাধারণ সম্পাদক অসীম দত্ত।

প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিনহার প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। মঙ্গলবার সিপিএম রাজ্য দপ্তরে নিহত প্রাক্তন মন্ত্রী বিমল সিনহার ২৩ তম শহীদান দিবস শ্রদ্ধার সঙ্গে পালন করা হয়। এদিন সকালে রাজ্য দপ্তরে প্রয়াত বিমল সিনহার প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা জানান বামফ্রন্টের আহ্বায়ক বিজন ধর। ১৯৯৮ সালে কমলপুরের সন্ত্রাসবাদীদের হাতে নিহত হন বিমল সিংহ ও তার ভাই। রাজনৈতিক ভাবে সন্ত্রাসের বলি হন বিমল সিংহ। জাতি উপজাতির মধ্যে ধর্মীয় বিভাজন রাজনৈতিক ভাইরাস বলে জানান তিনি।

পঞ্জাবে মৃত বেড়ে ৪ মোহালিতে মৃত্যু করোনা-সংক্রমিত বৃদ্ধের

চন্ডীগড়, ৩১ মার্চ (হি.স.): পঞ্জাবের মোহালিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে প্রাণ হারালেন বছর ৬৫-র একজন বৃদ্ধ। মোহালি জেলার নয়াগাঁও-এর বাসিন্দা করোনা-আক্রান্ত ওই বৃদ্ধ চন্ডীগড়ের পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (পিজিআইএমআর)-এ চিকিৎসাধীন ছিলেন, মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ তাঁর মৃত্যু হয়েছে। ৬৫ বছর বয়সী এই বৃদ্ধের মৃত্যুর পর পঞ্জাবে করোনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪।

মোহালির সিভিল সার্জন মঞ্জিৎ সিং জানিয়েছেন, মঙ্গলবার দুপুর একটা নাগাদ মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত রোগীর। বুকে ব্যথা এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যার কারণে ৬ দিন আগেই হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন ওই বৃদ্ধ। সোমবার রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর জানা যায়, তিনি কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত।

অন্যদিকে, হরিয়ানার পাঁচকুলার সেক্টর-৬-এ করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন একজন নার্স। ওই নার্সকে আইসোলেশন ওয়ার্ডে রাখা হয়েছে। হরিয়ানায় করোনাভাইরাসে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২২।

রাজন্য আমলের সিন্দুক উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। রাজন্য আমলের সিন্দুক উদ্ধার। ত্রিপুরা রাজ্যের প্রবেশদ্বারে ৪০০ বছরের পুরোনো সিন্দুক। যে সিন্দুকে প্রজারা সেই সময়ে খাজনা প্রদান করতেন। উত্তর জেলার কুর্তি অঞ্চল হচ্ছে প্রাচীনতম জনবসতি অঞ্চল। কুর্তি হাওরের নাম অনেক পুরানো। একসময়ে নৌপথে বাংলাদেশের সাথে সরাসরি বাণিজ্য হত, সেটা বর্তমানে ইতিহাস। সেই রাজন্য আমল থেকে কুর্তি তে রয়েছে তহশিল কাছারি। মানিক্য রাজা কিংবা মানিক্য উপাধি লাভ এর আগের এই সিন্দুক ত্রিপুরার ঐতিহ্য বহন করে। কুর্তি গ্রাম পঞ্চায়েতের পাশেই এটি মাটির নিচে ছিল। করোণা ভাইরাসের সচেতনতা শিবিরে উপস্থিত হন কদমতলা হাসপাতালে ইনচার্জ অরুণাভ চক্রবর্তী। পঞ্চায়েতের স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠক শেষে আলোচনা ক্রমে উঠে আসে কুড়িগ্রামের ইতিহাস। তখনই সেই সিন্দুক এর কথা উঠে। যেহেতু কুর্তি ত্রিপুরার শেষ প্রান্ত সেখানে রয়েছে টিএসআর ক্যাম্প। টিএসআর জওয়ানরা এই কথা শোনার পর সিন্দুকের খোঁজ শুরু করে। যেহেতু সিন্দুকের অর্ধেক মাটির নিচে ছিল তাই খুজতে অসুবিধা হয়নি। এইটি মাটি থেকে তুলে বর্তমানে ক্যাম্পের পাশে রাখা হয়েছে। রাজন্য আমলের স্মৃতি। সেটাকে সংরক্ষণ করে রাখা হবে। পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য আব্দুল খালেক এই সিন্ধুকের বিস্তারিত ইতিহাস তুলে ধরেন সংবাদ প্রতিনিধিদের ক্যামেরার সম্মুখে। ডাক্তার অরুণাভ চক্রবর্তী জানান কুর্তির সুপ্রাচীন একটা ঐতিহ্য রয়েছে। ছোটবেলা তিনি বাবা মা এর মুখে কুর্তির কথা শুনে ছিলেন। এখানে রাজার সিন্দুকের কথা ও তিনি জেনেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি কর্মসূত্রে কদমতলা আসেন। মঙ্গলবার করোনা ভাইরাসের সচেতনতা শিবির শেষে হঠাৎ মনে পড়ে সেই সিন্দুকের কথা। রোশন চাকলাদারের অঞ্চলে তৎকালীন সময়ে আসামের কিছু অংশ পড়েছিল। এবং সেই সময় এই সিন্দুকে রাজস্ব রাখা হতো। এই সিন্ধুকে রাজন্য আমলের স্মৃতিবিজড়িত বলে দাবি করেন ডাক্তার অরুণাভ চক্রবর্তী। এই সিন্ধুকটি পঞ্চায়েত কত খানি সংরক্ষণ করে রাখবে তা বলা অসম্ভব। তবে এই সিন্দুকটি মিউজিয়ামে নিয়ে কুর্তির প্রাচীনতম জনবসতির ইতিহাসকে তুলে ধরলে হয়তো আগামী প্রজন্ম অজানা অনেক কিছু জানতে পারবে।

করোনা মোকাবিলায় অর্থ সাহায্য লতা মঙ্গেশকরের

নয়াদিল্লি, ৩১ মার্চ (হি. স.): করোনা মোকাবিলায় মহারাষ্ট্র সরকারকে সহায়তা করতে এগিয়ে এলেন সংগীত জগতের সম্রাজ্ঞী লতা মঙ্গেশকর। মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান করলেন২৫ লক্ষ টাকা। গোটা দেশে করোনায় সব থেকে খারাপ অবস্থা মহারাষ্ট্রের। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গিয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে অর্থ সাহায্য করে করোনা মোকাবিলায় রাজ্য সরকারের পাশে এসে দাঁড়ালেন কিংবদন্তি গায়িকা লতা মঙ্গেশকর। এর আগে মুখ্যমন্ত্রী ত্রাণ তহবিলে অর্থ সাহায্য করেছেন গায়ক আদনান স্বামী। মঙ্গলবার এক টুইট বার্তায় লতা মঙ্গেশকর করোনা মোকাবিলা সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের অর্থ সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। একই আহ্বান করেছেন প্রিয়াঙ্কা চপড়া।

জার্মানিতে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত, মৃত বেড়ে ৫৮৩

বার্লিন, ৩১ মার্চ (হি.স.): জার্মানিতে কোভিড-১৯ নভেল করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে মৃত্যু-মিছিল অব্যাহত। জার্মানিতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হয়ে বিগত ২৪ ঘন্টায় প্রাণ হারালেন আরও ১২০ জন, নতুন করে ১২০ জনের মৃত্যুর পর জার্মানিতে মঙ্গলবার মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৫৮৩। এই সময়ে জার্মানিতে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ৪,৬১৫। ফলে জার্মানিতে আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬১,৯১৩ জন।এখনও মৃত্যুমিছিল অব্যাহত স্পেনেও। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত সেখানে ৭ হাজার ৭১৬ জন প্রাণ হারিয়েছেন। সোমবার সারাদিনে সেখানে ৮১২ জনের মৃত্যু হয়। স্পেনে আক্রান্তের সংখ্যা এসে ঠেকেছে ৮৭ হাজার ৯৫৬-তে।

ইতালিতে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ১১, ৫৯১, ধীরে ধীরে কমছে সংক্রমণ

রোম, ৩১ মার্চ (হি.স.): করোনাভাইরাসের তাণ্ডবে ত্রস্ত গোটা বিশ্ব। ইতিমধ্যেই করোনায় মৃতের সংখ্যা গোটা পৃথিবীতে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩৭,৫৮২। আর আক্রান্তের সংখ্যা ৭,৮২,৩০০ ছুঁয়েছে।এর মধ্যে ইতালিতেই মৃত্যু হয়েছে ১১,৫৯২ জন মানুষের। ইতালিতে আক্রান্তের সংখ্যা ১০১,৭৩৯ জন, সুস্থ হয়েছেন ১৪,৬২০ জন।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী, ৩০ মার্চ সন্ধ্যা ছ'টা পর্যন্ত কোভিড-১৯ ভাইরাসে ইতালিতে মৃত্যু হয়েছে ১১,৫৯১ জনের। যদিও, বিগত কয়েকদিন ধরে সংক্রমণ কমেছে। ইতালিতে বর্তমানে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত ১০১,৭৩৯ জন। সুস্থ হয়েছেন ১৪,৬২০ জন।

লকডাউন ঃ চুড়াইবাড়ির পাথর কোয়ারীর শ্রমিকদের পাশে নেই কেউই

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ৩১ মার্চ।। -করোনা ভাইরাস নিয়ে সবাই আতঙ্কিত। সরকার বলছে ঘরে থাকুন। কিন্তু দিনমজুর শ্রমজীবী মানুষের পেটে অন্ন তুলে দেবে কে? সেই প্রশ্নটা এখন ঘুরপাক খাচ্ছে।এই সংকটময় পরিস্থিতিতে পাথর শ্রমিকদের পাশে দাঁড়াচ্ছে না কেউ। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লক এলাকার চুরাইবাড়ি এলাকায় বেশ কয়েকটি পাথর কোয়ারীতে শ্রমিকরা থেকে কাজ করে। সেই শ্রমিক পরিবারগুলোতে দেখা দিয়েছে খাদ্য সংকট। মালিকরা সামান্য আর্থিক সাহায্য করলেও সেই অর্থ দিয়ে দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটছে না তাদের ভাগ্যে। পাথর শ্রমিক হাসনা বেগম জানালেন ঘরের চাল ডাল কিছুই নেই।দুটি সন্তান রয়েছে।আজকের রাত হয়তো তাদের উপোস ঘুমাতে হবে। আরেক পাথর শ্রমিক জানালেন কেউ কেউ পেটের দায়ে কাজ করছেন আবার পুলিশ এলে দৌড়ে পালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের কিছুই করার নেই। এখন পর্যন্ত এলাকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে তথাকথিত সমাজসেবীরা পাথর কোয়ারীর মানুষদের খোঁজখবর নেন নি। এরা কিভাবে আছে, এরাওতো মানুষ। পেটের দায়ে এরা কাজ করছে যদি সংক্রমিত হয় দায়ভারটা কে নেবে।রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার যে প্রকল্প ঘোষণা করেছে শ্রমজীবী পরিবারগুলি পায়নি এখনো সরকারি সাহায্য। শুধু সরকারের দিকে চেয়ে থাকলে হবেনা,মানবিক দৃষ্টিকোণ দেখাতে হবে তাদের প্রতি। এগিয়ে আসতে হবে ক্লাব, সামাজিক প্রতিষ্ঠান এনজিওগুলিকে। এই সংকটের সময়ে একটা জিনিস পরিলক্ষিত হচ্ছে সেটা হল, দুর্গাপূজা কালীপূজার সময়ে যে সমস্ত ক্লাব গুলি জোর জুলুম করে চাঁদা আদায় করে আজ এই দুঃসময়ে তারা কিন্তু মানুষের পাশে নেই। সব নিজ নিজ ঘরে বসে আছে। শ্রমজীবী মানুষ আজ অসহায়। ব্লক প্রশাসন থেকে শুরু করে স্থানীয় পঞ্চায়েত উদাসীন। যেভাবে খাদ্য সংকট দেখা দিয়েছে অতিসত্বর এই শ্রমিক পরিবারগুলিকে খাদ্য সামগ্রী না দিলে এরা হয়তো কাজের জন্য বাইরে বেরিয়ে পড়বে। অধিকাংশ শ্রমিক এখনো গৃহবন্দি আছে। কিন্তু খালি পেটে কতদিন এভাবে থাকবে তারা। সমাজের তথাকথিত দের চৈতন্যদেব জরুরি।

লকডাউন ঃ কুমারঘাটে পুলিশ প্রশাসনের কঠোর নজরদারী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমন রুখতে জারি হওয়া লক ডাউনের প্রভাব লক্ষ করা গেল কুমারঘাট মহকুমা জুড়ে।লকডাউনকে সফল করতে স্থানীয় প্রশাসনও বেশ তৎপর।বিভিন্ন এলাকায় যাতে জনসমাগম না হয় তার জন্যই এই লকডাউনের ব্যাবস্থা,কিন্তু লকডাউনের বাইরে থাকা সবজি বাজারে প্রতিদিনই ব্যাপক ভীড় লক্ষ করা যেতো যেখানে সামাজিক দূরত্ব বাজায় থাকতোনা সেইদিকে চিন্তা করে কুমারাঘাটে দেওহাট বাজার অর্থাৎ বাবু বাজারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে পূর্তদপ্তরের মাঠে এবং পাবিয়াছড়ার সবজি বাজারকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে পাবিয়াছড়া স্কুল মাঠে।তাছাড়া কুমারঘাট পৌরপরিষদ থেকে বিভিন্ন জিবানুনাশক ঔষধ স্প্রে করানো হচ্ছে পৌর এলাকায়।জানিয়েছেন কুমারঘাট মহকুমা শাসক সন্দীপ চক্রবর্তী।মহকুমা শাসক আরও জানান বাজার এবং এলাকা নিয়ন্ত্রনে মহকুমা স্তরে এবং ব্লক স্তরে টাস্ক ফোর্স গঠন করা হয়েছে তাছাড়া বিভিন্ন রেশনেও রেশন সামগ্রী ইতিমধ্যেই পৌছে দেওয়া হয়েছে।অন্যদিকে মহকুমার আইন শৃঙ্খলার বিষয়ে বলতে গিয়ে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গমঞ্জয় রিয়াং বলেন, এই সময়ে কিছু সংখ্যক ড্রাগস আসক্ত যুবক উন্মত্ত হয়ে রাস্তায় ঘুরছে। তাদের শায়েস্তা করছে পুলিশ।সেই ছবিও এদিন ধরা পড়লো ক্যামেরায়।,ড্রাগস ব্যাবহারকারী দুই যুবককে এদিন রাস্তায় অসংলগ্ন অবস্থা ঘুরতে দেখে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক কান ধরে রাস্তায় উঠবসও করাতেও দেখাগেলো।পাশাপাশি বিনা প্রয়োজনে রাস্তায় বের হলেও ব্যাবস্থা নেবে পুলিশ প্রশাসন।আর এই লকডাউনে কুমারঘাট মহকুমা এলাকায় অতিরিক্ত নিরাপত্তাকর্মী কর্মী মোতায়েত করা হয়েছেন বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক।শহরে কোনো পাস ছাড়াই বিনা কারনে চলাফেরা করছে অনেকে।আবার অনেকে মেডিসিন রিপ্রেজেনটিটিভের দোহাই দিয়ে দেদার কুমারঘাটে চলাফেরা করছে অনেকে।অথচ তাদের কাছে কোন পাসই নেই।এমনই এক যুবকে কুমারঘাটে পুলিশ আটক করলে সাংবাদিকরা তার ছবি তুলতে গেলে সেখানে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের সাথে ঐ যুবক অভব্য আচরন করে।রিপ্রেজেনটিটিভ দোহাইধারী ঐ যুবক জনতার কার্ফিউর দিনও একইভাবে আচরন করার চেষ্টা চালিয়েছিলো।তাদের দিকে পুলিশি কঠোর নজরদারীর দাবী উঠছে। লকডাউন সফল করতে কুমারঘাটে প্রাশাসন যে তৎপর তাই এদিন তুলে ধরতে চাইলেন মহকুমা শাসক এবং পুলিশ আধিকারিক।

মুখ্যমন্ত্রীর ত্রাণ তহবিলে দান অব্যাহত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ রুখতে রাজ্য জুড়ে লক ডাউন জারি রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় মুখ্যমন্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে বহু মানুষ ইতিমধ্যে স্বেচ্ছায় মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে অর্থ দান করছেন। মঙ্গলবার এক ব্যক্তি মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে অর্থ দান করার লক্ষ্যে সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের হাতে ৫০ হাজার টাকার চেক তুলে দেন। এইদিন সাংসদ প্রতিমা ভৌমিকের অফিসে গিয়ে ঐ ব্যক্তি ৫০ হাজার চেক প্রতিমা ভৌমিকের হাতে তুলে দেন। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক নিজের প্রতিক্রিয়ায় জানান সমগ্র বিশ্বে বর্তমানে বিপদের সময় চলছে। মানব জাতি কঠিন পরিস্থিতির সন্মুখিন। প্রধান মন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে এবং মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে যে যার সার্ধমত অর্থ দান করার আহ্বান জানিয়েছেন সকলের প্রতি। এই দানের মাধ্যমে দেশকে তথা সমগ্র সমাজকে সেবা করার সুযোগ রয়েছে। সাংসদ প্রতিমা ভৌমিক সকলের প্রতি আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে যার যার সার্ধমত অর্থ দান করার জন্য।

রামনগরে বিধায়ক সুরজিৎ দত্ত খাবার দিলেন দুঃস্থদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। মঙ্গলবার রামনগর বিধানসভার কেন্দ্রের বিধায়ক সুরজিৎ দত্তের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যান মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। দুঃস্থদের হাতে তুলে দেন খাদ্য সামগ্রী। একই সঙ্গে জন জাতিদের রিসা দিয়ে তৈরি মাস্ক কিনে নিয়ে ব্যবহার করার পরামর্শ দেন তিনি। এটা সহজ ভাবে তৈরি করা যায়। অন্য দিকে জন জাতিদের ঐতিজ্যকে আরো তুলে ধরা যাবে। এই অবস্থায় সকলে স্বাস্থ্য দপ্তর ও প্রশাসনের দেওয়া নির্দেশিকা মেনে চলুন। নিজ নিজ বাড়িতে থাকুন। তাতে করে করোনার বিরুদ্ধে লড়াই আরো সহজ হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী জায়া নীতি দেব। মুখ্যমন্ত্রী মুখে গামছা বাধার পড়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এর সঙ্গে জন জাতিদের রিসা দিয়ে তৈরি মাস্ক কিনে পড়ার বার্তা দেন তিনি।

ধর্মনগরে নেশা কারবারী গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩১ মার্চ।। ধর্মনগর মহকুমার গোল্ডেনভ্যালি স্কুল সংলগ্ন এলাকা থেকে মঙ্গলবার এক ড্রাগ সেবন কারীকে আটক করলো স্থানীয় জনগণ। তার নাম রিন্টু দাস,তার বাড়ি ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরে। পরবর্তী সময়ে স্থানীয় জনগণ তাকে ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়। স্থানীয় জনগণকে সে জানায় পানিসাগর মহকুমার জয়জিৎ দাস ওরফে রূপক নামের এক যুবক তাকে এই নেশা সামগ্রী গুলো বিক্রি করে গেছে। সেই মোতাবেক স্থানীয় জনতা জয়জিৎ দাসের পিছু ধাওয়া করে। তখন সে একটি গাড়ি নিয়ে পানিসাগরের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। পরবর্তী সময় পানিসাগর থানায় খবর দিলে পানিসাগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস গাড়িটিকে আটক করে। এবং গাড়ি সহ চালক রূপক দাস কে পানিসাগর থানায় নিয়ে যায়। পুলিশ তাকে জিজ্ঞাসাবাদ চালাচ্ছে।

মঙ্গলবার রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় বিধায়ক দীপক মজুমদার করোনা রোধে মাস্ক বিতরণ করেন। ছবি- নিজস্ব।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।